কোন প্রকারে কখনই লিপ্ত হয়েন না। জগতের তমোময় অব্যক্তাবস্থায় সেই ঈশ্বরের পদতল হইতে দুইটী দেবতার উৎপত্তি হয় এবং তদ্দ্বয়ের দ্বারাই এই ভৌতিক বিশ্বের সৃষ্টি হয়। ঐ দেবদ্বয় জগতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ক্রমশঃ যে সপ্তজন বৈমানিক দেবতার হস্তে নস্ত করেন তাহার শেষটী স্বর্গ। ঐ স্বর্গ প্রথ্বীর পাণিগ্রহণ করাতে মনুষ্যের জন্ম হয় এবং লোকের বসবাস জন্য শুষ্ক ভূমি প্রদানার্থ সর্ব্বাগ্রে কিউসিউ দ্বীপকে সমুদ্র গর্ভ হইতে নিজ শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উত্তোলন করেন। পরে প্রজা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের ভিন্ন২ স্থানে রক্ষণার্থ বহুতর দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আদি ঈশ্বরের এই জগতের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার ২৫০০০০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্টা প্রিয়তমা কন্যা সূর্য্য দেবীর (টেনসিয়োডেইসিন) হস্তে অর্পণ করেন। এতদ্ভিন্ন চারিটী প্রধান মর্ত্ত্য দেবতা ছিলেন ও তাঁহাদিগের সর্ব্ব শেষ এক জন মনুষ্য কন্যা বিবাহ করেন ও তদ্গর্ভে যে মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তিনিই সুবিখ্যাত লিনুমোটেন্মৌ যিনি জাপানীয় মিকাডস অর্থাৎ রাজগণের আদি পিতা ছিলেন। শিন্টো ধর্ম্মাবলম্বীগণ সূর্য্যদেবীকে অদ্যা-

বধি এত অধিক মান্য ও ভক্তি করে যে তাহারা ঐ দেবীর সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে সাহস করে না। অগ্নিমুখে যেরূপ আমাদিগের দেবতারা যজ্ঞ ভাগ প্রদত্ত হয়েন, শিন্টো ধর্ম্মানুরাগীগণ সেই মত অপর দেবতাকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া সূর্য্যদেবীর আরাধনা করে। এই ধর্ম্মের অন্যান্য দেবতার সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চশত দেবসম্ভূত ও অবশিষ্ট দেবরূপে পরিগণিত মনুষ্য। আমাদিগের যেরূপ কালিঘাটে কালী, উলোয় উলুই চণ্ডী, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, গয়ায় গদাধর প্রভৃতি দেব দেবীর পূজার প্রাধান্য দেখা যায়, জাপানেও সেইরূপ স্থান ভেদে দেবতা বিশেষের ভোগরাগ অর্চ্চনাদির বাহুল্য দেখা যায়। সচরাচর কথিত হয় যে হিন্দু ধর্ম্মে দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ পার্ব্বণ; জাপানীদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক। জাপানীয়গণের কোন২ পর্ব্বাহ কোন২ জ্যোতিষিক কালভাগানুসারে নিরূপিত আছে ও অপরাপর গুলি প্রচলিত সাধারণ দিন-গণানুসারে হয়। এস্থলে প্রকাশ করা উচিত যে জাপান রাজ্যে দুই প্রকার বৎসর প্রচলিত আছে তন্মধ্যে যাহাতে পুরাবৃত্তাদি [illegible]ত হয় তাহা তদ্দেশীয় রাজগণের রাজ্যকাল অথবা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার কাল হইতে পরিগণিত হয়। সাধারণতঃ যে বৎসর প্রচলিত তাহাতে যেরূপে দুইটী ৩৫৪ দিনের বৎসরের পর একটী ৩৮৪ দিনের বৎসর হয় তদ্বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। জাপানীয়দিগের সাধারণ বৎসর দ্বাদশ চান্দ্র মাসে অর্থাৎ দ্বিচত্তারিংশৎ সপ্তাহে হয় এবং ঐ বৎসরকে ৩৫৪ দিনবিশিষ্ট করণার্থ অধিপতিগণ স্বেচ্ছাক্রমে কোন মাসে এক দিবস ও কোন মাসে দুই দিবসের হ্রাস বৃদ্ধি করেন। এইরূপ প্রত্যেক দুই বৎসরের পর অধীশ্বর এক বৎসরে একটী ত্রিংশৎদিনবিশিষ্ট মাস যথেচ্ছা ক্রমে বৃদ্ধি করেন। শিন্টোধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চটী উৎসব প্রধান ও বহু সমারোহের। তন্মধ্যে সোগোয়াট্‌জ (নববর্ষদিন) নামক প্রথমটী প্রথম মাসের প্রথম দিনে হয়; দ্বিতীয়টীর নাম সঙ্গোয়াট্‌জ তাহা তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে হয়, অপর তিনটী পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে, সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে ও নবম মাসের নবম দিনে হয়। অযুগ্ম সংখ্যা সকলকে জাপানীগণ অলক্ষণ যুক্ত জ্ঞান করে এবং তজ্জন্যই অযুগ্ম মাসের অযুগ্ম দিনে পর্ব্বাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেবমহাত্মো উহার অযুগ্মতা জন্য অলক্ষণাপনয়ন করে।

বর্ষ বৃদ্ধির (বৎসরের প্রথম দিনে) যে উৎসবটী জাপানে আরম্ভ হইয়া থাকে তাহার স্থিতি তিন দিন ও তাহার অপেক্ষা সমারোহের পার্ব্বণ আর দেখা যায় না। আমাদিগের রথযাত্রায় যেরূপ রথোপরি জগন্নাথ-দেবমূর্ত্তি বাহিত হয়, নব বৎসরে সেইরূপ জাপানদেশে দেয়িজিজ্ঞাখ্যাদি দেবতার মূর্ত্তি কাষ্ঠ ও কাগজকোটায় নির্ম্মিত রথে বাহিত হয়। এই বৎসরের প্রথম দুই দিবস সকলে দলদল হইয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাজ পথে নগর কীর্ত্তন ও নৃত্যামোদের সহিত সুসজ্জিত রথোপরি দেব মূর্ত্তি লইয়া ভ্রমণ করে এবং শেষ দিবসে ঐ সকল লোক সমস্ত সজ্জিত রথ সম্মিলিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। নগরে ভ্রমণকালে যাত্রী সকল সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে ও তাহার মধ্যে২ এক এক খান সুচিকণ রঙ্গে রঞ্জিত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত রথ বাহিত হয়। ঐ রথের সর্ব্বোপরি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে ও তন্নিম্ন তলস্থ স্থানে বাদ্যকরগণ থাকে। এই প্রকার রথ অন্যূন পঞ্চাশ খান থাকাতে মেলাটী অতি দৃশ্যাকর্ষক হয়। মেলার নিমিত্ত বালিকাগণ অদীর্ঘ

একাঙ্কবিশিষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক নাট্যাভিনয়ে দীক্ষিত হয়। মকর সংক্রান্তির সময় অত্রস্থ পাঠশালের বালকগণ বেশভুষা করিয়া গুরুমহাশয় ও রক্ষকাদি সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে যাইয়া জাহ্নবী স্তব করে, জাপানদেশীয় বালিকাগণ নববর্ষোৎসবে বালকের বেশ পরিয়া দলেঽ আসিয়া স্বজন সমভিব্যাহারে উৎসবার্থে নির্ম্মিত দেব মন্দির সকলের সম্মুখে যাইয়া ঐ দীক্ষিত নাট্যাভিনয় করে। তাহাদিগের অভিনয়ার্থ একপ্রকার কাগচের নাট্যালয় প্রস্তুত থাকে এবং যন্ত্রবাদকগণও উপস্থিত থাকে। এক এক দল করিয়া সকল বালিকার দল ক্রমশঃ অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দর্শকগনকে পরিতুষ্ট করে। ঐ বালিকাগণের সহিত তাহাদিগের পিতামাতা ও ভৃত্যাদি থাকে এবং স্থানে স্থানে অভিনয় করিয়া ক্লান্ত হইলে তাহাদিগের মাতা ও আত্মীয়গণ তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যায়। তৃতীয় দিবসের মেলার সমস্ত যাত্রী দল একেঽ উৎসবার্থ নির্ম্মিত দেব মন্দির সম্মুখে যায় এবং রজনীযোগে সমস্ত নগর ও সুসজ্জিত রথাবলি আলোকমালায় সজ্জিত হয়। তাহাতে জাপান রাজ্যের মধ্যে ইয়াকুহামা নগরীর যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, যাহারা পাটনার দেওয়ালি দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে যে উৎসব হয় বালিকাগণের মঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ দিবসে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় কুটুম্ব ও বান্ধবগণের ভবনে যাইয়া বালিকাগণকে আশীর্ব্বাদাদি করিতে হয় এবং ঐ বালিকাগণ তণ্ডুল নির্ম্মিত এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া গুরুজন সমস্তকে প্রদান করে এবং এক গৃহ সুসজ্জ করিয়া মিকাটোর সভার অনুরূপ এক পুত্তলিকার সভা সাজাইয়া ঐ পুত্তলিকা সকলের সম্মুখে পিষ্টক দেয়।

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে যে উৎসব হয় তাহা বালকগণের যুবাবস্থার মঙ্গলোদ্দেশে। ঐ পর্ব্বাহে বালক সকল এক এক বংশ দণ্ড স্থাপন করে এবং পারক ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ বংশদণ্ডে এক এক খান স্বরচিত কবিতা লেখা কাগজ খণ্ড যোজনার্থ আহ্বান করে। এই দিবসে বালকগণ তরী ধাবনা, সন্তরণ প্রভৃতি জল ক্রীড়ায় বিশেষ আমোদ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপান রাজ্যে বহু পার্ব্বণ প্রচলিত আছে তত্সমস্তের বিবরণ লিখিলে বাহুল্য হয় এজন্য আমরা কএকটী প্রধান পর্ব্বের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে লিখিলাম এতভিন্ন যে সমস্ত পার্ব্বণ আছে তন্মধ্যে যে দুইটী অনেকাংশ ভারতবর্ষে প্রচলিত পার্ব্বণদ্বয়ের সহিত ঐক্য হয় তাহা আমরা লিখিতেছি। ইয়াকুহামা নগরবাসীগণ নেগাসাকি উপসাগরে পীড়িত আত্মীয়গণের ভাগ্য বিচার করণার্থ এক দিন দীপ ভাসাইয়া দেয় ও তাহাতে উপসাগর দেহ অতীব সুন্দর হয়। ভারতবর্ষেও লোক নানা [illegible]নায় দীপ ভাসাইয়া থাকে; কান পুরে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় যে ভাসমান দীপ মালায় জাহ্নবী দেহ উদ্দীপ্ত হয় তাহার কারণ আর কিছু নহে।

আমাদিগের শ্যামাপূজার সময়ে যে পুণ্যা অমাবস্যা দিনে কুলার বাতাস দিয়া অলক্ষ্মী বিদায় করা নিয়ম আছে জাপানে উহার পরিবর্ত্তে সয়তান দুরকরণ কালে সিদ্ধমটর ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ প্রচলিত। জাপানে এক বিশেষ রহস্য সূচক পার্ব্বণ আছে তাহাতে ছোট, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই কাগজের ঘুড়ি করিয়া সূত্র যোগে শূন্যে উড্ডীন করে এবং ঐ সূত্রে কাঁচ খণ্ড সকল

বান্ধিয়া পরস্পরের ঘুড়ি কর্ত্তনার্থ যত্ন ও বিশেষ আমোদ করে।

নিকোলাস সাণ্ডারসনের জীবন বৃত্তান্ত।

মরা এক্ষণে যে মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি, তাঁহার নাম নিকলাস সাণ্ডারসন্। ইনি অল্প বয়সে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা বিষয়ে কি রূপে জগতে অতুল্য খ্যাতি লাভ করত জীবন যাপন করেন, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পাঠকমাত্রেরই অভিলাষ জন্মিতে পারে; বিশেষতঃ যাঁহারা সমুদায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও কেবল এক মাত্র আলস্য পরায়ণ হইয়া বিদ্যারসে বঞ্চিত হন, সোৎসাহিত-চিত্তে এই মহাত্মার জীবন চরিত পাঠ করা, তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য. এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিম্নে সঙ্ক্ষেপে তদীয় জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

নিকলাস সাণ্ডারসন ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্ক সায়র প্রদেশে থরলষ্টন নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার সামান্য সম্পত্তি ছিল ও বণিক্‌দিগের নিকট শুল্ক আদায়ের কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সাণ্ডারসন ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া চক্ষুহীন হন্; সুতরাং তাঁহাকে বিশ্ব-রাজ্যের রমণীয় শোভা সন্দর্শন-সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। শৈশবাবস্থায় তিনি স্বীয় জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী পেনিষ্টন নামক গ্রামের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন্। তথায় গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা এবং স্বীয় অসীম উৎসাহে ইউক্লিড ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থকারদিগের রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া উল্লিখিত ভাষাদ্বয়ে সমধিক উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লেখকেরা বলেন যে, তিনি চক্ষুহীন হইয়া কি উপায়ে শিক্ষা লাভ করেন, তৎসমুদায় আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কিন্তু কেহ যে তাঁহার দৈনিক পাঠ তাঁহার নিকট আবৃত্তি ও তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য দান করিত, ইহাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। যাহা হউক, তিনি অন্ধ হইয়াও বিদ্যা শিক্ষা-বিষয়ে এতঅধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা শ্রবন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলে, তদীয় পিতা তাঁহাকে গণিতের সামান্য নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে গণিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ স্মারকতা শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে বৃহদ্বৃহৎ অঙ্ক গণনা ও তৎসমুদায়ের অতি সহজ উপায় সমস্ত উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি এক সদাশয় ধনী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। এই অভিনব ধনী বন্ধু গণিতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সাণ্ডারসনও অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন এবং পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজগণিত ও রেখা-গণিত বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সাণ্ডারসন মহোদয় এই রূপে ধনী বন্ধুর উৎসাহে পরম পুলকিত হইয়া সাভিনিবেশ সহকারে গণিত শিক্ষায় প্রবর্ত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমাদিগের অঙ্ক গণিত প্রিয় সাণ্ডারসন মহোদয় ডাক্তার নেটেল্‌টন নামক এক মহাত্মার সহিত পরিচিত হন্। তাঁহার ডাক্তর বন্ধুও ধনী বন্ধুর ন্যায় যত্নাতিশয়-সহকারে তাঁহাকে গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, সাণ্ডারসন গণিত বিষয়ক রীতিমত শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত মহোপকারী বন্ধুদ্বয়ের নিকট ঋণি ছিলেন।

এই রূপে তিনি উল্লিখিত সহৃদয় বন্ধুদিগের সাহায্যে পুস্তকাদি ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিন মধ্যে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, আর তাঁহাকে তাঁহাদিগের (বন্ধুদ্বয়ের) নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইল না, বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও শিক্ষা দান করিতে সমর্থহইলেন।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন প্রবৃত্তিও বলবতী হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা প্রোৎসাহিত হইয়া সেফিল্ড নগরের নিকটবর্ত্তী অটারক্লিফের বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়িণী উপদেশ প্রদত্ত হইত, সুতরাং নিরন্তর নীরস শিক্ষায় তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সত্বর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়াও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন্। বাস্তবিকও এক্ষণে আর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অথবা যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় আবৃত্তি করিতেন, তিনি ব্যতিত অন্যের সাহায্যাপেক্ষা করিতে হইত না।

শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়ভার এপর্য্যন্ত তাঁহার পিতার স্কন্ধেই অর্পিত ছিল। তিনি বহুসঙ্খ্যক পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তানের শিক্ষা কার্য্যের ব্যয়-ভার বহণে অসমর্থ হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা সাণ্ডারসন মহাশয়কে এই অভিপ্রায়ে কোন বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন যে, তিনি উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অন্ততঃ আবশ্যকমত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেও সমর্থ হইবেন। সাণ্ডারসন মহাশয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পিতা বা তদীয় আত্মীয়বর্গের সাধ্যাতীত। তদ্দর্শনে তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন যে, তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে গমন করিয়া অদৃষ্টের পরীক্ষা করেন; অর্থাৎ তথায় ছাত্ররূপে অবস্থিতি না করিয়া শিক্ষক হইবার উপায় দেখেন; কারণ তৎকালিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তবে তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত লণ্ডন নগরে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবারও অনেকের ইচ্ছা ছিল।

হায়! বিদ্যারূপ অমুল্যরত্ন যিনি হৃদয়ভাণ্ডারে অতি যতনে সঞ্চিত করিয়াছেন, সামান্য ধন কি কখনও তাঁহার নির্ম্মল মনকে কুঞ্চিত করিতে পারে? আমাদিগের পরম পণ্ডিত সাণ্ডারসন মহাশয়ই যে এই নিয়মের বহির্ভুত হইবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তিনি বিদ্যার্থী রূপে কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতে যেমন যত্নবান্, শিক্ষক হইতে ততোধিক অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরম হিতৈষী বন্ধুবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কে তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিবে?

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, জসিয়া (Jashua) ডন নামক ক্রাইষ্ট কলেজের এক মহাশয় ব্যক্তি কর্তৃক তিনি তথায় নীত হইলেন। সে স্থানে তিনি স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকার বিষয় কর্ম্মের সুবিধা করিতে পারিলেন না। তত্রস্থ সকলেই এই অভিনব জ্ঞানী অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুস্তকালয়স্থ পুস্তক পাঠের ও অন্যান্য বিস্তর বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তথাপি বহুবিধ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল।

ইউষ্টন নামক এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যালয়ের গণিতাধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় নিউটনের আসন অধিকার করিয়া স্বীয় ছাত্রদিগকে সাণ্ডারসনের অভিপ্রায়ানুযায়ী উপদেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কোনং মহাত্মা সাণ্ডারসনের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার যশঃশশধর দিঙমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে তিনি জ্যোতিঃ, বর্ণ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তদীয় সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণোৎসুক হইয়া অনেকানেক ব্যক্তি আগত হইতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে সাণ্ডারসন মহাশয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দুরূহ বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবনক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকাল-পরিচিত গণিতজ্ঞদিগের নিকট পরিচিতও হইলেন। উপাধ্যায় হুইষ্টন যখন স্থানান্তরিত হন, তখন সাণ্ডারসন মহাশয় এত প্রতিভাপন্ন হইয়াছিলেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ডিউক অব্ সমারসেটের নিকট, তাঁহাকে উক্ত পদ প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজ্ঞী তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্ডারসন বিবাহ করেন, এবং পর বৎসর দ্বিতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে ক্রাইষ্ট কলেজের ব্যবস্থাধ্যক্ষ করেন।

সাণ্ডারসন স্বভাবতঃ সুস্থকায় ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অঙ্গ পরিচালন অভাব হেতু তদীয় শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন হইতে লাগিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ-অব্দের বসন্তশেষে তিনি স্বীয় পদতলে সাঙ্ঘাতিক আহত হন্। তৎকালে তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কোন প্রকার ঔষধেই কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না। অবশেষে ১৯এ এপ্রেল ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও অদ্বিতীয় স্মরণ শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রেই বিস্মিত হয়। তিনি চক্ষুহীন ছিলেন বটে, কিন্তু কোন্ সময়ে আকাশ নির্ম্মল এবং কখনই বা মেঘাবৃত থাকিত, তৎসমুদায় তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন। তাঁহার তুল্য ব্যক্তি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা বলা যায় না।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তিমার্গের কল্পতরু স্বরূপ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহদ্গ্রন্থের পূজা করেন এবং পৌরাণিক

গণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর-সংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য কেহ২ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমূহ অতি সরল ভাবে রচিত হইয়াছে, সেস্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণ নিচয়ের রচনা সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই সুতরাং এক জন পৃথক্ ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই গ্রন্থ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামী কৃত। বোপদেব দেবগিরি* নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্ ছিলেন। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ্ ফরাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবেন কিন্তু ভাগবত ঋষি প্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিন খানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থের নাম "দুর্জ্জন মুখ চপেটিকা"—এখানি রামাশ্রম কৃত; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম গ্রন্থের প্রত্যুত্তর, কাশীনাথ ভট্টকৃত "দুর্জ্জনমুখ মহাচপেটিকা" ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তদুত্তরে "দুর্জনমুখ পদ্ম পাদুকা" রচিত হইয়াছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদব্যাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষি প্রণীত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দ বহুবিধ নানা রস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্দু বিল্বস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া গীত-গোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে* যে ভাগবত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেব্যক্তি ইহার সুধাপান করিয়াছেন তিনি আর অন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা, ও অনুবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পূরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ববোধিকা সঙ্খ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

* দেওঘর বা দৌলতাবাদ।

* গ্রন্থোঽষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাবিধঃ।
সর্ব্ববেদেতি হাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

৭ পর্ব্ব]　　প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯　[৭১ খণ্ড।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থসমালোচক মাসিক পত্র।

ফরিদ্‌উদ্দীন সূরসেরশাহের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত।

সের শাহের আদি নাম ফরিদ্‌উদ্দীন ছিল এবং তিনি ভারতবর্ষ ও পারস্য দেশের সীমা সন্নিহিত রোঃ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশীয় আফগান জাত্যন্তর্গত* সূরবংশীয় হোসেনের ঔরষে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদ্‌উদ্দীনের পিতামহ ইবরাহিম দিল্লীতে আসিয়া সুলতান বিলোলির সভাসদ্ একজন আমীরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অধীশ্বর বিলোলির পরলোক গমনে তৎপুত্র সেকেন্দর সিংহাসনারোহণ করিলে সুবিখ্যাত অমাত্য জিমাল জোয়ানপুরের গবর্ণর্ হইয়া ইবরাহিমের পুত্র হোসেনকে নিজ অনুচর করেন। অল্পকাল মধ্যে হোসেন নিজ গুণ বলে প্রভুকে এত সন্তুষ্ট করিল যে জিমাল স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সাসিরাম ও টণ্ডা পরগণাদ্বয় জাইগীর স্বরূপ দিয়া এই বন্দবস্ত করিলেন যে হোসেন উহার আয় হইতে ৫০০ অশ্বারোহী সেনা রাখিবে। হোসেনের ৮ পুত্র হয় তন্মধ্যে ফরিদ্ ও নিজাম পাঠান জাতীয়া এক পত্নীর গর্ভে ও অপর ছয়টী দাসীর গর্ভে হইয়াছিল। হোসেন পত্নীপ্রিয় না থাকাতে পুত্রগণের প্রতি অযত্ন করিতেন এই হেতুক ফরিদ্ অল্প বয়সেই জোয়ানপুরে যাইয়া জিমালের অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। হোসেন তৎ সংবাদ পাইয়া ফরিদ্‌কে বিদ্যাশিক্ষার্থ সাসিরাম পাঠাইবার জন্য জিমালকে লিখেন কিন্তু ফরিদ্ তাহাতে সম্মত না হইয়া জোয়ানপুরে সৈনিক বৃত্তিতে থাকিয়াই বিশেষ যত্নের সহিত অল্পকাল মধ্যে ইতিহাস ও সাহিত্যাদিতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তিন চারি বৎসর পর হোসেন জোয়ানপুরে যাইলে ফরিদের সহিত পুনর্ম্মিলন হয় এবং স্বয়ং তথায় থাকিয়া ফরিদ কে সাসিরামে আপন অধিকার রক্ষণাবেক্ষণার্থ প্রেরণ করেন। ফরিদ এ প্রকার কৌশলে দীনদিগের প্রতি সুবিচার ও প্রবল জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণাদি করিয়াছিলেন যে তাঁহার কর সকল নির্ব্বিঘ্নে আদায় ও তাঁহার যশঃ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হোসেন জোয়ানপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফরিদের সুশাসন সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারই হস্তে সমস্ত ভার দিয়া রাখিলেন। হোসেন এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন

* ঘোরীয় রাজবংশের কুমার মহম্মদ সূর রোঃ প্রদেশস্থ আফগানদিগের মধ্যে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্রত্য বংশাবলি সূর বংশী নামে খ্যাত হইয়াছিল।

এবং যে একটী দাসীর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন সেই দাসী নিজ পুত্র সলিমানের হস্তে সমস্ত ভার দিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুরোধ ও বিরক্ত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার ফরিদ্‌ জানিতে পারিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পিতাকে সুখী করণার্থ স্বেচ্ছা-ক্রমে নিজ সহোদর নিজামের সহিত আগরায় যাইয়া সম্রাট্‌ ইবরাহিমের একজন প্রধান অমাত্য দৌলতের অধীনে কর্ম্ম লইলেন। হোসেনের পরলোক গমনে ফরিদ্‌ দৌলতের সাহায্যে সম্রা-টের নিকট হইতে সাসিরাম ও টণ্ডা অধিকারার্থ নিজনামের সনন্দপত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সলিমান তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া স্বজাতি সূরবংশীয় মহ-ম্মদ আফগানের নিকট যাইয়া তাঁহার অধিকারচ্যুত হওনের ব্যাপার জ্ঞাত করিল। মহম্মদও একজন জাইগীর ভোগী ছিলেন ও তাঁহার অধীনে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা ছিল। তিনি সলিমানের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য ফরিদকে বলাতে ফরিদ্‌ উত্তর করেন যে তিনি সলিমানকে লেহ্যমত পিতৃ সম্পত্তির অংশ দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু প্রভুত্ব ছাড়িতে পারেন না; যেহেতু প্রবাদ মত দুই অসি এক কোষে থাকা অসম্ভব।

ফরিদের এই উত্তরে মহম্মদ সলিমানের পক্ষ হইয়া ফরিদকে পদচ্যুত করিবার মানস করেন কিন্তু সম্রাট্‌ ইবরাহিম বাবরের দ্বারা পরাস্ত হইয়া রণশায়ী হইবাতে সমস্ত রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ হইয়া উঠিল এবং ফরিদ্‌ ডিরিয়া লোহানির পুত্র* পারকানের (মহম্মদ) সহিত মিলিত হইলেন। ফরিদ্‌ সত্বরেই মহম্মদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং এক দিবস মৃগয়াকালে তাঁহার সম্মুখে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া সেরখাঁ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই স্থান হইতে ফরিদ্‌ নামের পরিবর্ত্তে সের খাঁ নাম ব্যবহৃত হইবে। সেরখাঁ উত্তরোত্তর প্রভুর অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং মহম্মদের (পারকান) পুত্র জিলালের শিক্ষা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। এই সময়ে সেরখাঁ মহম্মদ পার-কানের নিকট কিছুকালের জন্য অবকাশ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন কিন্তু কার্য্য বশতঃ অবকাশাপেক্ষা অধিক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিহারে পুনর্গমন করিলে মহম্মদ এক দিবস তাঁহাকে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা-হেলক ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভৎ সনা করেন। সূরবংশীয় মহম্মদ, যিনি পূর্ব্বে সলিমানের পক্ষ হইয়া সেরখাঁকে অধিকার ত্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ভৎসনা কালে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সুল-তান মহম্মদকে কহেন যে সেরখাঁ সম্রাট্‌ সেকে-ন্দরের পুত্র* মহম্মদ সাহের অধিকার স্থাপনার্থ এক ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত ছিলেন। তৎ শ্রবণে সুলতান মহম্মদ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সের খাঁকে জাইগীর চ্যুত করিয়া সলিমানকে তাহা প্রদানের মানস প্রকাশ করেন। কিন্তু সেরখাঁর দোষ তৎকালে সপ্রমাণিত হয় নাই এবং তাঁহার কার্য্য দক্ষতা গুণ সুলতান বিশেষ জানিতেন ও তজ্জন্য প্রীত ছিলেন। এইহেতু জাইগীর সলিমানকে না

* এই পারকান বেহার অধিকার করিয়া সুলতান মহম্মদ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।

* এই স্থলে তিনটী মহম্মদ নামীয় ব্যক্তি এক ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকাতে পাঠকগণের ভ্রম জন্মাইতে পারে এই জন্য আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি যে মহম্মদ শাহ বলিলে বঙ্গাধিরাজ, সুলতান মহম্মদ বলিলে বেহারাধিকারী পারকান এবং মহম্মদসূর বলিলে খন্দ পরগণা জাইগীর ভোগী সলিমানের সাহায্যকারীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

দিয়া সুলতান সেরখাঁকে ভীত করণার্থ সাসিরামাদিপরগণা হোসেনর পুত্র সকলকে সমভাগে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য মহম্মদ সুরকে অনুমতি করেন। মহম্মদ সুর ঐ আজ্ঞা প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া সেরখাঁকে এক জন ভৃত্য দ্বারা সংবাদ প্রদান করিলেন যে সুলতানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভ্রাতাগণকে পিতৃ সম্পত্তির যথোচিত ভাগ অবিলম্বে দিতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ উত্তর করিলেন যে হিন্দুস্থানে পুরুষ পুরুষানুক্রমে অধিকৃত পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি ছিল না, রাজ্যের সমস্ত ভূমি রাজ সম্পত্তি ও রাজা যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারিতেন; সুতরাং সম্রাটের প্রদত্ত তাঁহার স্বনামে সনন্দ পত্র সত্বে ভ্রাতাগণের জাইগীরের অংশ পাইবার কোন কারণ ছিল না, তবে অস্থাবর পৈতৃক ধনাদির অংশ অবশ্যই পাইবার কথা ও তিনি তাহা প্রদানেও সম্মত। প্রেরিত ভৃত্যের প্রমুখাৎ এই উত্তর শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক সলিমানকে অধিকার দিবার জন্য মহম্মদ সুর সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সেরখাঁ সংবাদ পাইয়া খান পুর টণ্ডাস্থ তাঁহার প্রতিনিধি মালেককে লিখিয়া পাঠাইলেন যে যে পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক টণ্ডায় উপস্থিত হইতে না পারিবেন সে পর্য্যন্ত তিনি তত্রত্য সেনা সকল দ্বারা আক্রমণকারী মহম্মদের পথের একরূপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন যে তাঁহার গতি রোধ হয় কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ কোন মতে যেন না করেন মালেক আত্ম গৌরব সাধনার্থ সের খাঁর অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ও মহম্মদ সুর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঘটনার সেরখাঁর বিশেষ ক্ষতি হইল, যেহেতু তিনি দেখিলেন যে মহম্মদের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁহার আর উপযুক্ত সেনা নাই। তাঁহার যে সৈন্য ছিল তন্মধ্যে মালেকের অজ্ঞতায় অনেক নষ্ট হওয়াতে তাহা অত্যল্প হইয়া পড়িল সুতরাং যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে না পারিয়া নববিজয়ী সম্রাট বাবর শাহের অধীনে জুনিবরলাস নামক মানিকপুর ও কোরার শাসকের নিকট প্রস্থান করিলেন। জুনিবরলাসকে উপঢৌকন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মোগোল সেনা লইয়া সেরখাঁ মহম্মদসুরকে পরাজয় পূর্ব্বক নিজ জাইগীর পুনরধিকার এবং তৎসন্নিকটস্থ কতক স্থান হস্তগত করিলেন। সের খাঁ এই অবধি প্রকাশ করিলেন যে তিনি অধিকৃত রাজ্য সকল মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে ভোগ করেন এবং মোগল সেনাগণকে পুরস্কারাদি প্রদানান্তে সস্থানে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। সেরখাঁ জয়মদে মত্ত হইয়া বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার না করিয়া মহম্মদ সুরকে (যে ব্যক্তি পরাস্ত হইয়া ভয়ে রোটাসের পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল) আহ্বান করিয়া তাঁহার অধিকারে পুনঃ স্থাপন করিলেন। মহম্মদ এই অসাধারণ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি তাঁহার একজন পরম মিত্র হইলেন। এতদনন্তর সেরখাঁ নিজ ভ্রাতা নিজামের হস্তে জাইগীর প্রভৃতি সমস্ত অধিকারের ভার ন্যস্ত করিয়া সাহায্যকারী জুনিবরলাসের নিকট কোরাতে গমন করিলেন। জুনিবরলাস তৎকালে আগরায় গমন করিতে ছিলেন সের খাঁও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন এবং তথায় সম্রাটের সহিত পরিচিত হইয়া তৎসঙ্গে চিন্দেরি আক্রমণ যাত্রায় যাইলেন।

মোগোল শিবিরে কিছুদিন অবস্থান ও তাহাদিগের নিয়মাদি দর্শন করনান্তে সেরখাঁ এক দিবস তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট কহেন যে মো-

গোল দিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করা বড় কঠিন নহে। তৎশ্রবণে তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার ঐরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? তদুত্তরে সেরখাঁ কহেন "যদিও সম্রাট্ বহুগুণ সম্পন্ন ও সুযোগ্য তথাপি ভারতবর্ষের সকল নিয়ম জ্ঞাত নহেন এবং যিনি প্রধান অমাত্য তাঁহার হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত থাকে কিন্তু তিনি স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকায় প্রজাদিগের মঙ্গল চর্চ্চা করিতে পারেন না। অতএব এক্ষণে যে আফগানগণ আত্মবিচ্ছেদে বিব্রত আছে তাহাদিগকে সম্মিলিত করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে আমি এ কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করি এবং যদিয়ো ইহা অত্যন্ত দুরূহ বোধ হইতেছে তথাপি আমি আপনাকে এ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম বোধ করি।" সেরখাঁর এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার বন্ধু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রাগুক্ত মত বিষয়ে নানামত বিদ্রূপ করিলেন। কিছু দিন পরে এক দিবস সেরখাঁ সম্রাটের সহিত আহারে বসিলে তাঁহাকে ছুরিকা দেওয়া না হওয়াতে তিনি তাহা চাহিলেন কিন্তু ভৃত্যগণ ছুরিকা দিল না এবং দর্শকগণের বিদ্রূপাদি অবজ্ঞা করিয়া তিনি নিজ কটিবন্ধস্থ বৃহৎ ছুরিকা সহযোগে আহার করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার আচরণ দেখিয়া আমীর খলিফার প্রতি চাহিয়া কহিলেন "এই আফগান সামান্য বিষয়ে অপ্রস্তুত হইবার নহে বোধ করি এ ব্যক্তি উত্তর কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে।" এই উক্তি শ্রবণে সেরখাঁ বুঝিলেন যে তিনি নিজ বন্ধু সমক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন তৎ সমস্ত সম্রাটের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং তথায় অবস্থান অশ্রেয়স্কর বিবেচনায় সেই রাত্রেই স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পরে স্বাধিকারে উপস্থিত হইয়া জুনিবরলাসকে বিনয়পূর্ব্বক লিখিলেন যে বেহারাধিপতি সুলতান মহম্মদের সৈন্যের সাহায্যে মহম্মদ স্থর কর্ত্তৃক তাঁহার অধিকার আক্রমণ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়াই প্রস্থান করিতে বাধিত হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিন্ত হইলেই তিনি পুনশ্চ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। জুনিবরলাস এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং সেরখাঁ সুলতান মহম্মদের সহিত মিলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র হইলেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র জিলালকে সিংহাসনাধিরূঢ় করিয়া রাজ্ঞী দুধু রাজ কার্য্য নির্ব্বাহের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সেরখাঁর হস্তে সকল প্রধান কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। পরে অল্প দিন মধ্যে রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তিতে সেরখাঁই সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মকদুম্ আলম্ নামক হাজিপুরের শাসক বঙ্গাধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট কোন বিশেষ অপরাধী হইয়া সেরখাঁর আশ্রয় লওয়াতে বঙ্গরাজ কুপিত হইয়া মুঙ্গেরের ব্যবস্থাপক কুটবকে বেহারাক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। সেরখাঁ বেহারের হীনবল দেখিয়া প্রথমতঃ সন্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে বিনা যুদ্ধে বিবাদ মিটিবার নহে তখন যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়েন। তাঁহার অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাহস বলে ঐ যুদ্ধে কুটবের সৈন্য সকল পরাভূত হইয়া প্রস্থান করে এবং কুটব স্বয়ং রণশায়ী হয়েন। কুটবের হস্তী অশ্ব ধন সম্পত্তি সমস্তই সেরখাঁর হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধের পর বেহারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা

জিলালের সভাসদ আত্মীয় লোহানী বংশীয় পাঠানেরা সেরখাঁর উন্নতি দর্শনে হিংসা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ হরণার্থ এক ষড়যন্ত্র করে। সেরখাঁ ঐ ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া জিলালকে দোষী করেন (জিলাল যথার্থই তাহাতে সংলিপ্ত ছিলেন) এবং ক্ষুব্ধ হইয়া জিলালকে কহেন "আপনি প্রভু হইয়া ভৃত্যের প্রতি এ প্রকার অসংগত ও লজ্জাকর কার্য্যে কেন রত হইয়াছেন। যদিও আমি বেহারের জন্য অনেক করিয়াছি ও বিশেষ শ্রম দ্বারা ইহার অপ্রাপ্ত-পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছি তথাপি আপন অভিপ্রায় হইলে নির্ব্বিরোধে কার্য্যভার সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি প্রভু, আপনি আজ্ঞা করুন আমি অবসর গ্রহণ করি।" তাঁহার বিরোধের ভয়েই হউক বা অপরাপর পারিসদগণের ভয়েই হউক, জিলাল সেরখাঁকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না এবং তদ্ধেতুক ষড়যন্ত্রকারীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নব্য রাজা ও সেরখাঁর মধ্যে বিবাদ উত্তোলনে যত্ন করিতে লাগিল। সেরখাঁ বুঝিলেন যে অবারিত ক্ষমতার সহিত কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর এবং তদনুসারে যদৃচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আচরণে জিলাল এত অসন্তুষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন যে এক দিন রজনীযোগে অন্যান্য পারিষদগণের সহিত স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার অধিপতি মহম্মদ শাহের নিকট উপস্থিত হয়েন এবং সেরখাঁকে দূর করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনঃ প্রদানার্থ শাহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের কথা সংগ্রহ।

হোয়াইট্লক্ এবং আরণ্ডেল নামক ইতিহাস লেখকদ্বয় বলেন যে ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম চারলস্কে অপরাধী বলিয়া যে বিদ্রোহী সভায় বিচার হয় সেই সভার বিচারপতিগণের নামের সকলের পূর্ব্বে লর্ড ফেয়ার ফাক্সের নাম লিখিত ছিল। লর্ড ফেয়ার ফাক্সের অনুপস্থিতিতে সভার অধিবেশন হইলে, বিচারপতিগণের নামোল্লেখ করিয়া (আগত বা অনাগত জানিবার জন্য) প্রথমবারে ডাকা হইলে ফেয়ার ফাক্সের উত্তর পাওয়া গেল না, তাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইলে দর্শকগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিল "তাঁহার বুদ্ধিমত্বা এস্থলে উপস্থিত হইবার অপেক্ষা অধিক।" এই বাক্যে সভায় কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ভাবের উদয় হইবাতে ঐ ব্যক্তি কে জানিবার জন্য প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কোন উত্তর কেহ দিল না, কেবল দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট কলরব উঠিল। কিয়ৎকাল পরে যখন অধীশ্বরের দোষ সাব্যস্ত সূচক বিচারপতিদের লিখিত আজ্ঞা (রায়) পাঠ করিয়া দর্শকগণকে শ্রবণ করাইতেছিল, তৎকালে "ইংলণ্ডের সৎলোক সমস্ত" এই বাক্য উচ্চারিত হইলেই পূর্ব্বমত দর্শকমণ্ডলী মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে এক ব্যক্তি কহিল "না—শতাংশের একাংশও না।" তৎশ্রবণে যে মঞ্চ হইতে ঐ স্বর শ্রুত হইয়াছিল, ঐ মঞ্চে অগ্নি দিবার জন্য সৈন্যগণকে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অবিলম্বে প্রকাশ পাইল যে, ঐ মঞ্চ হইতে সেনাপতি লর্ড ফেয়ার ফাক্সের পত্নী

প্রাগুক্ত বাক্যদ্বয় কহিয়াছিলেন। গোলযোগ ঘটনার আশঙ্কায় লেডি ফেয়ার ফাক্স প্রকারান্তরে স্থানান্তরে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। লেডি ফেয়ারফাক্স হলণ্ডে শিক্ষিতা হয়েন এজন্য ইংলণ্ডের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল না এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বামীর বিদ্রোহে সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি এতদূর ঘটনা ও দেশের এত অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া বিবেচনা করেন নাই এবং ওলিভার ক্রমোয়েল প্রভৃতির আচরণে বিরক্ত হইয়া নিজ স্বামীকে তাহাতে সংলিপ্ত হইতে দেন নাই। তিনি অধীশ্বরকে দোষী রূপে বিচার করা ও তৎপরে মস্তক ছিন্ন করার সম্পূর্ণ বিপক্ষ ছিলেন এবং লর্ড ফেয়ারফাক্সকে ঐ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিতে নিবারণ করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবহারাবলী।

কোন ব্যক্তি আদালতে বিচারকালে বাদী ও প্রতিবাদীদ্বয়ের উকীলগণের বক্তৃতা ও পরস্পর বাদানুবাদ দেখিলে মনে করেন যে উকীলগণ অত্যন্ত রাগত হইয়াছেন পরস্পর আর বাক্যালাপ করিবেন না, কিন্তু বিচার শেষে যখন বাহিরে আসেন তখন তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কণামাত্র অসম্প্রীতের পরিবর্ত্তে বরং ভ্রাতৃভাব দেখা যায়। কেবল উকীলগণের মধ্যেই যে এই প্রথা প্রচলিত আছে এরূপ নহে, সময় বিশেষে প্রাণহারী শত্রুগণকেও সাদরে ব্যবহার করা প্রথা ভারতভূমে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত রাজপুত্রগণের মধ্যে বহুকালাবধি একটী প্রথা ছিল যে সংগ্রাম সময়ে যে বীরগণ পরস্পরের নিধনার্থে প্রাণপন যত্ন করিতেন যুদ্ধান্তে তাঁহারা একত্রে বসিয়া কথা বার্ত্তা হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। অধিক কি কোন দুর্গ হস্তগত করণার্থে তাহা সেনা দ্বারা বেষ্টিত হইলে রাত্রকালে যুদ্ধ স্থগিত হইলে দুর্গবাসীগণ বিপক্ষ শিবিরে আসিয়া ও বেষ্টনকারীগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত মিলিয়া একপ কথাবার্ত্তা আমোদ প্রমোদ করিতেন যে তৎকালে কেহ দেখিলে বৈরভাব কিছুই বুঝিতে পারিত না। এবিষয়ের যে প্রমাণটী আমরা নিম্নে লিখিতেছি তৎপাঠেই পাঠক বৃন্দ এই ব্যবহার সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাত হইবেন।

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন প্রসিদ্ধ হ্রীতাম্বর (ইংরাজেরা যাহাকে হ্রীন্তাম্বুর কহেন) নামক দুর্গম দুর্গ গ্রহণার্থ তাহা সৈন্যে বেষ্টিত করেন, তৎকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি রাজপুত্র বংশীয় রাজা মানসিংহ ও ভগবান্ দাস যুদ্ধনিবৃত্ত হইলে সর্ব্বদা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ মিবারপতির নিয়োজিত ঐ দুর্গাধ্যক্ষ সুরজনহারা প্রভৃতি রাজপুত্রগণের সহিত কথাবার্ত্তাদি করিতেন। এক দিবস আকবর শাহ স্বয়ং আশা বাহক বেশে মানসিংহের সমভিব্যাহারে ঐ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় সুরজন হারার পিতৃব্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া হস্ত হইতে আশা গ্রহণ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের আসনে তাঁহাকে সাদরে উপবেশন করাইলেন। আকবর শাহ প্রত্যুৎপন্ন মতির সহিত দুর্গাধ্যক্ষকে কহিলেন "তবে রাজা সুরজন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?" মানসিংহ অবসর বুঝিয়া কহিলেন 'সুরজনহার আপনি মিবারপতিকে ত্যাগ করিয়া হ্রীতাম্বর দুর্গ শাহকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অধীনে মান্য-

নীয় পদ ও জায়গীর গ্রহণ করুন।” সুরজনহার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নিজ রাজপুত্র কুলে কলঙ্কারোপ করতঃ দুর্গ আকবরকে অর্পণ করেন।

বীরাঙ্গনা।

যশের অপূর্ব্ব নিয়ম, লোকে প্রায় সংগ্রামজয়ী হইলেই বীর যশের অধিকারী হয়েন কিন্তু কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে সংগ্রামজয়ী অপেক্ষা বিজিত ব্যক্তি জনসমাজে আদরণীয় ও স্নেহের পাত্র হইয়া নিজ নামকে পুরাবৃত্তের চিরস্থায়ীপত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত করেন। আমরা নিম্নে যে ঘটনাটী লিখিতেছি তাহা শেষোক্ত প্রকারের বিশেষ উদাহরণ। সুবিখ্যাত আকবর সম্রাটের আসফ্‌খা নামক এক জন সেনাপতি ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী দুর্গাবতীকে জয় করেন কিন্তু ঐ জয়লাভ তাঁহার নৃশংসতা জন্য অযশস্কর হইয়া তাঁহার নামকে চিরকলঙ্কিত করিয়াছিল এবং বিজিতা রাজ্ঞীর বীর যশে হিন্দুস্থান পুরিয়াছিল।

বুঁদেলখণ্ড এবং উৎকল খণ্ডান্তর্গত গণ্ডবানার গরা নাম প্রদেশ দীর্ঘে ১৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫০ ক্রোশ এবং অসাধারণ উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন ছিল। এই প্রদেশ আসফ্‌খা কর্ত্তৃক আক্রমিত হইবার সময় রাজ্ঞী দুর্গাবতী সিংহাসনাধিরূঢ়া ছিলেন। গরার দুর্গাবতী প্রথম অধিকারিণী ছিলেন না, তাঁহার পূর্ব্বে তদ্বংশীয় ১০ জন রাজা তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিয়াছিলেন। উক্ত রাজ্ঞী সিংহাসনারোহণ করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃতা থাকিয়া নিজ অধিকার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করেন। আসফ্‌খা আক্রমণার্থ গরার নিকটবর্ত্তী হইলে দুর্গাবতী ভীতা না হইয়া নিজ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং ১৫০০ হস্তী, ৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিকাদি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গতা হইলেন। যুদ্ধকালে তিনি স্বয়ং দ্রুতগামী হস্তী আরোহণ করিয়া মস্তকে (লৌহ টোপ) শিরস্ত্রান, কক্ষে ধনু ও হস্তে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ভল্য লইয়া অগ্রসর হইলেন।

দুর্গাবতী সৈন্যগণ শত্রুর প্রতি বেগে ধাবমান হওয়াতে ছিন্নভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত দেখিয়া, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং অসম সাহসের সহিত বিপক্ষের উপর পড়িলেন। মোগল সেনা সকল এই আচরণে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল ও ৬০০ মোগল সমরস্থল-শায়ী হইল। রাজ্ঞী এই জয়ের পর মোগলদিগকে রাত্রিকালে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ (যাহারা যুদ্ধপ্রিয় ছিল না) তাঁহার সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না। পরদিন প্রাতে আসফ্‌খা আক্রমণ করাতে রাজ্ঞীর সেনা সকল ভয়ে পলায়ন করিল ও রাজ্ঞী কেবল মাত্র চারিজন সেনানীর সাহায্যে সংগ্রাম স্থলে রহিলেন। যখন দুর্গাবতীর পুত্র তাঁহার সমক্ষে বাণবিদ্ধ হইয়া সমরশায়ী হইল, ও যখন তাঁহার আত্মদেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিল তখন তাঁহাকে সকলে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিল। রাজ্ঞী তচ্ছ্রবণে তাঁহার গৃহসম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারী অধরকে কহিলেন, “সত্য সংগ্রামে আমরা বিজিত হইলাম, কিন্তু মানেও কি বিজিত হইব? কিছুদিন দৈন্যাবস্থায় ক্লেশ ভারবহন করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য কি এতকালের আমাদিগের অর্জিত মান ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিব?—না

কথনই না—তোমাদিগের যে মস্তক এত উন্নত করিয়াছি তাহারে স্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—তোমার কক্ষস্থ ছুরিকা আমার হৃদয়ে আঘাত কর” অধর ছুরিকাঘাতে অসম্মত হইলে রাজ্ঞী স্বহস্তে ঐ ছুরিকা লইয়া নিজ বক্ষঃস্থলে আঘাত করত প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইংলণ্ডের বোয়াডিসিয়া, ফ্রান্সের জোয়ান আফ আর্ক, আসিরিয়ার সেমিরেমিস প্রভৃতির তুল্য অঙ্গনা যে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধ এবং পরে যে সকল বীরাঙ্গনার কথা লেখা হইবে তৎপাঠেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। দুর্গাবতী তাঁহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।

—

এরিষ্টটলের জীবন বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত কালীদাসের রঘুবংশ মেঘদূত এবং শকুন্তলা পাঠে দেখা যায় যে তিনি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য খণ্ড-বাক্য এবং দৃশ্য বাক্য লেখক ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচন্দ্রিকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার ব্যবহার সকল বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। তদ্বিরচিত জ্যোতির্বিদাভরণাখ্য গ্রন্থই তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রমাণ স্বরূপ আছে। শ্রুতবোধ এবং পূর্ব্বোক্ত সালঙ্কার গ্রন্থ সকল তাঁহার অলঙ্কার বিষয়ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তল্লিখিত পুস্তক সকলে স্বভাব এবং স্বাভাবিক ঘটনা সকলের ভুরি২ বর্ণনা পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা কত যত্নে করিতেন এবম্প্রকার বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এক ব্যক্তির লাভ করা দুষ্কর এবং জগতের মধ্যে প্রমাণ স্থল অতীব বিরল। এপ্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা কেবল গ্রীকদেশোদ্ভব এরিষ্টটলের দেখা যায়। তিনিও কালীদাসের ন্যায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাবৃত্ত অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তৎসময়কালোচিত বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যৎকালে গ্রীকদেশে ডিমস্থিনিস্, সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন তৎকালে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমস্ত সম্পূর্ণ বর্ত্তমান নাই বটে কিন্তু যে কিয়দংশ আছে তাহাকে দর্শন কল্পদ্রুম বলা যাইতে পারে। ক্রাইষ্টের জন্ম গ্রহণের ৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে এরিষ্টটল মেসিডোনিয়া রাজ্যস্থ ষ্ট্যাজিরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি ভদ্র বংশজাত ছিলেন। হোমার কর্ত্তৃক, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্য চিরস্মরণীয় কৃত মেকায়মের সাক্ষাৎ বংশ পরম্পরা সম্ভূত নিকোমেকসের ঔরষে তাঁহার জন্ম হয়। এরিষ্টটল শৈশব কালে অনাথ হয়েন কিন্তু মিসিয়া দেশান্তর্গত এটার্ণা নগরবাসী প্রক্সিনস্ নামক এক ব্যক্তির অত্যন্ত স্নেহ পাত্র হওয়াতে তাঁহাকে কদাপি পিতৃ মাতৃ বিয়োগ দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ পরিবারের মধ্যে গণ্য করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্ছিলেন। এরিষ্টটল সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার উপকারক প্রক্সিনসের মৃত্যু হওয়াতে এথেন্স নগরীতে গমন করিয়া সুবিখ্যাত প্লেটোর চতুষ্পাটিতে প্রবেশ করেন। তথায় অশ্রুত পূর্ব্ব পরিশ্রম

সহকারে পুথি সকল অধ্যয়ন এবং পুনর্লিপি করিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে অধ্যায়ী বলিয়া সম্বোধন করিত ও তাঁহার ভবন অধ্যায়ীর আবাস বলিয়া কথিত হইত। এরিষ্টটল অসাধারণ গুণের দ্বারা প্লেটোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েন। তিনি তাঁহার সহিত একাধিক্রমে বিংশতি বৎসর বাস করিয়াছিলেন। যদিও এরিষ্টটল বেশ ভূষার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তথাপি তিনি কদাচ স্বীয় চিত্তের উন্নতি বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এরিষ্টটল সর্ব্বদা প্লেটোর মতের দোষ গুণ লইয়া তর্ক বিতর্ক করাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সদ্ভাব বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি তাঁহার শিক্ষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লীসিয়ম নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা প্লেটোর মতের বিপক্ষতাচরণ করা অত্যন্ত অসম্ভাবনীয় নহে, কারণ তিনি অতি সাহসিকতার সহিত যে সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তিনি যে কখন প্লেটোর প্রতি বৈরাচরণ করেন নাই তাহার ভূয়ার্ষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সহস্তে মেসিডোনিয়েশ্বর ফিলিপকে লেখেন যে, যে পর্য্যন্ত প্লেটো জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি নিয়মিত রূপে সযত্নে তাঁহার বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিতেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর এরিষ্টটল তৎপ্রতি স্বীয় অবিচলিত স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ যে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে যে পদ্যটী খোদিত ছিল তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্লেটোর স্মরণ হেতু এমন্দির কৃত।
এরিষ্টটলের দ্বারা চির সমাদৃত॥
দূরে যাও অজ্ঞলোক কুপ্রশংসা গানে।
দূষিত করোনা এই প্রতিষ্ঠিত স্থানে॥

ক্রাইষ্টের জন্ম গ্রহণের ৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্লেটোর একাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণ বিয়োগ হয়। তিনি মৃত্যুকালে চতুষ্পাটিতে স্বীয় পদের উত্তরাধিকারী রূপে এরিষ্টটলকে নির্দ্দেশ না করিয়া তদপেক্ষা পাণ্ডিত্যাদিবিষয়ে বহ্বাংশে নিকৃষ্ট স্পিউসিপস্ নামক তাঁহার অপর এক ছাত্রকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে প্লেটো এরিষ্টটলের উন্নতিশীল গুণের ঈর্ষা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাটির সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে হার্মিয়স নামক এক কঞ্চুকির সহিত এরিষ্টটলের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। উপরিউক্ত হার্মিয়সের জীবন বৃত্তান্ত অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনের একটী উত্তম উদাহরণ স্থল। তিনি প্রথমে বিথিনিয়ার রাজা ইউবুলসের দাস ছিলেন কিন্তু এই দাসত্বে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তের অবনতি হয় নাই। তিনি যে অবস্থার লোক ছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার চিত্ত অধিক পরিমাণে উন্নত ছিল। হার্মিয়স তাঁহার অনুকম্পাশীল প্রভুর কৃপাতে সর্ব্বদা এথেন্সে যাতায়াত করিতে পাইতেন এবং তদ্দ্বারা বিদ্যা

শিক্ষা রূপ মনোভিলাষ পূরণ করিতে সক্ষম হয়েন। তথায় তাঁহার এরিষ্টটলের সহিত পরিচয় হয় এবং অতি অল্প দিন মধ্যে তাঁহারা উভয়ে অবিচলিত আন্তরিক প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোক দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার নির্জ্জন এবং নিস্তব্ধ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া বহু বিপদাপন্ন অর্থোপার্জ্জন রূপ পথগামী হয়। হার্ম্মিয়স্ শুভাদৃষ্ট ক্রমে অতি অল্পদিন মধ্যে মিসীয়া দেশস্থ এসস্ এবং এটার্ণা নামক নগর-দ্বয়ের অধিপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে উপরি উক্ত নগরদ্বয় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তিনি স্বীয় বুদ্ধি এবং সাহসিকতায় ঐ নগরদ্বয় বলক্রমে অধিকার করেন এবং পারস্য সৈন্য তথা হইতে বহুদূরে থাকাতে কিছুদিন নিরুদ্বেগে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল প্লেটোর মৃত্যুর পরেই তাঁহার বন্ধু হার্ম্মিয়স্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এটার্ণা নগরে গমন ক-রেন। পারস্য সম্রাট্ আর্টজরকসেস ইজিপ্‌ট দেশীয় বিদ্রোহীদিগকে জয় করণান্তে মেন্‌টর নামক তাঁহার এক সৈন্যাধ্যক্ষকে, মিসীয়া দেশস্থ বিদ্রোহী নগর সকল পুনরায় পারস্য সম্রাজ্যের অধীনস্থ করিবার মানসে প্রেরণ করেন। মেন্‌টর ইতিপূর্ব্বে হার্ম্মিয়সের বন্ধু ছিল; ঐ বিশ্বাসঘাতক কৌশল ক্রমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া গোপনে উত্তর আসিয়াখণ্ডে প্রেরণ করে। এরিষ্টটল উপ-যুক্ত সময়ে হার্ম্মিয়সের পালিত কন্যা পিথিয়াসের সহিত লেসবশ্ দ্বীপস্থ মিটিলিন নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। হার্ম্মিয়স্ তাঁহার পালিত কন্যাকে স্বীয় উত্তরাধিকারিণী করিবার মানস করিয়াছিলেন। পিথিয়াস্ পূর্ব্বা-বধি এরিষ্টটলের প্রতি স্নেহ করিতেন, এক্ষণে সিংহাসনারোহণের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার এরিষ্টটলের প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন।

এরিষ্টটল ও তাঁহার পিতা মেসিডোনিয়ার রাজসভায় পরিচিত ছিলেন। ফিলিপ পৈতৃক সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে থিব্‌স এবং তৎ-সন্নিহিত নগর সকলে সর্ব্বদা বাস করাতে এরিষ্টটলের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। ফিলিপ রাজা হইয়া এরিষ্টটলকে তাঁহার পুত্র এলেকজেণ্ডারের যোগ্য শিক্ষক মনস্থ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"মঙ্গল—তোমাকে জানাইতেছি যে আমার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। আমি দেবতাদি-গকে আমার পুত্র হইবার নিমিত্ত তত ধন্যবাদ করিতেছি না যত এরিষ্টটলের বর্ত্তমানে তাহার জন্ম গ্রহণ করাতে করিতেছি, কারণ আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত এবং আচারাদিতে উপদিষ্ট হইলে সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের এবং পৈতৃক রাজ্য শাসনের উপযুক্ত হইবে।" এরিষ্টটল ফিলিপের প্রার্থনানুসারে তৎক্ষণাৎ লেস্‌বশ্ হইতে যাত্রা করিলেন এবং তৎকালে মেসিডনের সহিত যদ্ধে প্রবর্ত্ত এথি-নিয়ানদিগের যুদ্ধ জাহাজ সকল নিরাপদে অতিক্রম করিয়া পেলা নগরে পৌঁছিলেন। তিনি এলেক্‌জেণ্ডারকে আট বৎসর শিক্ষাদান করেন। এলেক্‌জেণ্ডারের পিতা মাতা তাঁহার শিক্ষা প্রণালী দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ সমীপে গুণী ব্যক্তির যতদূর গৌরব সম্ভব তাহা তিনি ফিলিপ এবং রাজ্ঞী ওলিমৃপিয়াসের নিকট পাইয়া-ছিলেন। মেসিডন রাজ্যের অধিকার বৃদ্ধির

সহিত তাঁহার জন্ম ভূমি ষ্ট্যাজিরা নগর অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইবাতে এরিষ্টটল স্বীয় স্বদেশানুরাগিতার উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবকাশ পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি দ্বিংশৎ বৎসরের মধ্যে তথায় অল্পই গমন করেন তথাপি পেলা নগরস্থ রাজ সভায় আবেদন করিয়া তিনি ঐ নগর পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্লুটার্ক বলেন, ফিলিপ এরিষ্টটল কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রের সুশিক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওনের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকে মিজা নগরে একটী চতুষ্পাটি এবং পুস্তকালয় করিয়া দেন। এলেক্‌জেণ্ডার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এরিষ্টটলের ছাত্র হয়েন। যদিও অনেকে যুবরাজের স্নেহ পাত্র ছিলেন, তথাপি তিনি এরিষ্টটলকে, তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধির নিমিত্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন অবিচলিত মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এরিষ্টটলের লিখিত পদ্য সকলের যে কিঞ্চিৎ এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহা পাঠে তাঁহাকে পিণ্ডারের তুল্য কবি বলিয়া সম্পূর্ণ বোধ হয়। তিনি নীতি শাস্ত্রে ও রাজ্যতান্ত্রিক বিষয়ে তাঁহার ছাত্রকে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং এলেকজেণ্ডার রাজা হইলে তাঁহাকে রাজ্য শাসন প্রণালী বিষয়ে এক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি এলেক্‌জেণ্ডারকে তাঁহার ভিন্ন২ জাতীয় প্রজাদিগকে ভিন্ন২ প্রকারে শাসন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এরিষ্টটল বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশ্য স্থলে যাহা বক্তৃতা করিতেন তাহা এক্সটেরিক এবং গোপনে যাহা তাঁহার ছাত্রদিগকে কহিতেন তাহা এক্রোএটিক নামে খ্যাত ছিল। কেহ২ বলেন যে তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিপ্রকার বক্তৃতাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরস্পর বিরোধী মতের পোষকতা করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার উভয় স্থলেরই মত এক প্রকার ছিল। এরিষ্টটল তাঁহার ছাত্রকে যে তৎকালে তদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম্মাপেক্ষা অনেকাংশে নির্ম্মল ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত বাক্য পাঠে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। 'যাঁহারা পরমেশ্বরকে যথার্থ রূপে অনুভব করেন তাঁহারা দেশ জয়ক্ষম ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উন্নত চিত্তের লোক।" এলেকজেণ্ডার পূর্ব্ব দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলে এরিষ্টটল মেসিডন ত্যাগ করিয়া পুনরায় এথেন্সে আগমন করেন। তথায় আসিয়া তিনি দেখিলেন যে জেনোক্রাটিস্ প্লে টার চতুষ্পাটিতে শিক্ষাদান করিতেছে। জেনোক্রাটিসকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত দেখিয়া তিনি এথেন্সের সন্নিহিত লীসিয়ম নামক স্থলে একটি চতুষ্পাটি স্থাপন করেন। তথায় তিনি প্রত্যহ বৃক্ষাবলির ছায়ায় ভ্রমণ করিতে২ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। ক্রমে তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি এক স্থলে বসিয়া বক্তৃতা করিতে বাদ্ধ্য হইয়াছিলেন। এরিষ্টটলের সুখ্যাতি দ্বারা লীসিয়মের নাম অতি অল্প দিন মধ্যে এথেন্সের অপেক্ষা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। গ্রহ সকলের বিবরণ লেখক থিওপ্রাটিস্, বিখ্যাত নৈয়ায়িক ফেনিয়াস, সাইপ্রস্ দ্বীপস্থ ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞ ইউডিমস্ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রীক্ দেশীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এলেকজেণ্ডারের জীবদ্দশায় এরিষ্টটল নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এরিষ্টটলকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতবৈপরিত্য জন্য এথেন্সের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বলা হয়। তাঁহার বিপক্ষগণ এথিনিয়ান বিচারকর্গণের নিকট তাঁহার

নামে নিম্ন লিখিত দোষারোপ করিয়াছিল। "তিনি এথেন্সের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রী পিথিয়াস ও তাঁহার বন্ধু হার্মিয়সের স্মরণার্থ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগকে দেবতুল্য মান্য দিয়াছেন।" এই সকল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া এরিষ্টটল এথেন্স হইতে গোপনে ইউবিয়া দেশস্থ কলসিস্ নগরে পলায়ন করেন। তাঁহার সময়ের প্রায় সকল রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এথেন্স ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে এরিষ্টটল ত্রিষষ্ঠী বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা স্থির বলা যায় না, যেহেতু ভিন্ন২ লেখক তাহা ভিন্ন২ প্রকারে বর্ণন করেন। সেণ্ট জষ্টিন্ বলেন যে তিনি ইউরিপস নদীতে প্রত্যহ সাতবার জোয়ার ভঁটা হইবার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া লজ্জা এবং ক্ষোভে প্রাণ ত্যাগ করেন। স্থইডাস্ লেখেন যে হেমলক নামক বিষপানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এরিষ্টটলের ছাত্রেরা তাঁহার মৃত দেহ কল্সিস্ হইতে ষ্ট্যাজিরা নগরে আনয়ন করিয়া মহাসমারোহের সহিত সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। তিনি অতি খর্ব্ব কায় ছিলেন: তাঁহার হস্তদ্বয় অসমান,নাসিকা উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং স্বর ক্ষীণ ছিল। তাঁহার অবিচ্ছিন্ন রূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। স্বভাবতঃশরীর অসুদৃশ্য হওয়াই তাঁহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে অধিক যত্ন লইবার কারন হইয়াছিল। তিনি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রী পিথিয়াসের একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল ও তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হার্পিলিসের গর্ভে নিকোমেকস্ নামক একটী মাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এরিষ্টটলের সাংসারিক আচরণ অতুষ্ট ছিল। তিনি ন্যায়দর্শন অলঙ্কার, চিকিৎসাদর্শন, জ্যোতিষ,সঙ্গীতপ্রভৃতি ভিন্ন২ বিষয়ে অন্যূন চারিশত পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমাদিগের পুরাতন গ্রন্থ সকলে যেরূপ পাঠাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এরিষ্টটলের বর্ত্তমান গ্রন্থ সকলে ঐ রূপ ঘটিয়াছে।

বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা।

সম্প্রতি বালেশ্বরের কালেক্টর বিমস সাহেব একখানি অল্পকায় গ্রন্থে বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ও তদ্বিষয়ক অস্মদাদির মত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ১১ই আগষ্ট তারিখে জাতীয় সমাজে (ন্যাসানাল সোসাইটী) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এক বক্তৃতা করেন ও অন্যান্য মহোদয়গণ নিজ২ মত প্রকাশান্তে যাহা সাব্যস্ত হয় তাহারও মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিব। পাঠকগণকে এই প্রস্তাবটী বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি যেহেতু বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত "সভা করা উচিত কি না" এই প্রস্তাবের মীমাংসার উপর বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে।

মেং বিমস লিখিয়াছেন যে এক্ষণে ভারত বর্ষে ব্যবহৃত ভাষা সমস্তের মধ্যে বঙ্গভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এই সময়ই তাহাকে পরিশোধনান্তে দৃঢ়বদ্ধ করণের যোগ্য সময়। এই হেতু প্রাগুক্ত সাহেব মহোদয় বঙ্গভাষা সংশোধনাদির নিমিত্ত একটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবিত সভার অধিবেশন স্থল রাজধানী কলিকাতায়

নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সভার সভ্য সংখ্যা অ-ন্যূন একশত করিতে ইচ্ছা করেন ও তন্মধ্যে দশ পাঁচজন ইংরাজ সভ্য রাখাও তাঁহার অভিপ্রায়।

এই ভাবিনী সভাদ্বারা যে এক খানি অভিধান সঙ্কলিত হইবে লেখক সকলকে রচনাকালে তদন্তর্গত শব্দ সকল ব্যবহার করিতে হইবে ও তদ্ভিন্ন নূতন কল্পিত বা সংস্কৃতাভিধানিক শব্দের প্রয়োগ চলিবে না। আর গ্রন্থকার সকল নূতন গ্রন্থাদি প্রকাশের পূর্ব্বে উক্ত সভার স-মক্ষে নিজ নিজ রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করণার্থ আ-হূত হইবেন এবং সভাকর্ত্তৃক ঐ সকল পঠিত রচনার সংশোধনাদি হইবে। উদ্যানবাটীকায় সভার সমাবেশন ও সংগীত প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎ সমস্তের বিধেয় ও অবিধেয়ত্বাদি বিচারের আমাদিগের স্থান নাই এই জন্য সে সকল প্রস্তাব এস্থলে বিশেষে লিখিলাম না।

বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপন করা "উচিত কি না" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কি বলিতে পারি তাহাই প্রথমতঃ লেখ্য। বঙ্গ-ভাষার উন্নতি সাধনার্থ একটী বা অধিক সভা হইলে দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে ও তাহার স্থাপনা বিষয়ে বঙ্গ বি-দ্যানুরাগী মাত্রেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিমস সাহেবের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর অনুসারে বঙ্গ ভাষা সংশোধিনী সভা করায় যে ভাষার বা দেশের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই বরং বহু-বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে তাহার কারণ নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—প্রস্তাবিত সভায় ইংরাজ সভ্য লইবার বিষয়ে প্রাগুক্ত সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে দূরদর্শী কোন ব্যক্তিই সম্মতি দিতে পারেন না কারণ তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে সভায় ইংরাজ মত প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে ইংরাজগণের (বিশেষতঃ মিসনরী) সহায়তায় ও যত্নে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা মাত্রেই বহু উপকৃত হইয়াছে ও তজ্জন্য সকলেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ ইংরাজগ-ণের দ্বারা ঐ সকল ভাষা যে গুরুতর ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে তাহা পূরণ করা যায় না। আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয় প্রথমতঃ বিরোধী বোধ হইতে পারে কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ গুলিতে সেই বি-রোধ দূর হইবে। কলিকাতার আশিয়াটিক সো-সাইটী দ্বারা সংস্কৃত পার্সি আর্ব্বি প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে কিন্তু তৎ সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার কাহাঁরা পাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই আমাদিগের বাক্যের সঙ্গতত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইংরাজগণের যত্ন ব্য-তিরেকে ভিন্ন স্থান হইতে পুথি সংগ্রহ দুষ্কর হয় এই জন্যই তাঁহাদিগের সহায়তা বিশেষ উপকারী। অপরতঃ মৌলবী আবদুররউফ সত্ত্বে মেং লিজ সাহেবের তবকাত নাসিরি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ, ৺বৈষ্ণবচরণ বাবাজী, ৺ মাধবচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহোদয়ের বর্ত্তমানে ডাক্তর রোয়ার, মেং ভা-লেন্ টাইন্ আদি ইংরাজগণের দ্বারা সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদ, উপনিষদাদি গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হওয়ায় ভাষা ও দেশের কিপর্য্যন্ত অনিষ্ট না হই-য়াছে। উল্লিখিত পণ্ডিতগণের ন্যায় একান্ত চিত্তে প্রাণপণ করিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিতে কে প্রবর্ত্ত হইবে? শ্রমের ফলাশা কোথা? নিন্দা করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে তবে দায়গ্রস্ত হইলে সকল কথাই বলিতে হয় নচেৎ নিষ্কৃতি নাই।

কতকগুলি ইংরাজের সাহস অধিক তাঁহারা অকুতোভয়ে জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন এবং খসরথের পুত্র রাম, রামের কন্যা সীতা ও কখন সীতার পুত্র রাম বলিয়াও প্রসংশা লাভ করেন। অধিক কি সংস্কৃত সম্বন্ধীয় কথা উঠিলে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষা হল রোয়ার, ভালেন্‌টাইন্, কাউএল, উইলিয়মস, উইলসন, জোন্‌স প্রভৃতি ইংরাজগণের কথা বহু মানিত হয়। বাস্তবিক ইহাঁরা সংস্কৃতের মজানেন কি না সন্দেহ। আমরা যাহাঁদিগকে দেখিয়াছি ও যাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদাদি করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংস্কৃতানভিজ্ঞতা বিলক্ষন বুঝিয়াছি। সরউলিয়ম জোনসের গীতগোবিন্দ উইলসনের মেঘদুত এবং উইলিয়মস প্রভৃতির অনুবাদে কয়টি শ্লোক নির্দোষ দেখা যায়? যে সভায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সভ্য থাকে সে সভায় ইংরাজ সভ্যগণের মতই যে উচ্চস্থলে গ্রাহ্য হয় আসিয়াটিকসোসাইটী ও অন্যান্য সভাই তাহার প্রমাণ স্থল। বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় সভাতেও সেই রূপ ইংরাজ মতের প্রাবল্য হইবার সম্ভাবনা স্থির বলিলেও বলা যায়। সুতরাং ইংরাজ সভ্য থাকিলে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে তাহার ইংরাজীত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বঙ্গভাষার যথার্থ হিতকাঙ্ক্ষীগণ বিজাতীয় সভ্য লইতে কখনই বলিবেন না। ফ্রান্স, ইটালী ও ইস্পেনের সভায় কি বিজাতীয় সভ্য ছিল? অতএব প্রধান ইংরাজগণকে সহায় রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু সভ্য করা অসঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ।—সভা কর্তৃক অভিধান প্রস্তুত করা ও সেই অভিধান দ্বারা লেখকগণকে আবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তদ্বারা ভাষাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এরূপ কোন ভাষা নাই যাহাতে পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এক শব্দাবলীই অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় আছে। সংস্কৃত, আর্ব্বি ফার্সি, গিরিক, লাটিন, জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা মাত্রেরই শব্দাবলী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। চসরের ইংরাজী ও টেনিসনের ইংরাজী সেক সাদির ফার্সি ও বর্ত্তমান ফার্সি এবং বৈদিক সংস্কৃত ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় যে ভেদ দেখা যায় তাহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রমাণ। সময়ের সহিত লোকের আচার, ব্যবহার অভিরুচি মনোবৃত্যাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং তদনুসারে ভাষাদিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় এবং জগতে নিত্য নব নব ভাবের উদয়ের সহিত ঐ সকল ভাব প্রকাশ করণার্থ নব নব শব্দেরও প্রয়োজন হইতেছে, অতএব শব্দ কোষ সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। প্রস্তাবিত সভাদ্বারা সঙ্কলিত অভিধান যে সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে ও তদপেক্ষা উত্তম শব্দ যে অপরের দ্বারা উদ্ভাবিত হইবে না তাহারই বা স্থির কি? আর ঐ প্রকার অভিধান দ্বারা লেখকগণের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইবার ও রচনা সকলের অনেক স্থান অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কোন সুলেখক রচনা সময়ে আন্তরিক ভাব প্রকাশার্থ যে শব্দটী আবশ্যক বোধ করিবেন তাহা প্রস্তাবিত সভাকৃত অভিধানে না থাকিলে কি তিনি তৎপ্রয়োগে নিবৃত্ত হইবেন? আর নিবৃত্ত হইলেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল কি সুন্দর রূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে? "এই পর্য্যন্ত যাইয়ো ও ইহার অধিক যাইয়ো না" এই বাক্য ভাষা বা রচনা সম্বন্ধে প্রয়োগ করায় প্রকারান্তরে উত্তম ও স্বাধীন রচনা নিবারণ করা হয়। অনুবাদক ও অপরাপর লেখকদিগের সাহায্যার্থ একখান অভিধান সংগ্রহ করিলে যে ফল আছে ও সেই অভিধান যে রূপ করা কর্ত্তব্য

তাহা পরে লিখিব। ইংরাজ সভ্য লইলে যে বিপদ ঘটিবে তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। হণ্টর সাহেব ভারতবর্ষীয় একশত অনার্য্য ভাষার একখানি অভিধান করিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্প্রদায় মধ্যে তিনি ভাষাবিৎ রূপে গণ্য—এসভায় তাঁহার সভ্য ইহার সম্ভাবনা। হণ্টর সাহেব চুপ করিয়া থাকিবার সভ্য নহেন তিনি প্রধান ভাষাবিৎ সুতরাং শব্দ সংকলনে তিনি অধিক হস্তক্ষেপ করিবেন; তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিলে সভার দশা কি হইবে?

তৃতীয়তঃ—গ্রন্থকারগণের সভা সমক্ষে গ্রন্থাদি পাঠ করায় সংশোধনাদি সম্বন্ধে উপকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে হইতে পারে কিন্তু অনেক অপকারেরও সম্ভাবনা। যদি প্রস্তাবিত সভা রীতিমত হয় ও সকলে তদনুসারে কার্য্য করে তবে যাঁহারা ঐ সভার অনুমতি বা অনুমোদন পাইবেননা তাঁহাদিগের গ্রন্থ বিক্রয় হওয়া দুষ্কর হইবে সুতরাং তাঁহারা রচনায় নিবৃত্ত হইতে বাধিত হইবেন। পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গভাষা সর্ব্বত্রেই অগ্রাহ্য ছিল এক্ষণে তাহা নাই অনেকেই তাহার চর্চ্চায় প্রবর্ত্ত হইয়াছে ও নিত্য নূতন নূতন গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। যদিয়ো ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য তথাপি তাহাদিগের উদয় বঙ্গভাষার ভাবী উন্নতি সূচক; কারণ ঐসকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের মধ্যে দুই চারি জনও উত্তরকালে উত্তম লেখক হইবার সম্ভাবনা। আর মধ্যবিত লেখক ভিন্ন অল্পেই সভার নিকট রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন ও অনেক স্বভাব সিদ্ধ রচনাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পাণ্ডিত্যাভাবে রচনায় বিরত হইবেন। লোকে যদি বলেন যে অপণ্ডিতগণের রচনা প্রকাশের অযোগ্য, যত অপ্রকাশিত থাকে ততই উত্তম, তবে তাঁহাদিগের ভ্রম, কারণ বিদ্যাহীন জনের রচনাও যে বহু সমাদৃত হয় তাহার ভূরিং প্রমাণ দেখা যায়। নিধুবাবু, লকেকাণা রাসুনৃসিংহ (বঙ্গদেশীয় বোমণ্টও ফ্লেচর), দাসু রায় প্রভৃতি অধিক পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহাদিগের কবিতাদি পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টহয়েন ও তাঁহাদিগের রচনা অপ্রকাশিত থাকিলে ভাল হইত এরূপ কে বলিতে পারে? কেবল বঙ্গ দেশেই যে এরূপ প্রমাণ আছে তাহা নহে বুনিন, বরণ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকও এই বিষয়ের প্রমাণ। "পিলগ্রিমসপ্রগ্রেস" ইত্যাখ্য বুনিনের গ্রন্থাপেক্ষা লোকপ্রিয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় কত আছে? বরণের কবিতাবলীর প্রসংশা কোন ইংরাজ না করেন? এতদ্ভিন্ন সভার ভ্রমেও অনেক গ্রন্থ অনাদৃত হইতে পারে। "ডেম ইরোপার ইস্কুল" "পারেডাইসলষ্ট" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রথমতঃ অনেক সুবিজ্ঞ ইংরাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাকৃত হইয়াছিল কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পরে বিশেষ লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ।—বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এক্ষণে প্রচার হইতেছে কিন্তু উত্তম গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প আর ভাষাও সম্পূর্ণ পুষ্টতা প্রাপ্ত নহে। অতএব এ সময়ে ইহাকে নিতান্ত আবদ্ধ করা বিধেয় বোধ হয় না। সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী তজ্জন্য সংস্কৃতের অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে শব্দাদি সংগ্রহ করাই বঙ্গভাষার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব যখন বঙ্গভাষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তখন সংস্কৃত হইতে প্রচুর পরিমাণে ও অপরাপর ভাষা হইতে আবশ্যক মত শব্দাদি গ্রহণ করায় বঙ্গ ভাষার বিশেষ উপকার হইতে পারে।

এক্ষণে সভার আবশ্যকতা বিষয়ে যাহা আমাদিগের বক্তব্য তাহা লিখিতেছি। আমাদিগের

ভাষায় পারিভাষিকাদি অতি কদর্য্যাবস্থায় আছে এবং তদ্দ্বারা লেখক ও পাঠকগণের চরণা ও পাঠ-ব্যাঘাত অধিক পরিমাণে ঘটে। "নানা মুনির নানা মত" এক এক পারিভাষিকের প্রতি শব্দ অনেকে অনেক প্রকার লিখেন যথা—বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ তাড়িত বার্ত্তাবহ, স্থল সঙ্কট. ডমুরমধ্য, সংযোগ স্থল; লোকযাত্রাভিধান, সম্পত্তি শাস্ত্র ইত্যাদি। আর যাঁহারা দর্শনাদি গ্রন্থে অনুবাদোপযুক্ত ইংরাজী শব্দ সকল অবিকল ইংরাজী অবস্থাতেই লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিবারণ করাও নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী শব্দের অনুবাদ বিলিয়সফিবর, এপিডেমিক ফিবর, ইন্‌ফ্লেমেসন আফদি লংস প্রয়োগে গ্রন্থসকল বাঙ্গলায় করা কি প্রকারে হইতে পারে?

পারিভাষিক সকলের এরূপ অনির্দ্দিষ্টাবস্থায় ছাত্রগণ কি প্রকারে পাঠ করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন স্থানাদির নামের বানান যথাভিরুচিক্রমে করা হয়, এজন্য বানান নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব একটী সর্ব্ব সাধারণ গ্রাহ্য সভা দ্বারা বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও পারিভাষিক ও বানান নির্দ্দেশের উপায় করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে এবং তাহা না করিলে ভাষার বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গভাষা সংশোধনী সভাস্থাপনে আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা তবে যে রূপে সভা সংস্থাপিত হইলে ভাল হয় তাহাই প্রকাশ করিলাম। অভ্রান্ত জ্ঞানে অত্র স্থলে প্রকটীত মতাদির দৃঢ় প্রতিপোষক হওয়া আমাদিগের অভিপ্রায় নহে যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের মতাদি অগ্রাহ্য করেন ও কারণ দর্শাইয়া অন্য কোন মত স্থাপন করেন তাহাও সন্তোষের বিষয়, কারণ বঙ্গভাষার উন্নতিই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য য প্রকারেই হউক ফল হইলেই ভাল। তবে বিমস সাহেব বঙ্গবিদ্যানুরাগিগণকে তৎপ্রকাশিত প্রস্তাব গ্রন্থ দুই একখান মাত্র দিয়া ইংরাজ সমাজে অধিক পরিমাণে তৎপ্রচার করায় আমাদিগের বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছে কারণ এতদ্দ্বারা বোধ হয় যেন তিনি ইংরাজমণ্ডলীতে এবিষয়টী বহু আন্দোলিত করিতে ইচ্ছা করেন। বঙ্গীয় সভ্যাপেক্ষা ইংরাজগণের যে প্রাদুর্ভাব হইবে তাহা এই ব্যাপারেই সন্দেহ করিতে হয়, যেহেতু এবিষয়ের আন্দোলন বাঙ্গালীগণের মধ্যে বহু পরিমাণে কর্ত্তব্য কিন্তু বিমস সাহেব যখন প্রথমেই তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন, তখন আমরা আশঙ্কা করি যে তৎকৃত সভা দ্বারা কেবল বহু অর্থ ব্যয় ও কতকগুলি "তিনি যাইতে করিবেন" "পাতকুড়ুনে সংবাদ", "ওখানে কে হয়" প্রভৃতি প্রণালীর বঙ্গভাষার গ্রন্থের প্রচার হইবার সম্ভাবনা।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে বঙ্গভাষা সংশোধনী সভা দলাদলির বা চলাচলির সভা নহে। ইহার সভাপতি বিদ্যাশূন্য বাহাদুর, সহকারী সম্পাদক নির্নাম গোস্বামী ও সভ্য ডিক্রুস মেণ্ডিস, ডিসোজা গমিস প্রভৃতি হইলে সর্ব্ব সাধারণ গ্রাহ্য হইবে না। বঙ্গ সাহিত্য সাগরে যে সকল লেখকের নাম কনকপদ্ম স্বরূপ প্রস্ফুটিত আছে তাঁহাদিগের অভাবে কিছুই হইবে না। অতএব এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ও রীতিমত কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য উতলা হইলে চলিবে না। আর উপযুক্ত সভ্য সংগ্রহ করিতে যত্ন করাই প্রথমতঃ উচিত পরে যদি সকল সুলেখক সম্মত হয়েন তবে সভা সংস্থাপনের আয়োজন।

বিজ্ঞাপন।—"রহস্য সন্দর্ভের" গ্রাহক বৃদ্ধি করণার্থ যে মহোদয়গণ যত্ন করিতেছেন তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কিন্তু স্থানাভাবে অদ্য পারিলাম না।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭২ খণ্ড।

ফরিদ্‌উদ্দীন স্থূর সেরশাহের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

জি লালের পলায়নে সেরখাঁ বেহারের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন বল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাজি নামক এক ব্যক্তি চুনারের দুর্গম দুর্গের অধিকারী ছিল। তাজির পত্নী লোডি মালেকী যদিও বন্ধ্যা ছিলেন তথাপি স্বামীর বিশেষ স্নেহভাগিনী থাকাতে সপত্নীগণ ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে মালেকীর প্রাণ নষ্ট করিতে নিযুক্ত করেন। সন্তানগণের মধ্যে যে সংহারের ভার লইয়াছিল সে মালেকীর ঘরে যাইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে, কিন্তু ঐ আঘাত অল্প মাত্র লাগাতে মালেকী চীৎকার করায় তাজি আসিয়া পুত্রকে মারিবার জন্য করবাল নিষ্কোষিত করিলে পুত্র তাঁহার প্রাণ বধ করিল। এই সময়ে তাজীর পুত্রগণ অল্প বয়স্ক থাকায় লোডি মালেকী স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ এবং সদ্ব্যবহারে পারিষদগণকে বশ করিলেন। এতৎ ঘটনার সংবাদ পাইয়া সেরখাঁ মালেকীকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় কহিয়া পাঠাইলে মালেকী তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, এবং অনতি বিলম্বে সেরখাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া চুনার ও তদধীন স্থান সকল নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন। প্রায় এই সময়েই সম্রাট্‌ সেকেন্দর লোডির পুত্র মহম্মদ, রণসজ্জ ও হোসেন মিবাটের সাহায্যে পিতৃ বৈরী নব সম্রাট্‌ বাবরের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন, কিন্তু জানবে নামক স্থানে তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া চিতোরে পলায়ন করেন। পরে লোডি বংশীয় প্রধানগণের দ্বারা আহূত হইয়া পাটনায় আগমন করেন ও তথায় উহারা তাঁহাকে রাজা করে। এই ঘটনার অনতি বিলম্বে মহম্মদ বেহার হস্তগত করিলে সেরখাঁ বুঝিলেন যে, লোডি বংশীয় প্রধান সকল মহম্মদকে ছাড়িয়া তাঁহার পক্ষ হইবে না ও মহম্মদের সহিত সংগ্রাম করিবার যোগ্য সেনাও তাঁহার নাই সুতরাং অধীনতা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। সুচতুর সেরখাঁ অধীনতা স্বীকার করাতে মহম্মদ তাঁহাকে কিয়দংশ বেহারের অধিকারী রাখিলেন, এবং এই অঙ্গীকার করিলেন যে, সেরখাঁ তাঁহাকে জোয়ানপুর পুনরধিকারে সাহায্য করিলে সমস্ত বেহার তাঁহাকে দিবেন।

কিছু দিন পরে সেরখাঁ সৈন্য সংগ্রহার্থ অবসর লইয়া সাসিরামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং

মহম্মদ মোগলদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে আহ্বান করিলেন। সেরখাঁর আগমনে বিলম্ব হইবাতে সুলতান তাঁহার পারিষদগণের পরামর্শানুসারে জোয়ানপুরে যাইবার সময় সাসিরাম দিয়া চলিলেন। সেরখাঁ সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিয়া জোয়ানপুরে গমন করাতে সম্রাট্ হুমায়ুনের সেনা সকল তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং আবগানদল লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিল।

এই সময়ে হুমায়ুন বুঁদেলা খণ্ডান্তর্গত কালিঞ্জরের সম্মুখে ছিলেন এবং আফগানদিগের উক্ত জয় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণার্থ আগমন করিলেন। মহম্মদ এই সময়ে বেন বাজিদকে উচ্চতর সেনাপতিত্বে বরণ করাতে সের খাঁ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া নিম্নমতে নিজ প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বরাত্রে সেরখাঁ হিন্দুবেগ নামক এক জন প্রধান মোগল সেনাপতিকে গোপনে পত্র যোগে লেখেন "আমি যে কিঞ্চিৎ মানসম্ভ্রম লাভ করিয়াছি তৎসমস্তই সম্রাট্ বাবর সাহের অনুগ্রহে সুতরাং আমি তদ্বংশীয় সম্রাট্ হুমায়ুনের ভৃত্য স্বরূপ এবং আগত কল্যের সংগ্রামে আফগানগণকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন পাইব।" ফলতঃ পরদিবস সংগ্রাম সময়ে সেরখাঁ নিজ সেনাগণকে অপসৃত করাতে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পাটনায় প্রস্থান করেন ও হুমায়ুন সেরখাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই যুদ্ধের পর সম্রাট্ আগরায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হিন্দুবেগকে চুনারের দুর্গ অধিকারার্থ সেরখাঁর নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সেরখাঁ আপত্তি করায় হিন্দুবেগ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রণোদিত হয়েন। হুমায়ুন এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সসৈন্যে চুনার আক্রমণে আগমন পূর্ব্বক তাহা বেষ্টন করিলে সেরখাঁ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখেন,—"অধীন জগৎবিখ্যাত ৺বাবর শাহের কৃপাবলেই প্রথম অধিকার লাভ করে ও তদ্বংশীয়গণের দাস স্বরূপ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এদাস অসম্মত নহে, তাহা ইতিপূর্ব্ব যুদ্ধে দর্শিত আচরণ হইতে জানা গিয়াছে অতএব সম্রাট্ যদি আমাকে চুনারের অধিকারী থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করেন তবে আমি এই অধিকৃত স্থানের রাজস্ব সমস্ত সম্রাটের চরণে উপস্থিত করিব, এবং স্বব্যয়ে নিজ পুত্র কুটবকে ৫০০ সৈন্যের সহিত প্রভুর সেবায় নিয়োজিত রাখিব।" এই সময়ে গুজ্জর প্রদেশে বাহাদুরের বিপক্ষে সংগ্রামার্থ হুমায়ুনের গমন প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং চুনারের দুর্গ অল্পকাল মধ্যে গ্রহণাশা না দেখিয়া তিনি সের খাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সন্ধি করতঃ গুজরাটে যাত্রা করিলেন। কুটব ৫০০ সেনার সমভিব্যাহারে সম্রাটের সহিত চুনার হইতে গমন করে কিন্তু গুজ্জর খণ্ডে না যাইতেই সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার সহিত মিলিত হইল। সের খাঁ অবিলম্বে বেহার জয় করিয়া বঙ্গদেশ জয়াশায় তদাক্রমণে প্রবর্ত্ত হইলেন এবং বঙ্গীয় প্রধানগণের সহিত মাসাবধি যুদ্ধের পর প্রবেশ পথ সকল হস্তগত করিয়া রাজপাট গৌড় নগরে মহম্মদকে বেষ্টন করিলেন। এই অবস্থায় কিছুদিন যাইলে সের খাঁ বেহারীয় এক বিদ্রোহী জমীদারের শাসনার্থে যাত্রা করিলেন। খাদ্যাভাব ঘটায় মহম্মদ গৌড় ত্যাগ করিয়া হাজিপুরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বেহার শাসনান্তে সেরখাঁ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বঙ্গেশ্বর উপায় হীন হইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন, কিন্তু আহত ও পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন ও সের খাঁ সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ হুমায়ুন সত্বরে আসিয়া বঙ্গপ্রবেশের পথ সকল হস্তগত করনান্তে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেরখাঁ সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে সাহস করিলেন না এবং বঙ্গেশ্বরদিগের সংগৃহীত ধন সমস্ত লইয়া সমস্ত আফগান সেনার সহিত ঝাড় খণ্ড দিয়া সাসিরামে উপনীত হইলেন। সেরখাঁ সংগ্রাম করিবার পূর্ব্বে সুদুর্গম রোটাস নামক দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক তথায় নিজ ধন ও পরিবারাদি রাখিতে মানস করিলেন এবং উক্ত দুর্গাধিকারী রাজা বার্কিসকে দূত দ্বারা এই ছলনাবাক্য বলিয়া পাঠান—"আমি বাঙ্গালা পুনরধিকার করণার্থ চেষ্টা করিব, আপনি আমার বহু কালের বন্ধু অতএব আপনার দুর্গ মধ্যে কএক জন রক্ষকের সহিত আমার পরিবারাদি রাখিতে অনুমতি দিবেন"। এই প্রস্তাবে বার্কিস প্রথমতঃ সম্মত হয়েন নাই কিন্তু যখন সেরখাঁ পুনরায় একজন সুচতুর দূত দ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার ধন ও পরিবারগণকে নিরাপদ করিবার জন্যই রোটাসে রাখিতে ইচ্ছুক, যদি তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেন তাহা হইলে তিনি দুর্গাধিকারী বন্ধুর উপকারের প্রত্যুপকার করণে সাধ্যমত ত্রুটি করিবেন না, আর যদি সংগ্রামে পরাস্ত হয়েন তবে তাঁহার ধনাদি মোগলের ভোগে না যাইয়া নিজ বন্ধুর হইলেও সন্তোষ লাভ করিবেন। ইত্যাদি প্রকার প্রলোভনে পরিশেষে বার্কিস সম্মত হইলে সেরখাঁ আবৃত চৌকি করিয়া উত্তম উত্তম যোধ ও অস্ত্র রমণী বলিয়া দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিয়া ৫০০ টাকার থলিতে শিশার গুলি ভরিয়া যোধ গণকে বাহক করিয়া পাঠাইলেন। প্রথম দুই তিন খান আবৃত চৌকির ভিতরে দেখা হইয়া ছিল কিন্তু সুচতুর সেরখাঁ প্রথম গুলিতে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রাখাতে বার্কিস নিঃসন্দেহ হইয়া টাকার থলি সকল রাখিতেই ব্যস্ত হইলেন এবং সমস্ত চৌকি ও থলে বাহক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করণান্তে দুর্গবাশীদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। বার্কিস কয়েক জন অনুচরের সহিত এক গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ রোটাসাখ্য দুর্গম দুর্গ সেরখাঁ অধিকার করতঃ তত্রত্য বহু কালার্জিত ধন সমস্ত হস্তগত করিলেন।

কথিত প্রকারে সেরখাঁ নিজ পরিবার ও ধনাদি নিঃশঙ্কে রাখিবার জন্য সুদুর্গম দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এই অসাধারণ ভাগ্যোদয়ে তদনুচর ও বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহস লাভ করিয়া ছিল। এদিগে হুমায়ুন সেরখাঁকে আক্রমণ না করিয়া আমোদ প্রিয়তার বশ হইয়া বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে তিন মাস কাল যাপন করিতে ছিলেন এবং তথায় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা হিন্দাল বিদ্রোহী হইয়া আগরায় সেক ফিহলকে নষ্ট এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছে। এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে হুমায়ুন জাহাঁগির কুলি বেগকে ৫০০০ অশ্বারোহী সেনার সহিত গৌড়েরাখিয়া স্বয়ং আগরায় যাত্রা করিলেন কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব ও পথের কদর্য্যতা বশতঃ সম্রাটের সৈন্য ও ভারবাহী পশু সকল বহু পরিমাণে মরিতে লাগিল। সেরখাঁ অবসর বুঝিয়া বহু আফগান সেনা সংগ্রহ করতঃ কর্ম্মনাশা তীরে চৌসার নামক স্থানে সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করণার্থ ছাউনি করিলেন। চৌসার হইয়া গমন ভিন্ন হুমায়ুনের আর উপায় ছিল না সুতরাং সে অবস্থায় আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়া অবিধেয় বোধে তিনি তিন মাস অগ্রসর হইলেন না তাঁহার এই বিলম্বে কোন ফল না হইয়া বরং বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল যেহেতু বঙ্গীয় বর্ষা ও উষ্ণতায় তাঁহার অনেক সেনা প্রাণত্যাগ করিল অতএব তিনি সেরখাঁকে সন্ধি করণার্থ আহ্বান

করিলেন। সেরখাঁ নিজ শিক্ষাগুরু খিলিল নামক ধর্ম্ম পরায়ণ ফকিরকে সম্রাট্ সমীপে সন্ধির নিমিত্ত পাঠাইলেন এবং এই সন্ধি ধার্য্য হইল যে সেরখাঁ বঙ্গ ও বেহারের অধিকারী থাকিবেন ও মোগলদিগকে যাইবার পথে কোন ব্যাঘাত দিবেন না। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে উভয় দলই আনন্দিত হইল ও তন্মধ্যে মোগল দল বৃষ্টি ও মারি ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশয়ে বিশেষ প্রফুল্লিত হইল। দুষ্টবুদ্ধি সেরখাঁ যদিয়ো কোরান সমক্ষে রাখিয়া সপথের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তথাপি ঐ রাত্রেই নিঃশঙ্কায় সুপ্ত মোগলগণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। হুমায়ুন অল্পমাত্র অনুচরের সহিত অশ্ব পৃষ্ঠে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করেন এবং ৮০০০ মোগল তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট হয়। ১৫৩৯ খ্রীঃ সেরখাঁ সম্রাটের পশ্চাৎ গমন না করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে গমন করিলেন এবং তথায় জাহাঁগির কুলি বেগকে সসৈন্যে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া সেরশাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করিলেন। সেরখাঁ ঐ বৎসরের অবশিষ্টাংশ বঙ্গে সুশাসন প্রণালী সংস্থাপনান্তে সেনা সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ সৈন্যের সহিত সম্রাট্‌কে কনোজের নিকটে আক্রমণ করতঃ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন ও আগরার সম্রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

সম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রাকালে সেরশাহ খিজারখাঁকে বঙ্গশাসনে নিযুক্ত করেন এবং খিজারখাঁ বঙ্গের পূর্ব্ব রাজা মহম্মদশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ ও বহু সমারোহে রাজ্য শাসন করাতে সের শাহের মনে সন্দেহের উদয় হইল এবং ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যখন খিজার অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল তখন তাহাকে ধৃত ও তাহার বিষয়াদি গ্রহণ করিলেন।

এতৎ পরে সেরশাহ গৌড়ে গমন করতঃ বঙ্গ রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক এক জন ভিন্ন সুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত; কার্য্যক্ষম ও ধার্ম্মিক কাজি ফজিলৎকে তত্তাবৎ ভাগের সুবাদারদিগের ঐক্যতা রক্ষা ও অন্যান্য তত্তাবধারণার্থ নিযুক্ত করিয়া আগরায় গমন করিলেন।

এই প্রকার নিয়মে বঙ্গরাজ্য বিশেষ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল এবং সেরশাহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়া পর বৎসর রামচন্দ্রের সংস্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতর দুর্গ রেজিন হস্তগত করিয়াছিলেন। এই দুর্গ গ্রহণকালে সের শাহ হিন্দুদিগের প্রতি যে নৃসংশ ব্যবহার করেন তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র পুরাবৃত্ত পত্রে চিরকলঙ্কিত হইয়াছে। দুর্গস্থ হিন্দুসৈন্য সকল সন্ধি করণান্তে দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়, কিন্তু সম্রাট্ সেই সন্ধি লঙ্ঘন ও দুর্ভাগ্য হিন্দুগণকে নিতান্ত নৃসংশের ন্যায় নষ্ট করেন। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেরশাহ ৮০০০০ সৈন্যের সহিত মরু স্থান আক্রমণ করেন এবং তথায় ৫০০০০ দৃঢ়ব্রত মারবার সেনার সাহসে ও দেশের মরুত্বে তদ্দেশ জয় করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি চতুরতার সহিত এরূপ পত্রসকল মারবার সৈনিকগণের নামে শিরোনামা দিয়া লিখিতে লাগিলেন যে ঐ সকল পত্র সহজেই রাজার হস্তে পড়িয়া তাঁহার মনে নিজ নিজ সেনাপতিগণের উপর অবিশ্বাস জন্মে। সেরশাহের এই কৌশল সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল মরুস্থলের অধীশ্বরের হস্তে ঐ পত্র সকল পাড়াতে তিনি সেনাপতিগণের প্রতি শন্দেহ করিয়া সংগ্রাম স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রাজার এব-

প্রকার আচরণে এক জন মারবার সেনাপতি চিত্তক্ষোভে ১২০০০ যোধের সহিত এরূপ বলে সম্রাট্ সৈন্য আক্রমণ করেন যে সেরশাহ বিব্রত হইয়া কহিয়াছিলেন "আমি একমুষ্টি যবের জন্য সাম্রাজ্য চ্যুত হইবার উপক্রমে পড়িয়াছিলাম।" অনতিকাল পরেই সম্রাট্ চিটোর হস্তগত করাতে রাজপুত্র দেশ তাঁহার পদানত হয় এবং তৎপরে তিনি বুঁদেলাখণ্ডে সুবিখ্যাত ও দুর্গম কালিঞ্জর নামক দুর্গ আক্রমণার্থ যাত্রা করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে যে সময়ে সম্রাট্ তোপস্থাপনাদির তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন, তৎসময়ে একটী বারুদাগারে অগ্নি সংযোগ হইবাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিবার পর সেরশাহ সম্রাট্ হয়েন এবং ঐ সাম্রাজ্য পাঁচ বৎসর ভোগ করণান্তে অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। সেরশাহের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কহিয়াছেন কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার স্বভাব নিতান্ত কদর্য্য বোধ হয় না, যদিও তাঁহার আচরণে এপ্রকার অনুভূত হয় যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতাকে রাজধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন তথাপি তাঁহার অন্যান্য সৎকীর্ত্তি ও কার্য্যদক্ষতায় বোধ হয় যে তিনি জন্মতঃ সম্রাট্ হইলে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা দোষ জন্মিত না—লোভেই তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছিল। পুরাবৃত্তে সেরশাহের অনেক গুণও দেখা যায়—তাঁহার শাসিত রাজ্য সকলে সুবিচার বিলক্ষণ রূপে চলিত এবং তাঁহার শাসন প্রণালীর গুণে দেশের কৃষি ও বণিক্‌গণের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল ও সকলেই নিরাপদে ধনসম্পত্তি লইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। তিনি দেশহিতকারিত্বের প্রমাণ স্বরূপ বহুতর কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুবর্ণগ্রাম হইতে নিলাব পর্য্যন্ত ১৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তত করিয়া তাহার পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী ও মধ্যে২ কূপ, সরাই ও মসিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী দ্বারা ডাক চালনা তিনিই প্রথমে প্রচলিত করেন। কোন সময়ে সেরশাহ তাঁহার শ্মশ্রু স্বেতবর্ণ হইয়াছে শ্রবণে উত্তর করিয়াছিলেন "হাঁ আমি স্বায়ংকালে সাম্রাজ্য পাইয়াছি।" যদি তিনি কিছুকাল স্থির হইয়া সাম্রাজ্য করিতে পাইতেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উন্নতি হইত। সেরশাহ তাঁহার সময়কে চারিভাগে বিভক্ত করিতেন—তন্মধে এক ভাগ তিনি সাধারণ সম্বন্ধীয় বিচারে নিযুক্ত করিতেন, দ্বিতীয় ভাগে সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেন, তৃতীয় ভাগ ঈশ্বরারাধনায় ও চতুর্থ ভাগ বিশ্রামার্থ ব্যবহৃত হইত।

পিতা পুত্রের স্নেহের পরিচয়।

আমাদিগের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে পিতা পুত্রের স্নেহের পরিচয় অনেকই লিখিত আছে—যযাতি রাজা বার্দ্ধক্য বসতঃ জরা বহনে কাতর হইলে তাঁহার পুত্র পুরু তাঁহার জরা নিজ দেহে লইয়াছিলেন; দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এপ্রকার স্নেহের যে সকল প্রমাণ পুরাণাদিতে আছে বর্ত্তমান উদাহরণ যদিও তাহার দুই একটীর অপেক্ষা গুরুতর নহে তথাপি ইহা অতি অসামান্য বলিতে হইবে। পিতামাতা শিশু সন্তানকে যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়া পালন করেন, তাহার শোধ দেওয়াই সন্তান গণের পক্ষে অসাধ্য, তাহাতে এবম্প্রকার ঘটনা সকল প্রতিশোধনীয় কি রূপে হইতে পারে? যুবরাজ হুমায়ুন যখন উত্‌কট পীড়াগ্রস্থ হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন সকলে তাঁহার জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিল তৎসময়ে তদীয়

পিতা বাবরশাহকে সকলে "পর্ব্বতালোক" নামক মণি হুমায়ুনের মঙ্গলার্থ দেবোদ্দেশে মানত করিতে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে ঈশ্বর এ সাংসারিক সর্ব্ব ধন প্রধান ধনাভিলাষী হইয়াছেন। বাবর শাহ তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, কারণ তিনি পুত্রকেই জগতের সার ধন এবং আপনার প্রাণ। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য তিনি নিজ প্রাণ দান করিয়া পুত্রকে বাঁচাইবার মানসে মন্ত্রপাঠ করিয়া হুমায়ুনের শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ তদানুসঙ্গিক মহম্মদীয় নিয়মানুসারে পুত্রের পীড়া স্বীয় দেহে লয়েন এবং হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। এই ব্যাপারের অনতিকাল পর শাহ পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করেন।

রাজপুত্র রাজ্যের বলয় পার্ব্বণ।

রাজপুত্র বংশীয়গণের মধ্যে প্রাচীন কালাবধি "বলয়োৎসব" নামক একটী বাসন্তীয় উৎসব প্রচলিত ছিল। এই উৎসব দিবসে রাজপুত্র অঙ্গনাগণ বীরপুরুষদিগকে উপঢৌকন দিয়া গৃহীত ভ্রাতা স্থির করিতেন। এস্থলে সুস্পষ্ট জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে কোন একটী বীরপুরুষকে কোন রাজপুত্রী বলয় প্রদান করিলে ঐ পুরুষ যদি তাহা স্বীকার করিত তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে একটী কৌষিক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিত এবং যাবজ্জীবন ঐ অঙ্গনার মান ও প্রাণ রক্ষার্থ যত্ন করিত ও তজ্জন্য আপন প্রাণ দিতে হইলেও অসম্মত হইত না। এই প্রকার বলয়াবদ্ধ ভ্রাতা দ্বারা রাজস্থানে অনেকবার রাজ্য জিত ও হস্তান্তর গত হইয়াছিল। এই রূপ বলয় বিশেষ প্রয়োজন বা বিপদ্ ঘটনা না হইলে চেটিকার দ্বারা প্রেরিত হইত। আমরা নিম্নে এই ব্যবহারের একটী প্রমাণ দিতেছি পাঠকগণ তৎপাঠেই জানিতে পারিবেন যে বীরপুরুষগণ উক্ত রূপে বলয়াবদ্ধ ভ্রাতৃত্ব প্রাপ্তি কত গৌরবকর বোধ করিতেন। যৎকালে (১৫৩২ খ্রীঃ) বাহাদুর চিটোর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াছিলেন তৎকালে চিটোরের রাজ্ঞী কর্ণরথা হুমায়ুনকে এক বলয় প্রেরণ করেন। হুমায়ুন রাজস্থানের ঈশ্বরীর বলয়বদ্ধ ভ্রাতৃত্ব এত আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তিনি তৎপ্রাপ্তে কহেন "রিন্তিম্বার* দিতে হইলেও আমি এ বলয় পরিত্যাগ করিতে পারি না।" যখন বলয় হুমায়ুনকে প্রদত্ত হয় তখন তিনি বাঙ্গলায় সের খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ছিলেন কিন্তু বলয় প্রাপ্তি মাত্র বিলম্ব না করিয়া চিটোরাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করেন। হুমায়ুন চিটোরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাহাদুর চিটোর অধিকার করিয়াছে ও রাজ্ঞী কর্ণরথা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহাদুরকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর হুমায়ুন কর্ত্তৃক পরাভূত ও সাগর তীর পর্য্যন্ত পশ্চাত্তাড়িত হইয়া পরিশেষে ডিউ দ্বীপে পলায়ন করতঃ প্রাণ রক্ষা করেন। পূর্ব্বে ইউরোপে বীরগণকে রামাগণ অভিজ্ঞান প্রদান দ্বারা নিজ অভিজ্ঞান-বদ্ধ বীর (চাম্পিয়ন নাইট) স্বীকার করা প্রথা প্রচলিত ছিল। যে কামিনী যে বীরপুরুষকে অভিজ্ঞান প্রদান করিতেন সেই বীর সমর কালে ঐ প্রদত্ত অভিজ্ঞান কবচোপরি (সাধারণত শিরস্ত্রাণোপরি) ধারণ করিতেন এবং ঐ অভিজ্ঞান দায়িনীকে নিজ প্রাণ দিয়াও বিপদাদি হইতে মুক্ত করিতে বিমুখ হইতেন না।

* হিন্দুস্থানের রাজাগণের সর্ব্বাপেক্ষা যত্নে রক্ষিত দুর্গম দুর্গ।

সাঁওতালদিগের ব্যবহারাবলী।

বীরভূম, মালভূম প্রভৃতি স্থান সকলের পর্ব্বতাবলীতে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করে তাহারা কোল, ভূঁয়া প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত এবং ঐ সকল পার্ব্বতীয় জাতিকে সাধারণতঃ সাঁওতাল বলে। সাঁওতালগণের জাতি ভেদ ও উৎপত্ত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কিয়দংশ মাত্র আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিবৃত করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

সাঁওতালগণ বহুদলে বিভক্ত যেহেতু তাহারা এক এক গোষ্ঠী এক এক ভিন্ন দল হইয়া বাস করে এবং প্রত্যেক দলের এক এক জন প্রধান থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে ঐ ব্যক্তি যে দলের লোক সেই দলস্থ সকলে তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং সেই দলচ্যুত হওয়াকে তাহারা বিশেষ ক্লেশকর বোধ করে। আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইলে হিন্দুগণ তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহারে নিবৃত্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি চিরকালের মত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের এরূপ নহে—তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপরাধ জন্য দল হইতে বহিষ্কৃত হইলে সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার জাতিতে প্রবেশ করিবার উপায় আছে এই হেতু তাহাদিগের মধ্যে লোক দলচ্যুত হইয়া থাকে না—এবং কদাচ দুই একটী লোক ক্ষমতা ভাবে জাতি বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। ত্যক্ত ব্যক্তি জাতিতে প্রবেশ করণার্থ তজ্জাতীয় সমস্ত ব্যক্তির সমক্ষে তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দলস্থ সকল লোকে মিলিয়া এক সভা করে এবং ঐ সভায় তাহার অপরাধের গুরুত্বাদি বিচারান্তে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয় ও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দলচ্যুত ব্যক্তি পুনর্ব্বার জাতি ভুক্ত হয়। সাঁওতালদিগের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগের মত নহে বরং উৎকলবাসীদিগের পঞ্চাইতের সহিত অনেকাংশে তুল্য। অনধিক অপরাধ হইলে সভা দ্বারা পরিত্যক্ত ব্যক্তি যে নিয়মে দণ্ডিত হয় তাহা সামান্য। কেবল দলস্থ লোক সমস্তের ভোজের জন্য কিছু মদ্য ও আনুসঙ্গিক আহার ক্রয়ার্থ কিছু টাকা দিলেই প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হয় কিন্তু দোষ অতি গুরুতর হইলে ঐ মদ্য ও খাদ্য ক্রয়ের মূল্য এ পরিমাণে সভা দ্বারা নিরূপিত হয় যে ত্যক্ত ব্যক্তি কখন কখন তাহা দিতে অক্ষমতা বশতঃ হতাশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের মত অরণ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোক একবার দলচ্যুত হইলে তাহার আর গোষ্ঠীতে প্রবেশের উপায় থাকে না।

সাঁওতালদিগের ছয়টী প্রধান কর্ত্তব্য ক্রিয়া আছে—পরিবারে গ্রহণ, গোষ্ঠীভুক্ত করণ, জাতিতে গ্রহণ, বিবাহ, মরণ এবং জীবনান্তে পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত মিলন। তন্মধ্যে পরিবারে গ্রহণ ক্রিয়া গৃহ দেবতার অর্চনাদির ন্যায় স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে গোপনে সম্পাদিত হয়—কোন২ স্থানে ঐ কার্য্য নিম্ন রূপে করা হয়। সন্তান জন্মাইলে পিতা গৃহদেবতার নাম স্বগতভাবে উচ্চারণ করিয়া আত্মসন্তান রূপে স্বীকার করণার্থ হস্ত দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করেন। কন্যার তৃতীয় ও পুত্রের পঞ্চম দিবসে গোষ্ঠীভুক্ত করণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ঐ ক্রিয়ার নার্থা নাম প্রচলিত আছে। এই কার্য্য প্রকাশ্য রূপে হয় ও যে নিয়মে সম্পন্ন হয় তদ্যথা—সাঁওতালেরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই গৃহ অপবিত্র জ্ঞান করে এবং যদ-

বধি পবিত্রীকৃত না হয় তদবধি পারিবারিক লোক ভিন্ন কেহই সন্তান জনকের গৃহে আহার করে না। গোষ্ঠীভুক্ত করণ দিবসে দলস্থ সকলে আসিয়া আপনাদের সমক্ষে নব প্রসূত সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করায় এবং যখন ঐ মুণ্ডন হইতে থাকে তৎকালে সকলে নিম্বপত্রের রস মিশ্রিত জল অল্প২ করিয়া খাইতে থাকে। তৎপরে সন্তানের পিতা সন্তানের নামকরণ করেন; পুত্র সন্তান হইলে নিজ নাম প্রদান করেন ও কন্যা হইলে জননীর নামে নাম রাখেন। ধাত্রী সন্তানের নাম শ্রবণ মাত্র জল ও তণ্ডুল লইয়া ঐ নাম উচ্চারণ করিতে২ আগত কুটুম্বগণের বক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করে। পরে এইরূপে পরিশুদ্ধীকৃত পরিবারের সহিত কুটুম্বগণ মৃত্ পাত্রে মদ্য লইয়া একত্রে পান করিতে আরম্ভ করে।

জাতিতে গ্রহণ কার্য্য সন্তানের পঞ্চম বর্ষে নিষ্পন্ন হয় এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদন সময়ে যথেষ্ট মদ্য প্রস্তুত করা হয় ও পরিবারের সকলের বন্ধুগণ (দলস্থ হউক বা না হউক) আহুত হইয়া সম্মিলিত হইলে ঐ সন্তানের হস্তে সাঁওতালী চিহ্ন সকল দেওয়া হয়। ঐ চিহ্ন সকল অযুগ্ম সংখ্যায় প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ঐ চিহ্ন যাহার হস্তে না থাকে মৃত্যুর পর তাহার বক্ষঃস্থলে চিরকাল সর্পে দংশন করে ও তাহার দেহান্তে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলন হয় না।

বিবাহই সাঁওতালগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্রিয়া এবং তাহা হিন্দুদিগের ন্যায় শৈশবাবস্থায় নিষ্পন্ন হয় না। কন্যাগণের চতুর্দ্দশ ও পুত্রগণের ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ প্রচলিত নাই। স্বেচ্ছাচার বিবাহ নিয়ম থাকাতে সাঁওতালগণের মধ্যে অসতীত্ব অতি বিরল। বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার ভবনে এক জন ঘটক প্রেরণপূর্ব্বক বিবাহের প্রস্তাব করেন ও কন্যাকর্ত্তা ঐ প্রস্তাবের উত্তর গৃহিণী সহিত পরামর্শ করণানন্তে কহেন যে বরকন্যার সাক্ষাৎ হইবার পর ঐ বিষয়ের উত্তর দেয়। তৎপরে সন্নিকটস্থ একটী হাটে বর ও কন্যার সাক্ষাৎ ঘটান হইলে দিবসান্তে যদি যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি অভিলাষী ও তুষ্ট হয় তবে বরকর্ত্তা কোন উপঢৌকন ক্রয় করিয়া কন্যাকে প্রদান করেন ও কন্যা সর্ব্ব সমক্ষে তাহাকে শ্বশুররূপে গ্রহণ স্বীকার করণার্থ তাঁহার সমক্ষে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। তদনন্তর কন্যার গোষ্ঠীগণ বরের বাসগ্রামে গমন করেন এবং তথায় বর তাঁহাদিগকে চুম্বনান্তে প্রত্যেককে কিঞ্চিৎ কাল ক্রোড়ে বসাইয়া কিছু অর্থ উপহার প্রদান করে ও কন্যাকর্ত্তাকে এক পাগড়ি ও পরিচ্ছদ দেয়। ইহার পর বরের গোষ্ঠী কন্যার বাসগ্রামে গমন করে ও কন্যা বরের ন্যায় উল্লিখিত নিয়মে তাহাদিগকে অভ্যর্থনাদি করে। এইরূপে দুই গোষ্ঠীর সম্প্রীতি সম্পাদিত হইলে বরকর্ত্তা ঘটকের হস্তে অযুগ্ম সংখ্যক মুদ্রা কন্যার পিতা মাতাকে প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত মুদ্রা গৃহীত হইলেই কন্যাকর্ত্তা কন্যাদানে বাধ্য হয়েন। তৎপরে কন্যার গোষ্ঠী তাহাদিগের গ্রামে একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করে ও বরের গোষ্ঠী সেই মঞ্চের ছায়ায় আসিয়া মধু বৃক্ষের (মৌয়া) একটি শাখা তথায় রোপণান্তে কন্যার বাটীর লোকদ্বারা ভাঙ্গা সিন্দূরমাখা ভিজে ধান্য এক মৃৎপাত্রে করিয়া উহার তলে রাখে। পরে কন্যার পুরবাসিনীগণ বরের দেহ মার্জন ও কেশ রচনা হইলে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে সিন্দূরে রঙ্গকরা বস্ত্র পরান। পঞ্চম দিবসে বরযাত্রগণ বরকে একপ্রকার আসনে বসাইয়া স্কন্ধোপরি কন্যালয়ে লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন যাইয়া কন্যাকে এক বৃহৎ ঝুড়িতে বসান ও কন্যার ভ্রাতাকে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ বরকে

অভ্যর্থনার্থ আনয়ন করেন। অভ্যর্থনা ও পরস্পর অভিবাদনাদি কার্য্য শেষ হইলে কন্যাকে ঝুড়িতে করিয়া বাহিরে বরের সম্মুখে বসান হয় ও বরকন্যা উভয়ের মধ্যে একখান বস্ত্র ব্যবধান প্রদত্ত হইলে তাহারা পরস্পরের উপর জলের ছিটা দেয়। বর তৎপরে একটি দেবতার নামোচ্চারণ করিলে সকলে তাঁহাকে ঝুড়ি হইতে কন্যাকে, স্ত্রী স্বীকারপূর্ব্বক, উত্তোলন করিতে কহেন ও বর কন্যার বস্ত্রে গাঁট ছড়া বাঁন্ধিয়া দেন। এসকল সমাধা হইলে কন্যার পুরস্ত্রীবর্গ জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া গার্হস্থ উদুখল দণ্ড দ্বারা চূর্ণ করণান্তে জল দিয়া তাহা নির্ব্বাণ করেন এবং তদ্দ্বারা কন্যার পিতৃকুল ত্যাগ ও বরকুলে প্রবেশ সিদ্ধ হয়। এইরূপে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে বরযাত্রগণ বরকন্যাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত মঞ্চে গমন করতঃ মৃৎপাত্রস্থ ধান্যসকল দেখে। সাঁওতালগণ বিশ্বাস করে, যে ঐ ধান্য বহু-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইলে বিবাহিত যুগলের বহু সন্তান হয়, অল্প অঙ্কুরিত হইলে অল্প সন্তান হয় এবং ধান্যসকল পচিয়া গেলে বিবাহ অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করে। মৃৎপাত্রের ধান্য দর্শনান্তে সকলে বরকন্যা লইয়া আলোক ও বাদ্যাদির সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন ও বরকুলের স্ত্রীগণ একক্রোশ অগ্রসর হইয়া আসেন এবং নববধূকে গানবাদ্যের সহিত মহা সমারোহে গৃহে লইয়া যান।

সাঁওতালগণ বংশরক্ষা ব্যতীত দুই স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং অগত্যা দুই পরিণয়ে বাধ্য হইলেও পূর্ব্বস্ত্রীকেই গৃহস্বামিনী রূপে সাদরে রাখে। স্বামী বা স্ত্রী পরিত্যাগ ইহাদিগের মধ্যে অতি বিরল; তাহা কদাচিৎ যে রূপে সাধ্য তাহা লিখিতেছি। কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মনান্তরাদি কারণে কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচজন নিকট জ্ঞাতিকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগের সমক্ষে ঐ ত্যাগ করিবার হেতু জ্ঞাপন করেন। আহুত ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া যদি পরিত্যাগের অনুমতি করেন তবে ঐ স্ত্রীপুরুষে আহুত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এক পত্র ছিন্ন করতঃ তাঁহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ত্যাগ নির্দ্ধারণ করেন।

মরণ।—কোন সাঁওতাল মৃত্যুশয্যাশায়ী হইলে রোজা আসিয়া একটী পত্রে তৈল মর্দ্দন করতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তি কোন ভূত বা ডাইনের দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করে এবং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইলেই শব দেহ তৈল মর্দ্দিত ও সিন্দূর লেপিত হয়। নূতন শ্বেত বস্ত্রে শয্যা আবৃত করিয়া তদুপরি সেই শব রাখিয়া একটী তাম্রপাত্রে জল, অপর একটীতে তণ্ডুল ও কিছু টাকা ঐ শয্যোপরি রাখা হয়। এই সকল দ্রব্য মৃত ব্যক্তির পরলোকে প্রবেশ কালে ভূতগণকে তৃপ্তকরণার্থ প্রদত্ত হয়। পরে চিতা সজ্জিত হইলে ঐ সকল সামগ্রী স্থানান্তরিত করিয়া শবকে পঞ্চজনে ধরিয়া চিতার চতুর্দ্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করণান্তে চিতার উপর রাখে ও পুত্রের অভাবে অপর কেহ মুখাগ্নি করিলে দলস্থ সকলে মেলিয়া চিতায় অগ্নিদান করে। সাঁওতালগণের শবদাহন কালে চিতার এক কোণে বা সন্নিকটস্থ কোন বৃক্ষমূলে একটী মোরোগের গলায় গোঁজ মারিয়া দেয় ও দগ্ধ শবের কপালের তিন খণ্ড লইয়া তাহা দুগ্ধে ধৌত ও সিন্দূর লিপ্ত করিয়া একটী মৃৎ পাত্রে রাখে।

পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলন কার্য্য মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঐ উত্তরাধিকারী পূর্ব্বোক্ত মৃৎ পাত্রস্থ তিন খণ্ড কপাল এক থলে তণ্ডুল লইয়া একক পবিত্র নদীতে গমন করে এবং তথায় ঐ তিন খণ্ড কপাল মস্তকোপরি রাখিয়া নদীতে অবতরণ করে ও মজ্জনকালে এরূপে

মস্তক নত করে যে কপাল খণ্ড সকল নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায়।

সাঁওতালেরা অতি পরিশ্রমী তাহাদিগের অধ্যবসায় গুণে অতি অনুর্ব্বরা পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল ও শস্যোৎপাদন করে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতারণা লাম্পট্যাদি দোষ দেখা যায় না এবং তাহাদিগের সুখ লালসাও অতি অল্প। সামান্য পর্ণ কুঠীর ও কতক গুলি মৃন্ময় বা পিতলের বাসন হইলেই সাঁওতালগণের গৃহ কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় এবং আহারার্থ তাহাদিগের অধিক ব্যস্ত হইতে হয় না। দিন পরিশ্রম, চাষ ও মৃগয়া দ্বারাই গৃহস্বামীগণ নিজ নিজ পরিবারের আহার সংগ্রহ করে ও তাঁহার সহায়তাকরণার্থ পুত্র কলত্রাদি সকলেই শ্রম করিতে বিমুখ হয় না। সাঁওতালগণ ভীরু স্বভাব নহে তাহারা ধনুর্বাণ লইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি যেরূপ অকুতোভয়ে সংহার করে তদ্দৃষ্টে অনেক ইংরাজ শিকারী বিস্মিত হয়েন। সাঁওতালগণের ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনীয় তাহা স্থানাভাবে এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম সময়ান্তরে তাহার বিবরণ লিখিব।

সিংহল দ্বীপের দেবালয়।

হল দ্বীপকেই অনেকে রামায়ণে উল্লেখিত লঙ্কা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অনেকে বলেন যে লঙ্কা অপর স্থান। এই দুই বিরোধী মতের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সিংহলকে লঙ্কা বলিবার কোন প্রত্যক্ষ বা আনুসঙ্গীক প্রমাণ আছে কি না। পৌরাণিক বর্ণনা মতে শ্রীরামচন্দ্র কপিকুলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করণান্তে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন সুতরাং তদ্দারা লঙ্কার ভারতবর্ষের সহিত অসংলগ্নতা প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত যেরূপ অর্দ্ধ সংযোজিতাবস্থায় রহিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে ইহা পূর্ব্বে মনুষ্য নির্ম্মিত বা স্বাভাবিক শেতু দ্বারা সংযোজিত ছিল ও কোন নৈসর্গিক ঘটনাক্রমে ঐ সংযোজনা ভগ্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্য স্থানে যে দ্বীপ ও চর আছে তাহা অদ্যাপি শেতুবন্ধ—রামেশ্বর নামে কথিত হয়। উক্ত দ্বীপ রামেশ্বর নামে খ্যাত ও তথায় এত অধিক যাত্রী তীর্থ করিতে গমন করে যে তাহাদিগের দত্ত দানেই তত্রত্য দেবালয় সকল রক্ষিত হয় ও (বৈরাগী) প্রধান পাণ্ডা সশিষ্যে সুখে দিনপাত করেন। ত্রিবঙ্কুরে যেরূপ ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় রামেশ্বরের প্রধান পাণ্ডার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে সেই নিয়মে তাঁহার উত্তরাধিকারী গ্রহিত হয়।

এক্ষণে সিংহল দ্বীপে যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও বহু বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায় তথাপি ইহাতে যে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। সিংহলের পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে বিজয়রাজ নামক বিদেশীয় এক রাজ পুত্র তাঁহার সমভিব্যাহারীগণের সহিত অর্ণবযানারোহণ করিয়া আগমন পূর্ব্বক এই দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করেন। কুমার বিজয় রাজের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সময় নিরূপণ করিতে হইলে খ্রীষ্টাব্দের সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষের অধিক বলা যায় না সুতরাং তৎপূর্ব্বে সিংহলে যে অন্য ধর্ম্ম চলিত তাহার সন্দেহ নাই। এই দ্বীপ মধ্যে যে অতি প্রাচীন মহাদেবের মন্দির আছে তদ্দর্শনেই বোধ হয় যে সিংহলে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল আমরা এই পত্রে যে মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছি তাহা সিংহলের দক্ষিণ তমভাগস্থ দেবীনুর (যাহাকে

সিংহল দ্বীপের দেবালয়।
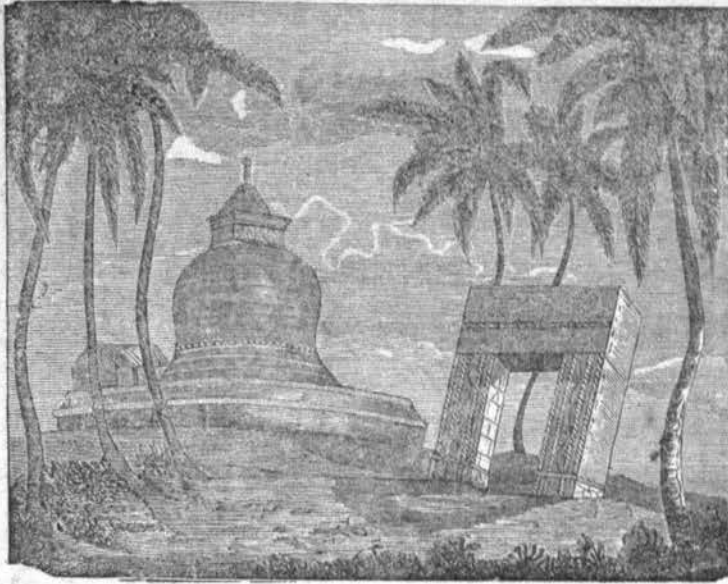
ডণ্ডার হেড মান চিত্রে লেখে) নামক স্থানে আছে। এই মন্দিরের নিম্ন ভাগের পরিধি প্রায় ১৬০ পদ এবং উচ্চতা ৩০ পদ পরিমাণ। মন্দিরটীর বর্ত্তমান অবস্থা ভগ্নদশা বলিলেও বলা যায় এবং ইহার মধ্যে কোন রূপ দেব মূর্ত্ত্যাদি নাই। এই চিত্রে ঘণ্টার আকার যে ভাগ তাহাতে প্রবেশের পথ নাই এবং প্রবাদ আছে যে উহার অভ্যন্তরে পূত ঐরাবতের একটী দন্ত আছে। সিংহল বাসীরা ইহাকে অধিক পবিত্র জ্ঞান করে ও প্রাতঃকালে ইহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এই মন্দিরের অনতিদূরে অনেক প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বে সিংহলের দক্ষিণ ভাগ বহুজন সমাকীর্ণও যথেষ্ট সমৃদ্ধি বিশিষ্ট ছিল ও কোন নৈসর্গীক কারণ (সম্ভবত সমুদ্রোৎপাৎ) বশতঃ এই স্থান পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা ও তাহার অনতিদূরবর্ত্তী স্থান সকলে যে রূপ প্রণালীর দেবালয় নির্ম্মাণ কার্য্য দেখা যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না এবং তথায় যাহা আছে তাহা উৎকলের মন্দিরের মত নহে। সিংহলের অত্র পত্রে প্রদত্ত মন্দিরের চিত্র দর্শনেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে ইহা এক নূতন প্রণালীর এবং সমস্তই দেশভেদে গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্য প্রণালী ভেদ জ্ঞাপক। সময়ান্তরে অন্যান্য প্রকার মন্দিরের চিত্র আমরা পত্রে প্রকাশে যত্ন করিব।

প্রাপ্ত।

প্রাচীন ভোজপুর নগর।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল অপেক্ষাকৃত পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়; তদনুসারে বোধ হয়, ভোজরাজ বিক্রমদিত্যের সমকাল বর্ত্তী ছিলেন। ভোজরাজ দুহিতা ভানুমতী, বিক্রমাদিত্যের সহধর্ম্মিণী বলিয়া উল্লিখিত কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এক নামধারী দুই বা ততোধিক নরপতির বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, তদনুসারে ইনি সেই ভোজরাজা অথবা তন্নামধারী কোন স্বতন্ত্র নরপতি, তদ্বিষয়ক মীমাংসার কোন উপায় দেখা যায় না। ফলতঃ

তদীয় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলে, তিনি যে এক জন সামান্য বা প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ডুমরাওন নামক ষ্টেসনের প্রায় সার্দ্ধ মাইল উত্তর পশ্চিমে ভোজপুর নামক একটী পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর এ দেশস্থ সকলেই ইহাকে ভোজনামক ভূপতির রাজধানী বলিয়া থাকে। ইহার স্থানে২ অশ্বালয়, হস্তিশালা, আতিথ্যাগার, উদ্যান, অন্তঃপুর ও সভা কুট্টিমের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন ভোজপুর ও তাহার পারিপার্শ্বিক গ্রাম বাসীরা, "এই ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীর অন্যতম স্থানে প্রচুর অর্থ নিহিত আছে" বলিয়া থাকে। ডুমরাওনের বর্ত্তমান রাজা ও বক্সারের দুর্দ্দশাপন্ন নরপতি, ঐ ভোজ রাজার বংশোদ্ভব বা জ্ঞাতি বিশেষ এরূপ জন-শ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সচরাচর এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে যে, "ভোজপুর নগর পূর্ব্বে ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ ছিল। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যও তত্রস্থ মায়া নদী সন্দর্শন করতঃ অপর পার প্রাপণে হতাশ হইয়া, নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।" এক্ষণে আর সে ভোজরাজ নাই, সে রম্য অট্টালিকা নাই, সে চির বিমোহনকারী উদ্যান নাই, এবং সেই ইন্দ্রজালও নাই। কেবল সুরম্য হর্ম্মের কতকগুলি ভগ্ন ইষ্টক ও অকর্ম্মণ্য চূর্ণ মাত্র পতিত রহিয়াছে। হায়! কালের কি করাল হস্ত? যে স্থানে অদ্য অভ্রভেদী পর্ব্বত-শ্রেণী অবলোকিত হয়, কল্য হয়ত সেই স্থানে সুগভীর সরিৎপতি দৃষ্টিগোচর হইবে। যে সুরম্য হর্ম্মে ভোজরাজ রাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন, যে আলেখ্য ও সুকোমল শয্যাপরিশোভিত রমণীয় গৃহে প্রাণাধিকা জায়া সহ মধুরালাপ করিতেন, যে স্থানে সংখ্যাতিরিক্ত দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, যে চিত্ত প্রীতিদায়ক অপূর্ব্ব কুসুমোদ্যানস্থ পুষ্পপরাগে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, যে চূত মুকুলের সুরভি তামরস পান করিয়া কোকিলকুল কুহুরবে তাঁহার মন হরণ করিত, যে মন্দুরাস্থ বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া উষা ও প্রদোষ বায়ু সেবন করিতেন, যে অতিথিশালাস্থ অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দেখিলে তাঁহার আনন্দনীরে তিনি অভিষিক্ত হইতেন, হায়! কালের করাল দৃষ্টিতে, আজ তৎসমুদায়ের দুর্লক্ষ্য চিহ্ন মাত্র অবিশিষ্ট রহিয়াছে এবং কাহারও২ বা নাম মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, রাজবাটীর সুদৃশ্য শোভায় নয়ন মন প্রফুল্লিত হইত, এখন সেই দিকে অবলোকন কর, অভূষিত ইষ্টক খণ্ড, প্রাসাদস্থ ভগ্ন ইষ্টক চূর্ণ মিশ্রিত

* পত্র প্রেরক এই প্রবন্ধটি লিখিতে শোক প্রকাশে যে কাল হরণ করিয়াছেন সেই সময়ে যত্ন করিলে ভোজপুর কোন ভোজরাজের স্থাপিত তাহার কতক মীমাংসা হইতে পারিত। লেখক ডুমরাউন ও বক্সারের রাজাগণকে ভোজরাজের বংশোদ্ভূত বলিয়াছেন অথচ সেই ভোজরাজকে ভানুমতীর পিতা কহিয়াছেন ও ভোজপুর নগর তাঁহার অনুমান করিয়াছেন। ভোজ প্রবন্ধের মতে "ধারানাম নগর্য্যাং সিন্ধুল সংজ্ঞোরাজা আসীৎ তস্য রাজ্ঞী সাবিত্রী তয়োর্ব্বৃদ্ধাবস্থায়াং ভোজনাম পুত্রোজাতঃ" ইত্যাদি স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে যে ভোজরাজের রাজধানী ধারা। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ২২ উত্তর দ্রাঘিমা ও ৭৫ পূর্ব্ব অক্ষবৃত্তের নিকট দৃষ্টি করিলে ধারনগর দেখা যায় এবং ঐ ধারনগর উজ্জয়নী হইতে বহুদূর নহে। ধারনগরস্থ ভোজ নৃপতিই ভানুমতীর পিতা হইতে পারেন, পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় লৌহবর্ত্মের ডুমরাউন ষ্টেসনের নিকটস্থ ভোজপুর নগর তাঁহার রাজধানী হওয়া অসম্ভব।———সম্পাদক॥

চূর্ণ খণ্ড ও নানা বিধ বিলপনীয় দ্রব্য দেখিতে পাইবে। চারিদিক্ শূন্যময়;—যেন হাহাকার করিতেছে। হায়! এক মনুষ্য অভাবে প্রাসাদ মরুভূমি ও নগর অরণ্যময় বোধ হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অদ্ভুত নাটক। কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় কৃত। বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে ও কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

আমাদিগের বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা অতি সহজ বোধ করিয়া থাকেন। আলঙ্কারিকেরা নাটকের বহু বিধ লক্ষণ গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা লেখকগণ তাহা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি কতিপয় সুকবির রচিত নাটক ভিন্ন অন্যান্য বাঙ্গলা দৃশ্য কাব্য গুলি হেয় ও অশ্রেদ্ধেয়, এমন কি বটতলার নাটক সমূহ আমাদিগের বোধে অগ্নি সংযোগ দ্বারা এককালে ভস্মসাৎ করা কর্ত্তব্য। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রহসন ইহাতে সুরাপায়ী বেশ্যাশক্ত কতিপয় বাঙ্গালি যুবকগণের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কন ও রচনা প্রণালী কিছুই প্রীতিকর বোধ হইল না। এতাদৃশ অশ্লীল গ্রন্থ যত বিরল প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ সকল কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ দ্বারা মুদ্রাকর ব্যতীত অন্য কাহার লাভ নাই।

ধ্রুবচরিত্র। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক। শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। কলিকাতা কলম্বিয়ান প্রেস।

ধ্রুবচরিত্রকে ইতিবৃত্ত মূলক উপাখ্যান বিবেচনা করা ভয়ানক। ইহা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত কথা বটে, কিন্তু পুরাণান্তর্গত অধিকাংশ কথাই যে ইতিবৃত্ত মূলক, তাহা কৃত বিদ্যের নিকট বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ধ্রুবচরিত্র রূপক মাত্র। উচ্চপদস্থ এবং ঐশ্বর্য্যান্বিত ব্যক্তিদিগের দুই প্রবৃত্তি এক প্রবৃত্তি সুনীতি সম্মতা—অপরা প্রবৃত্তি কেবল ইন্দ্রিয়াদি পরিতুষ্টি প্রভৃতি যাহা আপাততঃ ভাল লাগে তাহারই অনুগামিনী। অতএব "উত্তানপাদের" দুই স্ত্রী—এক "সুনীতি" অপরা "সুরুচী।" উভয়েই কাহারও প্রিয় হইতে পারে না—উহারা পরস্পরের বিরোধিনী সপত্নী। একে আসক্ত হইলে অপরকে ত্যাগ করিতে হয়। বড় লোকে প্রায় অধিকাংশই সুরুচিতে রত হইয়া সুনীতিকে বিসর্জ্জন করেন। উত্তানপাদ তাহাই করিয়াছিলেন। সুনীতিতে কদাচিৎ অনুরক্ত হইলেই, ক্রমে২ তাহাতে ধর্ম্মে দৃঢ়তা জন্মে। সুনীতির এই সন্তানের নাম "ধ্রুব" শেষে ধার্ম্মিকেরই জয়। এই রূপক কে পুরাণকার করুণাদি রসাশ্রয় করিয়া এরূপ মনোহারিত্ব গুণে ভূষিত করিয়াছেন, যে তাহা লৌকিক ঘটনা বলিয়াই বোধ হয় এই উপাখ্যান নাটকের উপযুক্ত বটে। কালিদাসের হস্তে ইহা দ্বিতীয় শকুন্তলা হইত ভবভূতির হস্তে ইহা উত্তর চরিতের সমকক্ষ নাটক হইতে পারিত—এক্ষণে বাঙ্গালা নাটকের ছড়াছড়ি। সকলেই নাটক লিখে। কিন্তু নাটক কি, নাটকের কি আবশ্যক, কি হইলে নাটক ভাল হয়, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালা নাটক প্রণেতৃ-দিগের মধ্যে কেহই অবগত নহেন। অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে কথপোকথনের দ্বারা কোন ঘটনা বিবৃত হইলেই নাটক হইল। নিমাই বাবু তাহারই মধ্যে এক জন। পাঠশালার ছাত্রেরা নাটকের যে ব্যাখ্যা করে, তাঁহার নাটক গুলির প্রতি তাহা ব্যবহার্য্য নহে। এ সকল নাটক—"না মিষ্ট না টক।" নিমাই বাবুর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, এবং অধ্যবসায়

আছে—লিখিবার কিছু ক্ষমতা আছে। নাটক কাহাকে বলে বুঝিলে, পাঠ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। আমরা অনুরোধ করি, কালীদাস ভবভূতি, শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি কবিদিগের নাটকের তিনি অহরহ অনুশীলন করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে যত্ন করুন। ইহাঁদিগের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অনুকরণ প্রবৃত্তি, সম্বরণ করিতে পারিলে, তিনি পাঠ্য বা অভিনয় যোগ্য নাটক লিখিতে পারিবেন। তিনি যুবা পুরুষ—বুদ্ধিমান্—পরিশ্রমী এবং কৃতবিদ্য তাঁহার সম্বন্ধে ভরসা আছে। অন্য সম্বন্ধে তাহা নাই।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম ভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুপণ্ডিত, তিনি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সুতরাং আমরা তৎকৃত অভিনব গ্রন্থ নিচয় সাদরে পাঠ করিয়া থাকি। আমরা তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে পরম পুলকিত হইলাম। গ্রন্থকার প্রস্তাবটী বিপুল পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং রচনাও অতি সরল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে কবিকলাপ, কবিচরিত এবং বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস নামক তিন খানি পুস্তক বঙ্গভাষা ও কবিগণ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু রামগতি বাবুর গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রথম খণ্ডে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের বৃত্তান্ত অতি উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, নানা উরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিতগণের ও তন্ত্রের প্রমাণ ইহাতে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অংশটী আর কিছু বিস্তীর্ণ করিলে ভাল হইত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি আদ্য কালের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মধ্য কালের কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন সংগৃহীত হইয়াছে। রামগতি বাবু গ্রন্থের আদ্যোপান্ত অতি সুপ্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ইহার দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিতে অতীব উৎসুক থাকিলাম। এই খণ্ডে ভারতচন্দ্র হইতে আধুনিক কবিগণের বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইবেক।

বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ—তম্লুকের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয়টী যে যথার্থ হিতকর তাহা সকলেই জানেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা আমাদিগের দেশে নাই বলিলে বলা যায়। বঙ্গভাষায় দুই চারি খান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবাতে অনেকে বলেন যে বাঙ্গলা ভাষায় অভাব কিসের? আর অনেক গুলিন লোক অত্রস্থ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবাতে অনেকে বলেন "বাঙ্গালিরা কিসে কম?" কিন্তু এই দুই বাক্য ভ্রমাত্মক যে হেতু অত্রদেশে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র সকল যে সমস্ত বিজ্ঞান পাঠ করেন ও তদ্দ্বারা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেন তৎ সমস্ত ও তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান ইউরোপীয় ১৪। ১৫ বর্ষীয় বালকগণের থাকে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না হইলে দেশের উন্নতির আশা অনর্থক।

দ্রৌপদী হরণ নাটক—গ্রন্থের সমালোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থ রচয়িতার অবস্থাদি জ্ঞাত হইলে বিচার যথার্থ হইতে পারে নচেৎ অনেক প্রমাদ ঘটে। পাঠকগণ যদি বলেন "সে কি রূপ" তৎ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ লিখিতেছি কেন্দুল

বিল্লোজ্জ্বলকারী সুবিখ্যাত কবি জয়দেব কৃত মধুময় "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থের ন্যায় কোন আদিরস গ্রন্থ এক্ষণে কেহ রচনা করিলে লোকে তাহা অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞা করে ও তদ্রচয়িতাকে ভ্রষ্ট স্বভাব জ্ঞান করে কিন্তু জয়দেবকে কে অবজ্ঞা করে ও তাঁহার গীতগোবিন্দের মধু আস্বাদনে কে বিমুখ হয়? আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থ খানির ও লেখকের অবস্থা জানা কর্ত্তব্য। ইহার লেখক এক জন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক ও অর্থোপার্জ্জনেচ্ছায় এই গ্রন্থ রচিত নহে। অতএব যখন বঙ্গ বিদ্যানুশীলনই লেখকের উদ্দেশ্য তখন আমরা ইহাঁকে প্রশংসা করি ও যাহাতে ইহাঁর রচনা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় তাহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

ঋতু-বিলাস—এই গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ইহাতে ষড়ঋতু সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ও রচনা মন্দ নহে। কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাসের গ্রথিত ঋতু সংহারের "শশীকরাম্ভোধরধরমত্ত কুঞ্জরস্তড়িৎপতাকো হনিশব্দমর্দ্দলঃ। সমাগতোরাজবদোন্নতধ্বনিঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়প্রিয়ে॥" "তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্য শ্বসন্মুহুর্দূর বিদারিতামঃ। নহন্ত্য দূরেপিগজান্ মৃগাধিপঃ বিলোল জিহ্বাশ্চলিতাগ্রকেশরঃ।" এবম্প্রকার ভাব সকল আমাদিগের বঙ্গীয় কবিকুলের হৃদয়ে কবে উদয় হইবে?

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—পুরাতন কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালীদাস বিরচিত সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক অনেকে অনেকরূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতক জন নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশিত গ্রন্থে কেবল কতক গুলি বাগাড়ম্বর, অভিধান, ব্যাকরণ সূত্রাদি সম্বলিত টীপ্পনী দিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক ভাবার্থ প্রকাশে কণা মাত্রও যত্ন করেন নাই। এস্থলে আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য বোধেই যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি এবং বোধ করি যথার্থ আন্তরিক ভাব প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞজন অপরাধ লইবেন না। গ্রন্থাদির টীকা করার ভাবার্থ বিকাশনই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু এক্ষণের টীকাকার বা বিষমপদ ব্যাখ্যাকারগণের তাহা দেখা যায় না কারণ ইহাঁদিগের কেবল আত্ম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানাভিপ্রায়ই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। আমরা আধুনিক যে সমস্ত টীকা ও টিপ্পনী দেখিয়াছি তন্মধ্যে মৃত মহাত্মা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ পণ্ডিত বরের ব্যাখ্যা সকলে সারল্য ও গুণপণায় সম্যক তুষ্টি লাভ করিয়াছি। তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত অস্পষ্ট বা দুরূহপদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার টীকা দিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ জন্য বিষমপদের ব্যাখ্যা বিষমতর করা হয় নাই; বাস্তবিক ভাব স্ফূর্ত্তি যাহাতে হয় তদ্বিষয়েই যত্ন করা হইয়াছে বর্ত্তমান টীকাকারগণকে আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে অনুরোধ করি। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত অনেক বস্তুর পরিবর্ত্তনাবশ্যক হয় এবং তাহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারেন তাঁহাদিগকেই সুবিজ্ঞ বলিতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় যখন সূত্রপ্রণালীর রচনা প্রচলিত ছিল তৎকালে অনেকে সূত্রে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে সূত্রপ্রণালী অবলম্বন করিলে আর চলে না। টীকাকারগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে এক্ষণে শ্রীহর্ষদেবের "যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধৃতং রজঃ স্ফুরৎ প্রতাপানল ধূমমঞ্জিম। তদেবগত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥" অপেক্ষা শকুন্তলার "সুভগ সলিলাবগাহাঃ পাটল সংসর্গ সুরভিবনবাতাঃ। প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রা দিবসাঃ পরিণাম রমণীয়াঃ॥" ও উত্তর রামচরিতের "স্মরসি সুতনুতস্মিন্ পর্ব্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিত সপর্য্যা সুস্থয়োস্তান্যহানি। স্মরসি সুরমনীরাং তত্র গোদা-

বরীং বা স্মরসিচ তত্থুপান্তেধাবয়োর্ব্বর্ত্তনানি ॥” পাঠকগণের মনঃ প্রসাদকর। আমরা যে শকুন্তলা খানি উপহার পাইয়াছি তাহা নেপাল দেশীয় শ্রীযুক্ত ডমরুবল্লভ পান্ত পণ্ডিত বরের দ্বারা সংশোধিত ও তৎকৃত রূপ-প্রকাশ নাম টীকা সম্বলিত। টীকার স্থানে স্থানে বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু প্রাগুক্ত পণ্ডিত বর যে এতদ্‌গ্রন্থ প্রকাশে যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল হয় নাই এবং বর্ণাশুদ্ধি বহুতর।

কৌতুক কণা।

কোন সুকবিকে এক জন ধনাঢ্য লিখেন “আমি একখানি কাব্য প্রকাশে ইচ্ছা করি অতএব আপনি একখানি নাটক রচনা করিলে আমিও তাহাতে দুই চারি পঁক্তি দিব এবং নাট্যালয়ে আমার নিজ ব্যয়ে যথেষ্ট সমারোহের সহিত উহার অভিনয় করাইয়া উভয়েই যশোলাভ করিব” কবি ইহার উত্তর এই লিখেন “মহাশয় আপনার প্রলোভনে আমি ভুলিতে পারি না যেহেতু অশ্বকে গর্দ্ধভের সহিত যোযন ধর্ম্ম সিদ্ধ নহে।” ধনাঢ্য ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিলেন “তোমার সাহঙ্কার পত্র আমি পাইয়াছি কিন্তু কি সাহসে তুমি আমাকে অশ্ব বলিয়াছ।”

(৭) জহুনাথকে মাধব কহিল “হাঁহে তোমার প্রতিবাসিরা বলে যে তুমি নিত্য স্ত্রীর সহিত বিবাদ কর” তাহাতে জহুনাথ উত্তর করিল “তুমিও যে-মন সে সব মিথ্যা আমি আজ পোণের দিন হলো স্ত্রীর সঙ্গে কথা কই নি।”

(৮) হিন্দুস্থানীর আচরণ—কোন এক জন হিন্দু-স্থানী তাহার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া গঙ্গাতীরে স্নানার্থ যাইলে ঐ সন্তানটিকে দেখিয়া এক জন বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিল “এ ছেলেটি কি আপনার” হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন “হামারা নেহিতো কি তোমারা” বাঙ্গালী কহিলেন “ছে-লেটি ভাল তাই বলচি” এবং হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন “ভালা নেহিতো কিয়াবুরা” হিন্দুস্থানী দোষ লইয়াছেন বিবেচনায় বাঙ্গালী কহিল “আহা বেঁচে থাক” হিন্দুস্থানী কহিল “বাঁচেগানেহিতো মরেগা?”

(৯) এক দিন গরাণহাটায় এক খোলার ঘরে এক জন পাদরি মুটে মজুর ও সামান্য লোকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে২ বলিলেন “সময় বহুমূল্য” তৎশ্রবণে এক জন বৃদ্ধ সাঁকারি বলিল “হাঁ সময় বহু মূল্য হলে আমার ৭২ বৎসরের দামে আমি রাজা হয়ে যেতুম।”

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে বঙ্গের মান্যবর লেপ্টনণ্টগবর্ণর বাহাদুর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারার্থ ১৫ কাপি রহস্য সন্দর্ভ গ্রহণানুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। রহস্য-সন্দর্ভ এক্ষণে নিঃসহায় হইবাতে এরূপ সাহায্য আমাদি-গের বিশেষ প্রয়োজন সুতরাং এবম্প্রকার সাহায্য যাহাতে বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। অনেক গ্রাহক আমাদিগের পত্রের সহায়তা করণার্থ বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। অবকাশ মত আমরা ঐ সকল মহাত্মার নাম ও শ্রমের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিব।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৩ খণ্ড।

রহস্য-সন্দর্ভ সম্বন্ধীয় বক্তব্য সকল।

মরা ইতিপূর্ব্বে কয়েক খণ্ড রহস্য-সন্দর্ভে বিজ্ঞাপন দিয়াছি যে বিদেশস্থ গ্রাহকগণ যেন অবিলম্বে পত্র প্রাপ্তি স্বীকার ও তন্মূল্য প্রেরণ করেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট হইতে মূল্য ও পত্র প্রাপ্তি সংবাদ পাই নাই। পাঠকগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে রহস্য-সন্দর্ভের বর্ত্তমান অবস্থা লাভের নহে সুতরাং ডাক মাস্থল দিয়া পত্র সন্দেহ স্থলে পাঠাইতে কি রূপে পারা যায়। আমরা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি যে অনেক পূর্ব্ব গ্রাহক অতি অসৎ স্বভাবের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, কেহ চারি খণ্ড লইয়া পরে লিখিয়াছেন যে আর লইবেন না কিন্তু যে সকল খণ্ড লইয়াছেন তাহার যে মূল্য ও মাস্থল দেওয়া ভদ্রের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহাদের জ্ঞানে আইসে নাই—দুই এক জন এজেণ্ট (আমাদিগের নহে) একাধিক পত্রিকা কিছু কাল গ্রহণান্তে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা একাধিক পত্রিকা লইবেন না একথা প্রথমেই বলিলে তো আমাদিগের মাস্থল দিয়া পত্র পাঠাইবার আবশ্যক হইত না। আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে যথার্থ ভদ্র ব্যক্তি ও ধর্ম্ম জ্ঞান বিশিষ্ট লোক অতি বিরল। অধিক কি আমরা কয়েকটী গ্রাহকের কুব্যবহারে এত বিরক্ত আছি যে কখন২ মহাভারতের প্রকাশকের মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় এবং অস্বীকারকারীগণকে পত্র প্রেরণে বিরত হইব স্থির করিয়াছি। দেখা যাইতেছে যে এরূপ লোক অনেক আছে যাহারা দিচ্চি দেবো করিয়া ও অন্যান্য কৌশল ক্রমে বিনা মূল্যে প্রতারণাবলে পত্রাদি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এক দিবস তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে ও অপমানিত হইয়া মূল্যাদি দিতে হইবে।—

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমরা আনন্দচিত্তে নিম্ন লিখিত মহাত্মাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই রহস্য-সন্দর্ভের সাহায্যার্থ বিদ্যামোদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় অধিক শ্রম করিতেছেন দুর্গাপুরের স্নেহময় শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুস্তৌফি মহোদয় আমাদিগের পত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি করণার্থ যে রূপ যত্ন করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত আমরা তদ্বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে রহস্যসন্দর্ভ যত দিন জীবিত থাকিবে ততদিন পাঠকগণের মনে তাঁহারা বিরাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত টি, এন, রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার প্রভৃতি

মহোদয়েরাও রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ বহু যত্ন করিতেছেন। এই সকল মহাত্মার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইব। অপরাপর গ্রাহক মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বঙ্গ বিদ্যানুরাগী মহাত্মাগণের পথানুবর্ত্তী হইলে রহস্য-সন্দর্ভ চিরস্থায়ী হইতে পারে।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ববাণিজ্য ও তাহার ফল।

অনেক সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যে বাণিজ্যরূপ সম্পত্তি নিশ্রুত হইয়া আসিতেছে তদ্দারা পশ্চিম ভূভাগের কত নগরাদি সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল ও হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদ্বিবরণ আমরা এস্থলে লিখিতেছি। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা একপ্রকার ঐতিহাসিক নিয়ম স্বরূপ হইয়াছে যে ভারতভূমের বাণিজ্য যে নগর বা দেশ দিয়া যখন প্রবাহিত হয় তৎকালে সেই নগর বা দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অধিক কি অতি ক্ষুদ্র নগরাদিও অল্পকাল জন্য ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া হীনাবস্থা হইতে এত ধন সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে যে তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত শক্তি দ্বারা সে উচ্চতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের বাণিজ্য বলেই পশ্চিম ভূভাগের অনেকগুলিন প্রাচীন নগরের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য প্রবাহের পথ স্বরূপ হইবাতেই ঐ সকল নগর অল্পকাল মধ্যে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তদভাবেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের চিত্তাকর্ষণে বিরত হইয়াছে।

আরব্য প্রায়-দ্বীপের দক্ষিণ খণ্ড অতি প্রাচীন কালাবধি অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকাতে তদ্দেশবাসীগণের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। ঐ বাণিজ্য দ্বারা আরব্যদিগের শ্রমলালসা, অধ্যবসায়, শিল্প, সাহিত্য, সুখ, স্বচ্ছন্দাদি এ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ইউরোপীয়গণ আরবদেশকে "সুখস্থান আরব" বলিত। ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপীয় দেশাদিতে বহন করিবার জন্য আরববাসীরা নাবিক-বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয় ও তাহার উন্নতির সহিত আফরিকার দূরতর স্থান সকলে অধিকার পত্তন করিয়াছিল।

পুরাতন সিরিয়ার বালুকাময় প্রান্তর পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে সকল উন্নত ও বহু সমৃদ্ধিশালী-স্থান নয়নপথে পতিত হইত তৎসমস্তের সৌভাগ্যের কারণ কি? কামধেনু স্বরূপা ভারতভূমির বাণিজ্য লাভেই ঐ সকল নগরাদি পুষ্টতা প্রাপ্ত ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল ও সেই বাণিজ্যাভাবেই পরে শ্রীহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঐ বাণিজ্য পালমিরা নগরীকে প্রথমে মৃণ্ময়াবস্থায় প্রাপ্ত হয় এবং ত্যাগকালে প্রস্তরময়ী অপেক্ষাও মূল্যবতী রাখিয়া যায়। অদ্যাবধি পালমিরার ধ্বংসাবশিষ্ট যে ভগ্ন প্রাসাদাদি দেখিয়া পথিকগণ চমৎকৃত হয়েন সেই সমস্তের বাক্য নিস্ফুরণ ক্ষমতা থাকিলে কি বলিত? তাহারা মুক্তকণ্ঠে কহিত "রত্নপ্রসবা ভারতের বাণিজ্য লক্ষ্মীর স্খলিত মণিদামেই মরুভূমের এই সকল উন্নতি হইয়াছিল সেই লক্ষ্মীর স্থানান্তর গমনেই এস্থান হতশ্রী হইয়াছে।"

ভূমধ্য সাগরতীরবর্ত্তী ফিনিসিয়ান জাতি সকল ভারতের বাণিজ্য সাক্ষাৎরূপে সম্ভোগ করিতে পায়

নাই। অপরের দ্বারা হিন্দুস্থানের দ্রব্যজাত তাহাদিগের হস্তে পড়িত এবং তাহারা ঐ সমস্ত দেশ-দেশান্তরে বহন করিত। পরোক্ষে ভারতের বাণিজ্যে লিপ্ত থাকাতে ফিনিসিয়ানদিগের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠেই বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। যে তেজে টায়ারবাসীগণ বিনা সাহায্যে স্ববলে মাসিডনাধিপতি আলেকজণ্ডারের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করে তাহা ঐ বাণিজ্যোদ্ভূত। সূক্ষ্মদর্শী আলেকজণ্ডার তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং ঐ বাণিজ্যস্রোতবহনের অপর একটী পথ করণাভিলাষেই আলেকজণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য গমনাগমনের পথ পরিবর্ত্তিত হইবাতে ফিনিসিয়ানগণের সৌভাগ্যশ্রী যে স্বপ্নাপগমের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত নহে। আলেকজণ্ডার নীলনদমুখবর্ত্তী তৎস্থাপিত নগরকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য লইয়া যাইবার পথ স্বরূপ করণার্থ এত যত্নবান হইয়াছিলেন যে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। নেয়ারকসকে অর্ণবপোত সমূহ দিয়া প্রেরণ করা এই নিমিত্তই হইয়াছিল এবং ঐ অর্ণবপোত সমস্তের নির্ব্বিঘ্নে রক্তসাগর দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওন সংবাদ শ্রবণার্থ আলেকজণ্ডার এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে নেয়ারকসের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দবাষ্পাকুল লোচনে কহিয়াছিলেন "আমি দেবরাজের সপথ করিয়া বলিতেছি যে এই সংবাদে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি সমস্ত আসিয়ার অধিকারী হইলেও তত হইতাম না।" আলেকজণ্ড্রিয়া নগর ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্যে অল্পকাল মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধিশালী হয় যে তাহার প্রভায় অন্যান্য নগর সমস্ত মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অধিক কি বহুকীর্ত্তিময়ী মিসর দেশের নগরাদিকে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। পরে আলেকজণ্ড্রিয়া রোমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবাতে যদিও তাহার প্রভূত্ব না ছিল ও রোমের অধীন হইয়াছিল তথাপি ভারতের বাণিজ্য বলে রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক রাজধানী স্বরূপ ছিল এবং বসতি সংখ্যা, শোভা, ও বিভবাদি সম্বন্ধে রোমের তুল্য কক্ষ ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য শ্রীহীন ও ছিন্নভাবাপন্ন হইলে আরবীয়েরা মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মানুসরণ পূর্ব্বক বহুদেশ জয় করিয়াছিল এবং ভারতের সমস্ত বাণিজ্য হস্তগত করায় কালিফদিগের রাজপাট বোগদাদ নগর এরূপ বিভব লাভ করে যে আলেকজণ্ড্রিয়া রোম ও আথেন্সেরসৌভাগ্য একক তাহাতেই বর্ত্তিয়াছিল। হিন্দুস্থানের বাণিজ্যেই উক্ত নগরকে বলে অপ্রতিহত, বাণিজ্যে অদ্বিতীয় ও বিদ্যায় অতুল্য করিয়াছিল। মহম্মদীয় সাম্রাজ্য ছিন্ন হইবাতে ভারতের বাণিজ্য প্রবাহ ত্রিধারায় বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে এক ধারা রক্তসাগর হইয়া আলেকজণ্ড্রিয়াতে যাওয়ায় ঐ নগর পুনর্ব্বার মস্তকোন্নত করে; দ্বিতীয় ধারা সিরিয়া দিয়া যাইবাতে সিরিয়ার পুনরুন্নতি ও তত্রত্য দুই একটী শ্রীহীন প্রাচীন নগর পূর্ব্ব সৌভাগ্যের কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়; এবং অপর ধারা কাস্পিয় ও কৃষ্ণসাগর হইয়া ইস্তাম্বুলে যাইয়া ঐ নগরের বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল। যখন ইউরোপ খণ্ডে ভারতবর্ষীয় শিল্পাদির বহুতর ব্যবহার হইতে লাগিল, তখন স্থলপথে প্রেরিত (প্রচলিত) বাণিজ্যে সকলের অভাব মোচন ও অভিলাষ পূরণ হওয়া দুষ্কর হইল। সেই সময়ে ভিনিস নগরীয়েরা অর্ণবজানোপরি আলেকজণ্ড্রিয়া একর ও ইস্তাম্বুল হইতে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপে বহনারম্ভ করিল এবং তাহাদ্বারা অল্প বল ভিনিসনগর যে রূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। ভিনিসের সৌভাগ্য প্রভায় ইউ-

রোপীয় সমস্ত নগর ম্লান করিয়া ঐ নগরকে এরূপ উন্নত করিয়াছিল যে মহা মহা রাজাগণও ভিনিসের আমন্ত্রণে আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেন। ভিনিসের সহিত পূর্ব্বীয় বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ আলেকজণ্ড্রিয়া, একর ও ইস্তাম্বুল দৃঢ় সংবদ্ধ থাকাতে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি সমস্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য জন্য নূতন পথাবিষ্কারে যত্ন করিতে লাগিল। পোর্ত্তুগাল বাসীদিগের দ্বারা ঐ পথ প্রথমে যে রূপে আবিষ্কৃত হয় এবং তদ্ধেতুক লিসবনের যে সৌভাগ্যোদয় ও ভিনিসের অবনতি হয় তাহা অপ্রচারিত নহে। পোর্ত্তুগালের পর হলাণ্ড, তৎপরে ডেনমার্ক ও পরিশেষে ইংলণ্ড ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করিয়া যে পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন তন্নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিখিতে বিরত হইলাম।

এস্থলে আমরা বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগের আচরণ সম্বন্ধে কিছু নাবলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না। হায় যে ভারত ভূমি ইউরোপ, আসিয়া ও আফরিকার প্রাধান্য প্রদানের মূল কারণ ছিল,যাহার স্বাধীনতা ও সমুন্নতাবস্থায় জগতের অধিকাংশে সাঁওতাল অপেক্ষাও অসভ্য লোক বাস করিত ও যাহার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্রাদি বিষয়ক উন্নতিকে অদ্যাবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ অনেকাংশে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই, সেই ভারত ভূমিকে দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য লোক সভ্যতাহীনা জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের এজ্ঞান মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ না থাকাতেই জন্মিয়াছে, নচেৎ কখনই সম্ভবে না। তাঁহারা ইউরোপায় সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের সভ্যতার উন্নতি সাধনোপায় দেখিতে পান না, আর তাহাতে যে কত আনন্দ তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও ভাষাদির ব্যবহার ও অনুশীলনে দিনপাত করেন এবং বলেন দেশায় ভাষায় কি আছে যে দেখিব ও দেশীয় পরিচ্ছদাদির ব্যবহারে তাঁহাদিগের লজ্জা করে। তাঁহাদিগের ইত্যাদি রূপ বাক্যে আমরা কেবল তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হই। কোন এক খানি গ্রন্থ সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর সহিত এক স্থানে বসিয়া পাঠ করিলে যদি স্ত্রী ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহন করিতে পারেন ও স্বামিকে বিশ্রাম দিবার জন্য স্বয়ং কতক কতক পাঠ করেন তাহা হইলে কি আনন্দের বিষয় হয়? মাতৃভাষা উন্নত না হইলে এরূপ আনন্দ লাভ করা হয় না—বিজাতীয় ভাষার সম্যক রসাস্বাদন করা অনায়াস সাধ্য নহে। আমরা এবিষয়ের কারণাদি প্রদর্শন করিয়া বহু সময়াপব্যয় করার প্রয়োজন বিবেচনা করি না। আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা স্বদেশীয় সামান্য কবিওয়ালাদিগের কবিতা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠে ইউরোপীয় হোমার, ডেণ্টি, সক্ষপির ও মিলনটনের রচনা পাঠাপেক্ষা তৃপ্তিলাভ করেন (পূর্ব্ববাক্য ভারতে সক্ষপিরাদি কবি সদৃশ কবির অসদ্ভাব ব্যঞ্জক বিবেচনা করা না হয়)। সহস্র লোকের প্রশংসা সত্বেও নিকট আত্মীয়ের কৃত প্রশংসা যে রূপ মনের অভূতপূর্ব্ব আনন্দদান করিতে পারে, মাতৃভাষায় প্রকটিত রসভাব সকল সেইরূপ হৃদয়প্রফুল্ল করে। বিজাতীয় ভাষায় সেরূপ হয় না, কারণ তাহার প্রতি লোকের স্নেহ থাকে না। বালকের অস্ফুট কথা শ্রবণে সকলেরি আনন্দ হয়, কিন্তু ছেলেটী নিজের হইলে ঐ আনন্দ কত অধিক হয়, তাহা পুত্রবান মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। একটী সুন্দর ভবন দেখিয়া সকলেরি নয়নরঞ্জন হয়, কিন্তু ভবনস্বামী উহা দেখিয়া যে রূপ দার্শনিক ও আন্তরিক সুখ ভোগ করেন সে রূপ কাহার হয় না। অতএব যে

স্থলে আপনার বলিয়া স্নেহ থাকে সেস্থলে বিশেষ আনন্দ লাভ করাই জগতের রীতি। যাঁহারা ভারতের নানা দোষ দেখেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ভারতের গুণভাগ অনুসন্ধানে যত্ন করুন তাহা হইলেই চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় ভারতের গুণাবলিতে দোষ সমস্ত নিমজ্জন করিবে। বিদেশীয় (স্নেহে অনাবদ্ধ) হইয়াও সর উলিয়মজোন্‌স ভারতে আগমন কালে আরব্য সাগরে উপনীত হইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারই বাক্যে আমরা নিম্নে লিখিতেছি এবং বোধ করি তৎপাঠে পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের মহিমা বুঝিতে পারিবেন।

সর উলিয়ম জোন্‌স বঙ্গদেশে আগমন কালে আরব্য সাগরে পোত উপনীত হইলে পোত প্রেরকের টিপ্‌পনী দেখিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার সম্মুখে ভারতবর্ষ রহিয়াছে, পূর্ব্বে পারস্য দেশ আছে ও পোতের পশ্চাৎভাগস্থ পতাকাবলী আরব্য বায়ু দ্বারা দোদুল্যমান হইতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে যে হর্ষোদয় হইয়াছিল তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—"এই সময় আমার হৃদয়ে যে অসাধারণ আনন্দ উদয় হইল তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না—যে আসিয়া মনুষ্য বুদ্ধি বা বীর্য্যের প্রসবিনী, স্বভাব সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা, বহুবিধ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা দ্বারা নানালঙ্কারে ভূষিতা সেই আসিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আপনাকে উপনীত জ্ঞান করিলাম এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কীর্ত্তি ও বীর প্রসবিনী স্থান দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করণার্থ উৎসুক হইলাম।"

পত্রবাহক কপোত।

আমরা বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টি কৌশলের প্রতি যতই নিরীক্ষণ করি ততই তাঁহার নৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হই, ততই তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ও করুণার প্রমাণ আমাদিগের নয়ন ও মনের গোচর হয়। জগদীশ্বর জগতে যে সমস্ত তরু, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সৃজন করিয়াছেন তৎসমস্তই জগতের মঙ্গলার্থ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও আমরা অনেক বস্তু দেখি যাহার উপযোগিতা কিছুই অনুভব করা যায় না তথাপি এরূপ বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য যে ঐ সকল বস্তু নিরর্থক সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য দ্বারা অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা না হইবাতে বহু জ্ঞান অপ্রকাশিতাবস্থায় আছে এবং অনেক বিষয়ের দুরূহতা বশতঃ মনুষ্যে তাহার শীঘ্র মীমাংসা করিতে প্রারে না। অতএব যে সকল সৃষ্টির জগৎ সম্বন্ধে উপযোগিতা দেখা যায় না তৎসমুদায়কে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া এই স্থির করা কর্ত্তব্য যে আমরা তাহার উপকারিত্ব অদ্যাবধি বুঝিতে পারি নাই। উপরে যে একটী কপোতের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম পত্রবাহক কপোত। কপোত কুলের অধিকাংশের বিশেষ উপকারীত্ব যে রূপ অজ্ঞাত ইহারও উপযোগিতা সেই রূপ

অজ্ঞাত ছিল। ঘটনা ক্রমে এই কপোতের গুণ লোক সমাজে পরিচিত হইবাতেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কপোত যে স্থানে থাকে সে স্থান এত উত্তম রূপে চিনিতে পারে যে উহাকে স্থানান্তরে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন করিলেই নিজ বাসস্থান ঠিক করিয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। এই গুণ দেখিয়া পূর্ব্বে লোক নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব, ও প্রণয়ী দিগকে ইহার দ্বারা পত্র প্রেরণ করিতেন এবং তদ্দারা ক্রমশঃ ইহার দূর ও বেগগামীত্ব জ্ঞাত হইয়া লোক ইহা দ্বারা অতি দূর দেশেও পত্র প্রেরণ করিতেছে।

আমাদিগের গৃহ পালিত কপোত কুলের মধ্যে বোধ হয় পত্রবাহক কপোতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আমাদিগের কর্ম্মোপযোগী—(যাহা জানা আছে)। এই জাতীয় কপোত দীর্ঘে প্রায় ১৩। ১৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে ছয় ইঞ্চি, পুচ্ছ সাত ইঞ্চি, পদ ২।৷৹ ইঞ্চি, পদের অধিক ভাগই প্রায় খালি চর্ম্মাবৃত অস্থি ও অল্পার্দ্ধ পক্ষাবৃত; পক্ষাগ্র পুচ্ছাপেক্ষা লম্বা, চঞ্চু প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি, নাশারন্ধ্র অল্প স্ফীত, চক্ষু কৃষ্ণসার-রক্তবর্ণ। আমরা প্রায়ই ইহাকে প্রকৃত বোগদাদ ও ওলানের সহিত ভ্রম করিয়া থাকি কিন্তু উক্ত জাতীর সহিত বোগদাদ বা ওলানের অনেক প্রভেদ আছে বোগদাদের চঞ্চু ইহা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লম্বা ও নাশারন্ধ্রের মাংশ এরূপ পরিবর্দ্ধিত ও স্ফীত যে আমরা তাহাকে "ফুল" বলিয়া থাকি বাস্তবিক প্রায় একটী গোলাপ পুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং চক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মখণ্ড (বা ফেরা) ও এরূপ বর্দ্ধিত যে তাহাও ক্ষুদ্র পুষ্প মালাবৎ দৃষ্ট হয়। ওলানের চঞ্চু প্রায় ইহাদের অর্দ্ধ লম্বা হইয়া থাকে ও চক্ষের মাংশ খণ্ড প্রায়ই বোগদাদাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে কিন্তু এই জাতীর চক্ষের উপরের চর্ম্মখণ্ড এরূপ অল্প যে কোচকা মাত্রই নাই সুতরাং আমরা তাহাকে ফেরা নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই বাহক জাতী এতদ্দেশে গৃহবান ("গেরোবান") নামে বিখ্যাত এবং ইহার গুণ বলিতে গেলে প্রধান গুণ যে অতি দূরদেশ হইতেও ইহারা এরূপ পূর্ব্ব বাসস্থান নির্ণয় করে যে তাহা কখন অন্য জীব মাত্রে সম্ভবে না ও তাহার পর এত দ্রুত গমন করে যে তাহাও অন্য পক্ষীকুল দুর্লভ। ইহা অনায়াসে একদিনের পথ এক ঘণ্টায় গমন করিতে পারে এবং সামান্যরূপ শিক্ষিত হইলে দুই দিনের পথ ১ ঘণ্টায় যাইতে পারে। ইহারা এত প্রভু-বশম্বদ ও ইঙ্গিত লক্ষক যে এতদ্দেশে গৃহবান সকল প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে উর্দ্ধে, নীচে প্রভুর মতে উড়িতে থাকে ও ইঙ্গিত মাত্রে পক্ষ রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে পতিতও হয়। এই জাতীর উত্তমাধম বিচারে এতদ্দেশে প্রথমে চক্ষুর চোট বড় বিচার করিয়া থাকে কিন্তু ইহার যথার্থ বিচার উড়ান—দ্রুত বাহুল্যে ভাল ও তদভাবে মন্দ, আমাদিগের মতে বিচারযুক্তি হয়। এই পত্রবাহক কপোত অতি পুরাতন কালাবধি ইউরোপ ও আশিয়া খণ্ডে জানিত হইয়া আসিতেছে এমন কি ইলিয়স সাহেব বলেন যে টরাস্থিনিস গ্রিক রাজ্যের ওলিম্পিক গেম নামক মেলার জয় সংবাদ এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাঁহার পিতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই ইংলণ্ডেও যে এই পারাবতের ব্যবহার ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়, টাইবরণে যে সকল লোক ফাঁসি যাইত তাহার সংবাদাদি লণ্ডনে এই কপোত আনিত, এবং আলিপো নগরে যে "ইংলণ্ডীয় তুরস্ক কোম্পানি" নামে এক দল বণিক ছিল তাহাদের অর্ণব জানের সংবাদ সকল এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা আলিপো নগরে প্রেরণ করিয়া ইংরাজেরা বিলক্ষণ লাভালাভ করিতেন। গত

খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান মহাযুদ্ধের সংবাদাদি এই পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্যারিশ মহানগরে প্রেরিত হইত।

টেলিগ্রাফের সংবাদ অতি সংক্ষেপে আইসে কিন্তু পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্রেরিত সংবাদে সে দোষ ঘটে না যেহেতু অস্থূল কাগজে তিনশত শব্দে একখানি চিঠী লিখিলেও কপোত তাহা অনায়াসে লইয়া যায়। বাহুল্যে সংবাদ প্রেরণার্থ সংবাদটী প্রথমে বড়২ করিয়া এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া তাহার ফটগ্রাফ যন্ত্রদ্বারা ছবি লইয়া এই কপোতের পক্ষে ঝুলাইয়া ছাড়িয়া দিলে সেই কপোত এক ধ্যানে উড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসে এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সেই পত্র লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করে।

এই পত্রবাহক কপোত আমাদিগের গৃহপালিত কপোতের ন্যায় দুইটী অণ্ড প্রসব করে এবং অন্যান্য গৃহপালিত কপোতাপেক্ষা ইহাদের শাবকোৎপাদিকাশক্তি কোন প্রকারেই ন্যূন নহে বরং অনেকাপেক্ষা অধিক।

পত্রবাহক কপোতের গতির বেগের যে প্রমাণ গুলি নিম্নে দিতেছি তাহা সকলেরই বিচিত্র বোধ হইবে কিন্তু এতৎ সমস্ত বাস্তবিক ঘটনা কিছু মাত্রও কল্পিত নহে এবং ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়াই সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ টেগেটমিয়ার এই কপোতের দ্রুত-বার্ত্তাহবত্ব তাড়িত বার্ত্তাবহের তুল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রীমিয়ায় যুদ্ধকালে সম্মিলিত সেনা দ্বারা সিবাষ্টপুল দুর্গগ্রহীত হইলে তৎসংবাদ গালী অন্তরীপ হইতে কলম্বোতে পত্রবাহক কপোত দ্বারা তাড়িত যন্ত্রে প্রেরিত বার্ত্তার পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি ক্রষ্টালপালেসে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে ব্রসেল হইতে ৭২টী কপোত মধ্যাহ্নকালে ছাড়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাড়িত যন্ত্রযোগে সেই সংবাদ প্রেরিত হয়। লণ্ডনে ক্রষ্টাল পালেসে প্রথম কপোতটী টেলিগ্রাফের ২ মিনিট পূর্ব্বে আসে।

স্কটলণ্ডে রাজার উকীলের যে বিশেষ ব্যবহার আছে তাহারকারণ।

অধীশ্বর প্রথম চারল্‌সের রাজ্যকালের কিয়ৎকাল সার টমাস হোপ স্কটলণ্ডের রাজউকীল ছিলেন এবং যদিও তিনি স্বয়ং বিচারপতির পদ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহার বিশেষ আনন্দাভাব ছিল না, যেহেতু তাঁহার তিন পুত্র বিচারপতি হইয়াছিল ও তন্মধ্যে তন্নামীয়টী পরে প্রধান বিচারপতি হয়। সার টমাস হোপের তুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির নিজ পুত্রগণের সমক্ষে বিচারকালে টুপি খুলিয়া বক্তৃতা করা অযোগ্য বিবেচনায় আদালত হইতে তাঁহাকে আজ্ঞা হয় যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মস্তক আবৃতও করিতে পারিবেন। এই আজ্ঞা প্রচারাবধি স্কটলণ্ডের যত রাজউকীল সকলেই টুপি না খুলিয়া বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং অদ্যাবধি ঐ ক্ষমতা তাঁহাদিগের বজায় আছে। এইরূপে অনেকানেক নিয়ম, যাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং যাহা কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণ জন্য চলিত হয়, তত্তৎ কারণাভেও জীবিত থাকে।

লোভী উকীলের উপযুক্ত ব্যবহার।

অনেক আদালতে অনেক সদ্ব্যক্তা ও সুবিবেচক উকীল আছেন যাঁহারা ফি অর্থাৎ শ্রমের টাকা পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন এবং মোকদ্দমা যথার্থ কি আরোপিত তদ্বিষয়ে কোন বিবেচনা

করেন না। এতদ্ভিন্ন দুই এক জন উকীল এরূপও দেখা যায় যাঁহারা এত অর্থ প্রিয় যে কখন২ দো-তরফা ফি গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে প্রথমোক্ত শ্রে-ণীর এক জন উকীলের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা প্রথমে লিখিতেছি পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা বলিব। একদা লণ্ডনের কোন সুবিখ্যাত অর্থ পিচাশ উকী-লের নিকট এক চৌর যাইয়া তাঁহাকে কহিল যে তিনি তাঁহাকে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিতে পা-রিলে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার দিবে। উকীল ঐ চৌরের মোকদ্দমা বিচার কালে অর্থলোভে প্রাণপন করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিল। এই রূপে ফাঁসি হইতে রক্ষিত হইলে চৌর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ঐ উকীলের ভবনে যাইয়া তাঁহাকে ২৫০০ টাকা দিল। উকীল সন্তুষ্ট হইয়া চৌরকে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং সে দিবস তাঁহার আলয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন চৌর সম্মত হইয়া তাঁহার ভবনে শয়ন করিল। মধ্য রাত্রে চৌর উঠিয়া উকীলের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ও মুখে কাপড় দিয়া রা-খিয়া সর্ব্বস্ব হরণান্তে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা এস্থলে কহিতেছি—কোন লোভী উকীল এক মোকদ্দমায় দুই তরফায় ফি লইয়া কোন তরফেই না দাঁড়াইয়া বিচার কালে আদালত হইতে প্রস্থান করেন। ঐ দুই তরফের মধ্যে বাদী মোকদ্দমা হারিয়া উকীলের গৃহে যাইল এবং তাঁহাকে ফি ফিরোত দিতে কহিল, উকীল উত্তর করিলেন "ফি ফেরোত কেন দিব তোমার ইচ্ছা হয় আদালতে জানাও।" এই বাক্যে বাদী কহিল যে আদালতে যানাইতে হইলে তিনি আর যাঁহাকে ফি দিবেন সে ব্যক্তির নিকট আবার ফি ফেরত পাওয়া দায় হইবে অতএব তিনি আদা-লত সাক্ষী করিয়া আসিয়াছেন ও বিচার অবিলম্বে হইবে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইটী পিস্তল বাহির করিয়া উকীলের বক্ষে লক্ষ করিয়া কহিল "যদি ফি দেহ তো ভাল নচেৎ তোমাকে মারিব।" উকীল আস্তে ব্যস্তে তাহার টাকা ফেলিয়া দিলেন ও সে ব্যক্তি প্রস্থান কবিল।

ফিজির বিবরণ।

মহম্মদ আকবর শাহ যদিও বাল্য-কালাবধি "কতলে ফিরাঙ্কাফে-রান" মতানুসারে শিক্ষিত হইয়া-ছিলেন তথাপি তাঁহার নিজ উন্নতচিত্ত সেই মতের অনুগামী হইয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি অত্যা-চারে প্রবর্ত্ত হয় নাই। তিনি সকল ধর্ম্মের লোককে সমান ব্যবহার করিতেন এবং তিনি নিজ ধর্ম্ম স্থির করণার্থই হউক বা জ্ঞানলাভেচ্ছাতেই হউক, য-থেষ্ট যত্নের সহিত বিজাতীয় ধর্ম্ম সকলের তত্বানু-সন্ধান করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞানলাভার্থ আকবর সাহ যে পোর্তুগাল হইতে এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজ-ককে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মের তত্বানুসন্ধানার্থ যে তিনি বহুব্যয় ও যত্ন করিতেন তাহার প্রমাণ পুরাবৃত্তে অনেক দেখা যায়। অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সহজেই সফল হইয়াছিল কিন্তু প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারেন নাই যেহেতু হিন্দুগণের ধর্ম্মতত্ব ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে আকবর শাহ হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানলাভ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আকবরশাহ যখন ভয়, মৈত্রতা, ও প্রলোভনাদি দর্শাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্ম প্রকাশে লওয়াইতে পারিলেন না তখন তিনি নিজ সুবিখ্যাত অমাত্য

আবুলফজলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে কোন সূত্রে এক জন মসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবুলফজলের ভ্রাতা ফিজিকে (যে তৎকালে অল্প বয়স্ক বালক ছিল) শিখাইয়া পিতৃ মাতৃ হীন বালকরূপে কাশীতে প্রেরণ করেন এবং তথায় কৌশলক্রমে ফিজির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এক জন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তাহাকে পরিবার মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যখন ফিজি ১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হইল ও তৎকালীন কাশীতে প্রচলিত শাস্ত্র সমস্ত অধ্যয়ন করিল, তখন অধীশ্বর তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আনয়নের আয়োজন করিলেন। ফিজির শিক্ষাগুরুর একমাত্র কন্যা ছিল ও ঐ কন্যার প্রতি তাহার আশক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঐ আশক্তি বুঝিয়াছিলেন ও ফিজির অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্যে সন্তুষ্ট থাকাতে তিনি তজ্জন্য দুঃখিত না হইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং ফিজিকে কন্যার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। ফিজি এই ঘটনায় উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, প্রণয়পাশ ছিন্ন করাও সহজ নহে অথচ শিক্ষাগুরুর ধর্ম্ম নষ্ট করা অত্যন্ত অধর্ম্ম; কি করেন পরিশেষে ব্রাহ্মণের চরণাগত হইয়া বহু বিনয়ের সহিত আপন বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে নিজ কক্ষ হইতে এক ছুরিকা বাহির করিলেন এবং তদ্দারা নিজ প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। ফিজি তাঁহার হস্ত ধরিয়া কাতরতার সহিত কহিল "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আত্মঘাতী হইয়া আমাকে একেবারে অনন্ত পাপে মগ্ন করিবেন না এখনও যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে বলুন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিব আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।" এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নয়নে কহিলেন "তুমি যদি আমার দুইটী বাক্য রক্ষা কর তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব না ও তোমার অপরাধ মার্জনা করিব" ফিজি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইবাতে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন "তুমি কখন বেদের অনুবাদ করিয়ো না এবং হিন্দুর ধর্ম্ম মন্ত্রাদি কাহাকে বলিয়ো না।"

ফিজি তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ও আকবরকে কি বলিয়াছিলেন ও কি বলেন নাই তাহা বিশেষে জানিবার উপায় নাই কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্থির বলা যাইতে পারে যে তিনি কিম্বা অপর কোন মুসলমান দ্বারা বেদ অনুবাদিত হয় নাই।

ভ্রমণকারী।

উরগো আসি আসরে, স্বর্ণময় বীণা করে,
বাক্‌দেবী কমলবাসিনী।
ডাকিছে অকৃতি দাস, পুরাহগো অভিলাষ,
আনি সাথে কল্পনা সঙ্গিনী॥
প্রবাস বর্ণন ছলে, অবচয়ি সকৌশলে,
কবিতা কুসুম অভাজন।
পূজিবেগো মা তোমার, পদকোকনদাকার,
দেহ আজ্ঞা এই আকিঞ্চন॥
দূর কলিকাতা বঙ্গে, পূত বারাণসী সঙ্গে,
পঞ্চাশত যোজন অন্তর।
ন্যূনে অৰ্দ্ধমাস পথ, এল লৌহবর্ত্মে রথ,
দুইদিনে বাষ্পে করিভর॥
রঞ্জনের ছটাপরি, অপ্রাচী দিকসুন্দরী,
প্রকাশিল প্রফুল্ল বদন।
ধরি অরুণ বরণ, দিলেন শতকিরণ,
শিরে তার সিন্দুর যেমন॥

শূন্যে রজোরাশি তুলি, পরে আইল গোধূলি,
স্ববাসে আসিল গবী সব।
অস্তগত দিনমণি, আনন্দ সময় গণি,
উচিঙ্গা তুলিল ঝিল্লিরব ॥
গোষ্পদের ধূলাদল, পুনঃপ্রাপ্ত ধরাতল,
উঠিয়া গোগৃহ ধূমাবলী।
কাটিয়া শিশির ভার, উঠিতে না পারি আর,
পোরে মাঠ বাট কুঞ্জস্থলী ॥
সমাগতা সন্ধ্যাধনী, শিরে শোভে শুক্রমণি,
তমোময় বসন পরিয়া।
উড়িল জোনাকি দলে, প্রেমবাতি নিরমলে,
তরুদল দেহ সাজাইয়া ॥
হেনকালে বাষ্পযানে, রাজঘাট নাম স্থানে,
উত্তরিয়া পান্থ একজন।
অদূরে বিরাজমানা, জাহ্নবী নদী প্রধানা,
অগ্রসরি করে দরশন ॥
তামসী নবমী রাত্র, দৃষ্টিগত নদীমাত্র,
আর সর্ব্ব তিমিরে আবৃত।
দীপ প্রতিবিম্বজলে, স্থানে২ মাত্রজ্বলে,
সলিল হিল্লোলে আন্দোলিত ॥
তরঙ্গিণী পারহেতু, তরিদলে বদ্ধ সেতু,
দেখিয়া সম্মুখে বিদ্যমান।
বিলম্ব না করি আর, পান্থ তাহে হয়ে পার,
প্রবেশিল কাশীপুণ্য স্থান ॥
পরে রাজপথ ধরি, চলে যথা গোদাবরী,
ইতিপূর্ব্বে ছিলা বিরাজিতা।
এবে যার দেহোপরে, রাজপথ শোভা করে,
শাশকগণের বিরচিতা ॥
পথশ্রমে দেহ শ্রান্ত, অপ্রশস্ত পথে ভ্রান্ত,
পান্থরাত্রে ভ্রমিতে লাগিল।
গঙ্গাপুত্র একজন, নিকটে আসি তখন,
বাসবাটী দেখাইয়া দিল ॥

শ্রমের হইল ভঙ্গ, অলসে অবস অঙ্গ,
বিশ্রামের বিলম্ব না সয়।
প্রস্তুত ছিল আহার, খাইয়া কিঞ্চিত তার,
পান্থ গেল শয়ন আলয় ॥
পথের শ্রমের পর, বিশ্রাম যে সুখকর,
বর্ণেতে করিব কি বর্ণন।
কটুরসে কসায়িত, রসনায় সুবাসিত,
সুরসের সংযোগ যেমন ॥
রোদনান্তে শ্রান্ত দেহ সন্তান যেমন।
জননীর ক্রোড় পেলে শান্ত হয় মন ॥
সেইরূপ আজি পান্থ নিদ্রার অঙ্কেতে।
ভুলিল শ্রমের স্মৃতি সুসুপ্তি সুখেতে ॥
অবোধে রজনী ধনী হইল নিঃশেষ।
মঙ্গল আরতি শব্দে পূরিল প্রদেশ ॥
উঠিল দেবমন্দিরে দামামার ধ্বনি।
মধুর মুরলী আর ঘণ্টা ঠনঠনী ॥
সচকিতে উঠি পান্থ বাহিরেতে যান।
অমনি অরুণ আভা দেখিবারে পান ॥
প্রাণপতি দিননাথে পাইয়া সুখেতে।
সম্ভাসিছে প্রাচী যেন সহাস্য মুখেতে ॥
তরুণ অরুণ জ্যোতিঃ পরশি আকাশ।
বিমানে করিছে নানা রঙ্গের প্রকাশ ॥
প্রাতঃক্রিয়া সারি পান্থ সহসঙ্গীগণ।
হেরিতে নগর শোভা করেন গমন ॥
পুলকিত হেরি শত শঙ্কর মন্দির।
পাষাণে নির্ম্মিত দেহ স্বর্ণময় শির ॥
দেখিল মন্দির দেহে ভাস্করের কাজ।
চিত্রপট পারিপাট্য দেখি পায় লাজ ॥
কি কবে জাহ্নবী তট শোভা এই জন।
বিশ্বকর্ম্মা দেখিলেও বিমোহিত হন ॥
শত শত চারু ঘাট সোপান সহিত।
পাষাণ রচিত নানা সুসাজে সজ্জিত ॥

দূরেতে তরণীময় সেতু দেখা যায়।
পরেছে তটিনী যেন কুসুমমালায়॥
ইত্যাদি বিবিধ শোভা করি দরশন।
সুখেতে করিল পান্থ দিবস যাপন॥
রজনীর আগমনে গৃহেতে আসিল।
দেবার্চ্চন সঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ শুনিল॥
ক্রমে নাগরিকগণ স্বকার্য্য সারিয়া।
শয়ন করিল নিজ গৃহেতে আসিয়া॥
সুনিবীড় তমোময় গভীর রজনী।
লভিছে বিরাম সুখ সুশান্ত ধরণী॥
দিনের বিবাদ দুঃখ কলহ ক্রন্দন।
ভুলেছে বিশ্রাম সুখে ভবে জীবগণ॥
দুরাচার পাপমতি পাপীর হৃদয়ে।
বিগত হয়েছে পাপ স্মৃতি এসময়ে॥
শোকাকুল তাপিজন বিদগ্ধ অন্তরে।
বিরাজে বিস্মৃতি এবে নিদ্রাদেবী বরে॥
চারিদিক্ স্তব্ধ অতি শব্দ নাহি হয়।
নিজে যেন শান্তিদেবী হলেন উদয়॥
ক্রোড়েতে লইয়া যত সন্তান সন্ততি।
সুখেতে ঘুমাল যেন বসুমতী সতী॥
সকলি বিশ্রাম সুখে সুখী এসময়।
এবে কেন পান্থ আঁখি উন্মিলত হয়॥
উঠেছে বিরহানল তাহার অন্তরে।
বিরাম পাইয়া মন ছটফট করে॥
দিবসেতে ইতস্তত দেখি যোগেযাগে।
ভুলিয়াছিল প্রবাসী স্নেহ অনুরাগে॥
নিশিতে হয়েছে পান্থ এখন নির্জ্জন।
স্নেহের নিগড় তারে করেছে বন্ধন॥
দূরেতে আছেহে যত প্রাণপ্রিয়জন।
স্মৃতিভরে দেখিতেছে তাদের বদন॥
ইচ্ছিতেছে পেয়ে পক্ষ পক্ষীর সমান।
উড়িগিয়া যুড়াইতে তাপিত পরাণ॥

শিব ডেগন পাগোডা।

মরা পূর্ব্ব পত্রে সিংহলের প্রাচীন দেবালয়ের চিত্র প্রকাশ করিয়াছি এবং পাঠকগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে সাবকাশ মত অন্যান্য দেশীয় দেবালয়ের চিত্র এই পত্রে প্রচার করিব। বর্ত্তমান খণ্ডে ঐ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ রেঙ্গুনের শিবডেগন নাম দেব মন্দিরের (পাগোডা) চিত্ত প্রকাশ করিলাম বোধ করি পাঠকগণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

যে দেশে যে দ্রব্য সুপ্রাপ্য সে দেশে সেই দ্রব্য বহু বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইষ্টক নির্ম্মাণোপযোগী অবহুবালুকাময় মৃত্তিকা অনায়াসে লভ্য বলিয়াই এতদ্দেশের গৃহাদি নির্ম্মাণ ইষ্টক দ্বারাই হইয়া থাকে; প্রস্তর বা কাষ্ঠে করিতে গেলে ইষ্টকাপেক্ষা বহু ব্যয় পড়ে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্তিকা বহু-বালুকাপূর্ণ তজ্জন্য ইষ্টক নির্ম্মাণ করা তথায় সহজ ব্যাপার নহে, তথায় ইষ্টকাপেক্ষা প্রস্তর অল্প মূল্যে প্রাপ্য বলিয়া তথাকার অট্টালিকাদি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। রেঙ্গুনে কাষ্ঠ অনায়াস-লভ্য তজ্জন্য তথায় কাষ্ঠের ব্যবহার বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। রেঙ্গুন বাসীরা কাষ্ঠের দ্বারা দুর্গ, আবাস মন্দির প্রভৃতি অনেক অনেক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং কাষ্ঠের কার্য্য এত পারিপাট্যের সহিত করে যে অপর কোন স্থানে সে রূপ হয় না। রেঙ্গুন বাসীগণের আবাস, বিপণি অতিথিসালা, দেবপুরী প্রভৃতি অধিকাংশ যদিও কাষ্ঠ নির্ম্মিত তথাপি তদ্দ্বারা নগরের এক রূপ বিশেষ শোভা সম্পাদিত হয়। তাহাদিগের হর্ম্ম্যাদির ছাদ সকল এদেশীয় ছাদের ন্যায় সমতল নহে বহুবিধ চূড়া ও অসমতল ভাবাপন্ন অলঙ্কা-

শিবডেগণ পাগোডা।
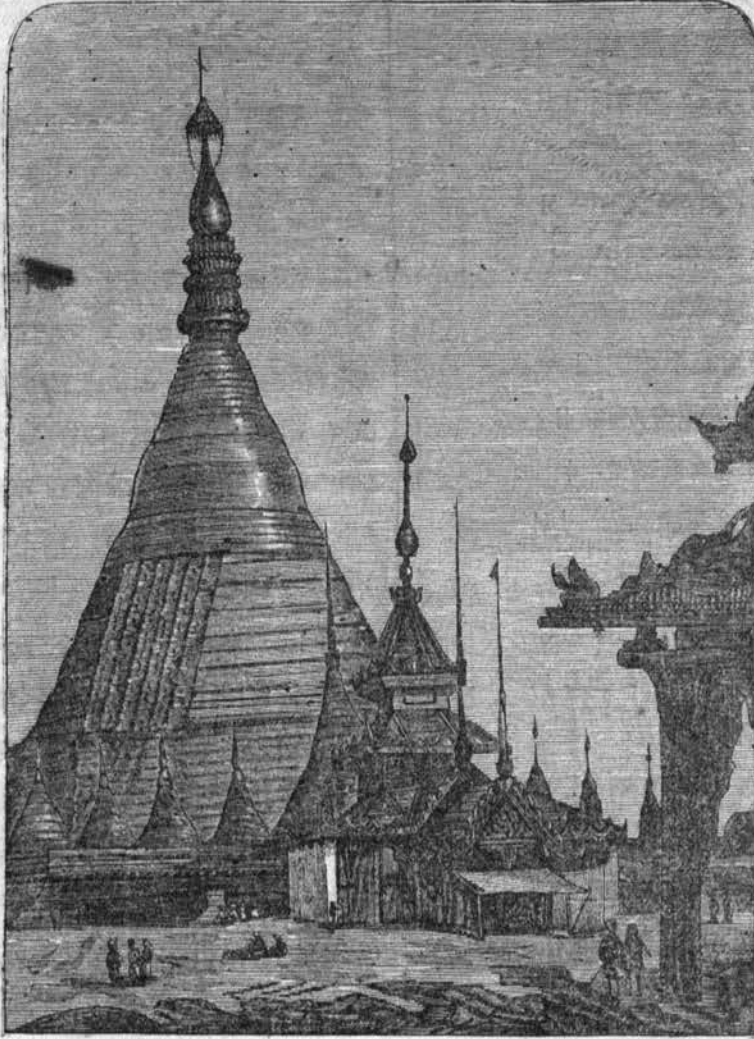
রাদি দ্বারা পরিশোভিত থাকাতে প্রাসাদ গুলি অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। রেঙ্গুনের স্থান বিশেষ কাষ্ঠময় অট্টালিকাতে এরূপ শোভিত যে আমরা তাহা দেখিলে দেব পুরীর ভাব মনে উদয় হয়।

অত্র পত্রে যে চিত্রটী প্রদত্ত হইল তাহা রেঙ্গুনের একটী পুরাতন ও উৎকৃষ্টতর দেব মন্দিরের চিত্র। এই মন্দিরকে রেঙ্গুন বাসীগণ শিবডেগন পাগোডা নামে কহে এবং ইহাকে বহু যত্নে ও ভক্তির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনতিকাল পূর্ব্বে এই পবিত্র মন্দিরের অগ্র চূড়া ভগ্ন হইবাতে ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজা বহুব্যয় ও সমারোহের সহিত সেই স্বর্ণময় চূড়া যথাস্থানে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় প্রধান কমিস্যনর বাহাদুর ইডেন সাহেব সেই সমারোহ কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

কায়স্থ নৃপ।—অর্থাৎ "যবনাধিকারের পূর্ব্বে যে কায়স্থ বংশোদ্ভব নৃপতিগণ রাজত্ব করেন এবং

যাঁহারা ইদানীন্তন রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ” এই গ্রন্থে নূতন কিছুই নাই। রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থ কৌস্তভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র নহে একপ্রকার ক্ষত্রিয়বর্ণ সেই মত পোষকের নিমিত্ত, উহার দ্বিতীয়খণ্ডে কায়স্থ নৃপতিগণের যে নামের তালিকা আছে তাহা অবিকল এই পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নৃপতিগণের নাম আইন আকবরীর মত সম্মত। পূর্ব্বে এই প্রস্তাবটী গ্রন্থকার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বন্ধুবর্গকে বিতরণের নিমিত্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ বিষয়ক। প্রিনস্ অব ওয়েলস্ মহোদয় পীড়িত হইলে কতিপয় শ্লোকে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, দেবতাগণের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের এতদ্ অপেক্ষা অন্যান্য দেশহিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী।—৺ নীলরতন হালদার প্রণীত। এই গ্রন্থখানি চিরঞ্জীব ভট্টকৃত ,বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর আদর্শে রচিত হইয়াছে যথা গ্রন্থকার কৃত শ্লোকে লিখিত আছে।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী বিরচিতাপূর্ব্বং যথাপণ্ডিতৈঃ
পঞ্চোপাস্তিবিবাদভঞ্জনকৃতে গৌরেশ্বরস্যাজ্ঞয়া।
সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী খলু তথাসম্পাদিতা সাম্প্রতং
নানাজাতি বিবাদভঞ্জনকৃতে ধর্ম্মোপদেশায়চ ॥

চিত্তরঞ্জিকা।—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। একখানি নানাবিষয়িণী কবিতাবলী। গ্রন্থকার প্রতি বিষয়ের শীর্ষদেশে একটী করিয়া ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি ইংরাজী কবিতার উত্তমরূপ রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তরঞ্জিকা প্রকৃত চিত্তরঞ্জিকা করিতে পারেন নাই। তাঁহার কবিতা পাঠে বোধ হয় তিনি রচনা করিতে ক্রমে অভ্যাস করিলে সুলেখক হইতে পারিবেন।

কবিতাকুসুমমালা। প্রথমভাগ।—শ্রীব্রজসুন্দর রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে বালকের পাঠোপযোগী কতিপয় কবিতা আছে। বালকের পাঠ্য গ্রন্থ নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক, নতুবা নিম্নলিখিত কুকবিতা পাঠে, সুকুমার মতি বালকবৃন্দের, কোন ফল দর্শিবার সম্ভব নাই যথা—

“বিদ্যাদেন সুবিনয়, বিনয়ে-পাত্রতা;
পাত্রতায়ধনদেয়, ধনে—ধার্ম্মিকতা”

চণ্ডী। এ পর্য্যন্ত মূল সংস্কৃত হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদিত হয় নাই, সেই অভাব পূরণার্থ এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত এই অভিনব বাঙ্গলা চণ্ডী, অতি সুমধুর সরল পদ্যে অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন।

চমৎকার চম্পূ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা আমরা “চমৎকার” নাম শুনিয়া এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া, একএক পঁক্তি মাত্র পাঠ করতঃ যথার্থ চমৎকৃত হইলাম। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন বুঝি সুমধুর রচনা পাঠে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে—তাহা নহে—এই বলিয়া চমৎকৃত হইলাম যে আপন স্বভাবের ভাবান্তর না হইলে কোন ব্যক্তির স্বনামে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হওয়া অসম্ভব। এখানি কাব্য কি নাটক কিছুই বুঝা গেল না। ইহার ক্ষুদ্র ইংরাজী ভূমিকায়, গ্রন্থকার আপন পরিচয় দিয়াছেন, তৎ পাঠে তিনি যে ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ

জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না, সে যাহা হউক বাঙ্গলা রচনা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বোধ হইয়াছিল,—কিন্তু তাহা ও বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকের রচনা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট এবং মধ্যে২ দুই একটী কবিতা অন্য পুস্তক হইতে অপহরণ করা হইয়াছে যথা।

৬৫ পৃষ্ঠায়—"অতিশয় দুরদেশ বান্ধব বিহীন।
বিষাদে বিদরে বুক বদন মলিন॥"

ইহা "ট্র্যাবলারের" বাঙ্গলা অনুবাদের প্রথম দুই পঁক্তি। আমরা বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি যে এতাদৃশ গ্রন্থ রচয়িতা এককালে লেখনী পরিত্যাগ করুন, নতুবা বাঙ্গালা ভাষার আর নিস্তার নাই।

লক্ষ্মণ-বিবাসন—এই গদ্য গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদারের প্রণীত। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের জানকী পরিত্যাগের পর হইতে তাঁহার লক্ষ্মণকে বিবাসনান্তে ভ্রাতৃদ্বয় সহিত শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা মন্দ নহে, পাঠকগণের দর্শনার্থ আমরা এই গ্রন্থের কয়েক পঁক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"পর দিবস রজনী প্রভাত হইমাত্র দিগবলয় অরুণ দেবের তরুণ ময়ূখ মালায় পরম রমণীয় বেশ ভূষায় বিভূষিত হইল। দিবাচর পশু পক্ষী সমুদায় প্রফুল্লান্তঃকরণে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। মরাল, সারস, কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা অব্যক্ত মধুর তান লয়-স্বরে যেন, জগৎপাতা জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সুশীতল-মারুত-হিল্লোলে, বনস্পতি শ্রেণী অঙ্গদোলাইয়া যেন প্রকৃতি দেবীর পদানত হইতে লাগিল। এতদবসরে রঘুকুল শেখর রামচন্দ্র নৈমিত্তিক প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন।" গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ উত্তম এবং মূল্যও অনধিক নিরূপিত হইয়াছে।

আর্য্যাশতকম্—একশত সংস্কৃত আর্য্যা ছন্দের শ্লোকে সম্পন্ন এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, রত্নাবলী, শকুন্তলা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ইহাঁরই কৃত এবং তৎসমস্ত পাঠেই সকলে এই গ্রন্থের গুণাগুণের কতক অনুভব করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কবিত্ব যেরূপ তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ যদিও সংস্কৃত ভাষার রচিত তথাপি (ভাষার গুণেই হউক বা যত্নের বলেই হউক) তাঁহার কবিত্বশক্তির পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। আর্য্যাশতকের শ্লোকগুলি যদিও নানা বিষয়িনী ভাবাত্মক ও পরস্পর অসংলগ্ন তথাপি এরূপ কৌশলে পর পর সন্নিবেশিত যে তাহা এক প্রকার সংলগ্ন বলিলেও বলা যায়। শ্লোক সকলের সন্নিবেশই বিশেষ চাতুর্য্য ও পরিমার্জিত রুচির (পছন্দ) পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক যমকালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর ও সরল। আর্য্যাশতকের উৎকর্ষ পাঠকগণকে বিদিত করণার্থ নিম্নে তিনটি শ্লোক ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদও দিলাম।

"কবিতাকমলবিকাশে সবিতাকবিরেবনাপরঃ কশ্চিৎ।
ধরণীধারণকার্য্যে শেষাৎ কোন্যসমর্থোভূৎ ॥৬॥
এষামুধৈববার্ত্তা নসুধা বসুধাতলে স্থলভ্যেতি।
নবরস রসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥ ৭ ॥
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকর কলিতাসুবর্ণরত্নানাম্
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥ ৮ ॥"

অস্যার্থ।

কবিতাকমলপ্রস্ফুটনে কবিই দিনকর, অপর

কেহ নহে, যথা পৃথিবী ধারণ বিষয়ে বাসুকি ভিন্ন কে পারক হইয়াছিল? অমৃত জগতে দুষ্প্রাপ্য এই কথা সত্য নহে যেহেতু নবরসরসিক কবি মুখ-নিশ্রুত বাক্য এস্থানে আছে। হে লেখনি কবি-দিগের কর দ্বারা উদ্ধৃত কবিতারূপ সুবর্ণরত্নাদির তুমিই খনি আর সেই তুমি অধোমুখী হইয়া পরা-ভিললাষ পূরণকারিণী হইয়াছ।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—এই গ্রন্থখানি খণ্ডশঃ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড, যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি উত্তম কাগজে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা সুবিখ্যাত ইংরাজি "আনালস আফরাজস্থান" নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইতেছে এবং অনু-বাদকর্ত্তা বিশেষ যত্নে লিখিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট করনেল টড সাহেব মূল ইংরাজি গ্রন্থখানি বহু তত্বানুসন্ধান, শ্রম ও যত্নের সহিত লিখিয়াছি-লেন। তিনি অনেককাল রাজস্থান প্রদেশে কার্য্য বশতঃ থাকাতে তত্রত্য প্রাচীন ইতিহাস, প্রশস্তি-পট্ট, অনুশাসন, রাজগণের কুলজী প্রভৃতি পুরাবৃত্ত সংগ্রহের মূল প্রমাণ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। উইলসন, জোন্সাদি সাহেবগণ সংস্কৃতভাষায় অধি-কারী হওনার্থ যে প্রকার অনন্য মনে যত্ন করিয়া-ছিলেন টড সাহেবও রাজস্থানের ইতিহাসাহরণে একাগ্র চিত্তে শ্রম করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করেন। এক্ষণে অনেকে তাঁহার অনেক ভ্রম দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে ভ্রমের জন্য আমরা তাঁ-হাকে দুষিনা যেহেতুক বহু কার্য্য করিতে হইলেই লোকের ভ্রম ঘটে আর কোন কর্ম্ম না করিলে তাহা ঘটে না। করনেল টড সাহেব যে গ্রন্থ লিখি-য়াছেন তাহা সামান্য লোকের দ্বারা করণীয় নহে এবং তিনি যদি তাহা না লিখিতেন তবে অদ্যাবধি ঐ গ্রন্থের সদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইত কি না সন্দেহ।

ভারতবাসীদিগের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক তদ্দারা কেবল চিত্তবিনোদই হয় এরূপ নহে, তৎপাঠে মন বিশেষ উন্নত হয়। আত্মগৌরবই সকল উন্নতির মূল আত্মগৌরব না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি আত্মগৌরব হীন তাহার কোন হীনকার্য্য করিতেই লজ্জা বোধ হয় না, আর লজ্জার ভয়ে সে কখনই অধ্যবসায়, যত্ন ও শ্রম সহকারে আত্ম মান রক্ষা করে না, সুতরাং আত্মগৌরব না থাকা জন্য তাহার কিছু মাত্রও উন্নতি হয় না। এজিনকোর্ট, ক্রেসি, পোই-টিয়ার্স ওয়াটারলু প্রভৃতি সংগ্রাম ইংরাজগণ কি গুণে জয় করিয়াছিল? নেপোলিয়ানের সুবিখ্যাত ওলড্ গার্ডগণ কি কারণে দুর্ব্বার হইয়াছিল? রোমান লিজন দ্বারা সমস্ত ইউরোপ পরাজিত হইবার হেতু কি?—এসকলেরই মূল আত্মগৌরব! চিরকালার্জ্জিত জাতীয় আত্মগৌরবের অনুরোধেই ইংরাজগণ পূর্ব্বোক্ত সংগ্রাম সময়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতঃ জয়ী হয়েন; পূর্ব্বে অর্জিত বীরযশঃ (আত্ম-গৌরব) রক্ষার্থই ওলড্গার্ডগণ রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে পারিত না; পুরুষপুরুষানুক্রমে জয় দ্বারা লব্ধ যে আত্মগৌরব চ্যুত হইতে না পারিয়া রোমান সে-নারা জগৎ জয় করিয়াছিল। সেইরূপ এই পুরা-বৃত্ত পাঠে আমরা দেশীয় পূর্ব্ব সৌর্য্যাদির ভূরি ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং তদ্দারা আমাদিগের মনের বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। পূর্ব্বে ভারত-বাসীগণের সৌর্য্য, বিদ্যাদির যশে যে জগৎব্যাপ্ত ছিল তাহা এতদ্গ্রন্থ পাঠেই বিলক্ষণ জানা যায়। ঐ সকল মহৎ মহৎ প্রমাণ দর্শনে আমাদিগের কি মনের উন্নতি হয় না? আমাদিগের কি বিদ্যা, শিল্প, বলাদির উন্নতিসাধনে যত্ন হয় না? অবশ্যই হয়—আর ইহাতে না হইলে আর কিসে হইবে? রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পৃথুরাজের সভাসদ সুবিখ্যাত

চন্দ্র কবিকৃত "চন্দবরদেল বা পৃথুরাওরাস" গ্রন্থে অনেক প্রাপ্তব্য। এতদ্ভিন্ন রাজাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ও অনেক পুরাবৃত্ত আছে কিন্তু তৎসমস্ত বঙ্গীয় ভাষায় না থাকাতে সাধারণের পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আর যাঁহারা পড়িতেও পারেন তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ সহজে পান না। চাঁদ কবির জীবন যথেষ্ট অনুসন্ধানীয় যেহেতু তিনি অতি সুকবি ছিলেন এবং পৃথুরাজের আদ্যোপান্ত বিবরণ তৎ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ ইতিহাস পাটলীপুত্রের ইতিহাসের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বদ্ধ আছে।

আলোচ্য অনুবাদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে টড সাহেবের ভ্রম সমস্ত (যাহা দেখা গিয়াছে) শোধন করতঃ ইহাতে নিবদ্ধ করিলে বড়ই উত্তম হয়।

ভর্ত্তৃহরি কাব্য। বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। এই গ্রন্থের রচনা আমাদিগের অতীব প্রীতিকর বোধ হইল। গ্রন্থকার সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করাতে পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন, তাহা নিম্ন লিখিত পদাবলী দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন।

মালতীচ্ছন্দ।

অবনি-মণি-অবন্তী-রাজরাজেধামে
প্রমদ-বিপিন মধ্যে, চারুসিপ্রা তটান্তে,
রতি জিনি রমণীয়া, বেষ্টিতা আলি-বৃন্দে,
ধবল উপল মঞ্চে রাজিতা রাজরাণী। ১।

উপজাতিচ্ছন্দ।

অতঃপরে ভর্ত্তৃহরি ক্ষিতীশ,
প্রীতি প্রফুল্লোজ্জ্বল পাটলাক্ষ,
তেজঃপ্রভা ব্যক্ত সহাস্য আস্যে,
ক্রীড়া-বনে আগত সেইখানে। ২৩।

ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতচ্ছন্দে—"ছন্দকুসুম" এবং "ললিত কবিতাবলি" নামক দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ভর্ত্তৃহরিকাব্য" উৎকৃষ্ঠ ইহার ছন্দগুলি সংস্কৃতের ন্যায় কোমল ও মধুর হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে যে "ভর্ত্তরি" সঙ্গীত হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অভিনব কাব্য রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার, বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্ত্তৃহরি, এবং নীতি শৃঙ্গার এবং বৈরাগ্য শতক প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি, দুই জন পৃথক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কেন না বৈরাগ্য শতকের পঞ্চম শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি যখন অর্থের নিমিত্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন* তখন তাঁহাকে রাজভ্রাতা বা রাজা বলা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অপর ভর্ত্তৃহরি, চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। এই চন্দ্রগুপ্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের চারি কামিনীর পাণি পীড়ন করেন। তাহাদিগের নাম ব্রাহ্মণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী, এবং সিন্ধুমতী। এই চারিজনের গর্ভে বররুচি, বিক্রমার্ক (বিক্রমাদিত্য) ভট্টী, এবং ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন।

---

*উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতি র্ন‍ৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানেনিশাঃ।
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোপিন ময়া তৃষ্ণেঽধুনামুঞ্চমাম্।৫।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৪ খণ্ড।

রাজা মানসিংহের বঙ্গ ও বেহার শাসন।

বঙ্গবেহারের সুবাদার ভিজিয়ার খানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ আক্‌বর তাঁহার পুত্র সলিমের শ্যালক রাজা কিনোর মানসিংহকে বঙ্গ ও বেহারের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে রাজা মানসিংহ পেসবারে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতে পাটনার শাসক সৈয়দখাঁ তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বঙ্গ ও বেহারের শাসনার্থ আজ্ঞাকৃত হয়েন ও মানসিংহকে সত্বরে বঙ্গে আগমন করিতে অনুমতি প্রেরণ করা হয়। মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় আগমন করিয়া শুনিলেন যে হাজিপুরের জমিদার পূরণমল্ল চৌধুরী দেশের বিশৃঙ্খল ভাব দেখিয়া বহু অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এপ্রকার প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়াছে যে তাহা সামান্য ভূম্যধিকারীর থাকা অসম্ভব। যে বিদ্রোহ প্রবৃত্তি বঙ্গখণ্ডকে এতাবৎ কাল বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়াছিল তাহা নষ্ট করিতে মানসিংহের নিতান্ত বাসনা ছিল এবং পূরণমল্লের আচরণের কথা শুনিবামাত্র অবিলম্বে সসৈন্যে হাজিপুরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে পূরণমল্ল নিজ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সম্রাটের সেনা সংখ্যা বিস্তর সুতরাং ভীত হইয়া অবনত ভাবে প্রস্তাব করিলেন যে রাজা মানসিংহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার জমিদারীর অধিকার তাঁহাকে দিলে তিনি নিজ সৈন্য সকল ত্যাগ করিবেন এবং অনেক অর্থ ও সমস্ত হস্তী সম্রাট্‌কে উপঢৌকন স্বরূপ দিবেন। মানসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধন ও হস্তী সমস্ত সম্রাট্ সমীপে প্রেরণ করায় আক্‌বর শাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাজাকে এক খানি প্রশংসা পূর্ণ পত্রের সহিত একটী খেলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটের কতকগুলি মোগল কর্ম্মচারী যশোহর পর্য্যন্ত লুটদরাজ করাতে মানসিংহ তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। সম্রাট্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া অত্যাচারী সেনাগণ দলভগ্ন হইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাতে জগৎসিংহ তাহাদিগের শস্ত্রাগার হস্তগত করেন ও ৫৫টী হস্তী গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ সদনে প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ বঙ্গের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায় বেহারেই অবস্থিতি করিতেন এবং সৈয়দখাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ টণ্ডাতে রাখিয়াছিলেন। সেই সময়েই রোটাসের সুবিখ্যাত দুর্গ

সম্পূর্ণ সংস্করণ করাইয়া মানসিংহ তৎসম্মুখে একটী উচ্চ প্রস্তরময় তোরণ নির্ম্মাণ করেন যাহার কিয়দংশ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। উক্ত রাজা তথায় নিজ বাস জন্য একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং জলাধার সকল সংস্কৃত ও একটী পারস্ত প্রণালীর উত্তম উদ্যান সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ আফগানগণের হস্ত হইতে উড়িশ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করেন ও বেহারের সৈন্যসমস্ত ভাগলপুরে সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হয়েন। ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি সৈয়দখাঁকে বঙ্গীয় সেনা সমস্তের সহিত কাটোয়া হইয়া বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া মানসিংহ সৈয়দখাঁকে অনুপস্থিত দেখিয়া হতোদ্যম হইলেন। সৈয়দখাঁ রাজাকে সংবাদ দিলেন যে সৈন্য সংগ্রহ করার বিলম্ব হইয়াতে তিনি দেখিলেন যে বর্ষা সম্মুখে আগত সেনা লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করায় নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকাতে তিনি টণ্ডা হইতে যাত্রা করেন নাই বর্ষার শেষেই যাত্রা করিবেন। সৈয়দ রাজাকেও বর্দ্ধমানে শিবির স্থাপনা করিতে অনুরোধ করাতে মানসিংহ অগত্যা জাহানাবাদে ছাউনি করিয়া রহিলেন। বঙ্গীয় আফগানদিগের অধীশ্বর কতলু খাঁ। এই সময়ে জাহানাবাদের ২৫ ক্রোশ দূরস্থ ঢেরপুরে একদল সেনা প্রেরণ করিয়া তৎপার্শ্বস্থ দেশ সকল লুট করিতে আরম্ভ করাতে জগৎসিংহ একদল সেনার সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা নিকটস্থ এক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় আফগানগণ চাতুরী করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সে অভিপ্রায় ছিল না—নূতন বলের আগমন প্রতীক্ষা করাই তাহাদিগের অভীষ্ট ছিল এবং নূতন সেনার আগমনে এক দিবস রাত্রে অকস্মাৎ জগৎ সিংহের শিবিরাক্রণ করিয়া অনেকের প্রাণ নষ্ট করিল ও স্বয়ং কুমারকে বন্দী করিয়া বিসন্তপুরে লইয়া গেল। এই জয়লাভ করিয়া আফগানগণের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ও আনন্দের সীমা থাকিল না এবং রাজা মানসিংহ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ও অপমানে বিষণ্ণভাবাপন্ন হইলেন—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সম্রাটের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কতলুখাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্রগণ অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকাতে আফগানগণ জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার দ্বারাই সন্ধিসংস্থাপনে যত্নবান্ হইল। মান সিংহ দেখিলেন তখন বর্ষা আছে ও যুদ্ধাদি উত্তম রূপে করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সন্ধি করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সম্মতি পাইয়া কতলু খাঁর পুত্রগণ খাজিইসা নামক তাহাদিগের পিতৃ অমাত্যের সহিত মান সিংহের শিবিরে আগমন করিয়া সন্ধি দ্বারা এই স্থির করিল যে উড়িশ্যার আধিপত্য তাহাদিগের থাকিবে, মুদ্রা ও দলীল সমস্ত সম্রাটের নামে হইবে এবং জয়সিংহকে জগন্নাথের মন্দির ও তাহার দেবত্র সকল প্রদত্ত হইবে। এই সন্ধি সাক্ষরিত হইলে মানসিংহ সমাদরের সহিত কতলু খাঁর পুত্রগণকে খেলাত প্রদানান্তে বিদায় দিয়া স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যদিও সম্রাট্ এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই তথাপি তাহা অগ্রাহ্য করেন নাই এবং যে পর্য্যন্ত খাজিইসা জীবিত ছিলেন সে পর্য্যন্ত আফগানগণের সহিত কোন বিরোধ হয় নাই। দুই বৎসর পরে খাজির পরলোক গমনে আফগানগণ জগন্নাথের মূল্যবান্ দেবত্র সকল পুনরধিকার করিবাতে মান সিংহ কুপিত হইয়া আফগান নিঃশেষ করণে কৃত সংকল্প হইলেন ও তদ্ধেতুক অনুমতি লইয়া ১৫৯২

খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড দিয়া বেহারের সেনা সমস্ত মেদনিপুরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট যোদ্ধগণের সহিত পোতারোহণে তথায় চলিলেন ও পথে বঙ্গীয় সেনার সহিত সৈয়দকে সমভিব্যাহারে লইলেন।

আফগানগণ এই সকল আয়োজনে ভীত হইয়া তাহাদিগের সমস্ত সেনা সংগ্রহ করতঃ সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া বিপক্ষ সেনাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুইদলে কিছুকাল জন্য পরস্পরের সম্মুখে থাকিয়া অল্প২ যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে আফগানগণ নদীপার হইয়া জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল। সম্রাট্‌সৈন্য অতি কৌশলে সন্নিবেশিত ছিল এবং বিপক্ষ দল নিকটবর্ত্তী হইলে সম্মুখস্থিত তোপসকল এরূপ কৌশলে ব্যবহৃত হইল যে আফগানগণের হস্তী সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বপক্ষের দিকে ধাবমান হইল। কিন্তু আফগানগণ তাহাতেও হতোদ্দম না হইয়া সম্রাট্‌সৈন্যের উপর পড়িল এবং সমস্ত দিন সংগ্রামের পর বহুবল দ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মানসিংহ শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া পর দিবস জলেশ্বর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে সৈয়দ খাঁ মানসিংহ লব্ধযশে ঈর্ষান্বিত হয়েন ও কিছু না বলিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে টণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সৈয়দের এতৎ আচরণে মানসিংহ নিরুদ্যম না হইয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে কটকে (যাহা রামচাঁদ নামক তত্রত্য জমিদারের অধিকার ছিল ও যাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া সারংঙ্গগড় নাম প্রাপ্ত হয়) পলায়ন করিতে বাধিত করেন এবং ঐ দুর্গ সেনা দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তাহা হস্তগত করার অনুমতি দিয়া স্বয়ং জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে প্রত্যাগমন করিয়া মান সিংহ দেখিলেন যে দুর্গ গ্রহণের কোন উপায়ই হয় নাই, সুতরাং রামচাঁদ ও আফগানদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঐ সন্ধি দ্বারা আফগানেরা সমস্ত হস্তী মানসিংহকে দেয়, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে, রামচাঁদস ম্রাট্‌কে কর প্রদানে সম্মত ও কটকের জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

এই জয় লাভের পর মানসিংহ আফগানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ১২০ হস্তী সম্রাটের নিমিত্ত প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া* রাজ মহলে বঙ্গ বেহার ও উড়িশ্যার রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিলেন এবং নগরটীকে ইষ্টকময় প্রাচীরে বেষ্টন ও তথায় একটী উত্তম রাজ ভবন নির্ম্মাণ তাঁহার দ্বারাই করা হইয়াছিল। বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজা নিজ পুত্র জগৎ সিংহকে যথেষ্ট সেনার সহিত উড়িশ্যার ধারে রাখিয়া আসিলেন এবং ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কটকের রাজা রামচাঁদ সন্ধির নিয়ম পালনে বিমুখ হইবাতে পুনর্ব্বার সম্রাট্‌ সেনা উৎকলে প্রবেশ করে। এই সময়েই আফগানগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করে এবং হুগলির নিকটস্থ বাঙ্গলার রাজ বন্দর সপ্তগ্রাম লুট করে। জগৎ সিংহ কটকে প্রবেশ পূর্ব্বক সূভাল, খেরগড় প্রভৃতি দুর্গ রামচাঁদের হস্ত হইতে জয় করিলে রাজা মানসিংহ সসৈন্যে উপনীত হইয়া রামচাঁদের অপরাধ ক্ষমা করণান্তে পুনর্ব্বার দৃঢ় রূপে সন্ধি সম্বদ্ধ করিলেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের অপ্রাপ্ত ব্যবহার সুলতান খুসরোনামক পৌত্র উৎকলের সুবাদার কৃত হইলে এবং কিয়দংশ রাজস্ব তাঁহাকে জাইগীর

*এই নগরের পূর্ব্ব হিন্দুনাম রাজ গৃহ ছিল, পরে রাজ মহল নাম হয়, মানসিংহ ইহার নাম রাজমহল দেন ও পরিশেষে নগরের উন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবাতে ইহাকে আকবর নগর বলা হইত।

ও তাঁহার ৫০০০ সেনার বেতন জন্য প্রদানে আজ্ঞা হইলে মানসিংহ তাঁহার অধীনে প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃত হইলেন ও সৈয়দ বেহারের সৈন্যাধ্যক্ষত্ব পাইলেন। এই বৎসরে মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবাতে আক্‌বর শাহ তাঁহাকে বিশেষ রূপে আদর ও মান প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুচবেহারের অধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করণান্তে সম্রাটের প্রজাত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার আত্মীয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি নিজ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মান সিংহকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ জিহাজ খাঁকে পর্য্যাপ্ত সেনার সহিত তাঁহার অনুকূলে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন এবং জিহাজখাঁ বিদ্রোহীগণকে দূর করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে মুক্ত ও নির্ব্বিঘ্ন করতঃ বহু জয় লব্ধ ধনের সহিত বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আক্‌বর শাহ দক্ষিণ দেশ জয় করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মান সিংহকে এই আজ্ঞা প্রদান করেন যে বঙ্গের রক্ষার্থ আবশ্যক মত সেনা তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত আগরায় গমন করেন। এই আজ্ঞানুসারে মানসিংহ বঙ্গ ছাড়িয়া গেলে বঙ্গে পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হয়। উৎকলের আফগানগণ একত্রে মিলিত হইয়া মৃত কতলুখাঁর পুত্র ওসমান খাঁকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করাতে বঙ্গ ও বেহারের মানসিংহের প্রতিনিধি মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ সসৈন্যে মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মিলিত বলকে পরাভূত করিয়া আফগানগণ বাঙ্গালার অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিল। এই সময়ে মান সিংহ আজমিরে ছিলেন কিন্তু আফগানদিগের জয়লাভও বঙ্গাধিকারের বার্ত্তা পাইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অবিলম্বে বঙ্গে গমনার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং তদনুসারে (১৫৯৯ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে) সত্বর সসৈন্যে রোটাসে উপনীত হইয়া দলচ্যুত মোগলগণকে পুনর্ব্বার সম্মিলিত করণার্থ তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সকল আয়োজন হইলে তিনি সেরপুর আতিয়া গমন করিয়া দেখিলেন যে আফগানেরা পথ রোধ করিয়া সংগ্রামের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই স্থলে যে সংগ্রাম হয় তাহাতেও আফগানগণ হস্তী সমস্ত সম্মুখে রাখায় কামানের শব্দে তৎসমুদয় স্বপক্ষের উপর ফিরিয়া পড়ে ও তদ্দ্বারা সেনা বিশৃঙ্খল হইলে মোগল ও রাজপুত্রগণ এত বেগে আক্রমণ করে যে আফগানেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে ও বিপক্ষ দ্বারা অনুধাবিত হয়। এই যুদ্ধের একটী আশ্চর্য্য ঘটনায় মান সিংহ বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি। ইতি পূর্ব্বে যে যুদ্ধে মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ পরাভূত হয়েন সেই যুদ্ধে সম্রাট্ সৈন্যের বেতন বণ্টক মির আবদুল রেজাককে আফগানগণ বন্দী করে এবং পাছে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করে এই আশঙ্কায় এই যুদ্ধে আফগানগণ তাঁহার হস্তাদি শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া এক হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া সেনার মধ্যস্থলে রাখে ও এক জন দুর্দান্ত লোককে এই অনুমতি দিয়া ঐ হস্তী পৃষ্ঠে রাখে যে পরাভূত হইবার উপক্রম দেখিলেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে। এই অবস্থায় আবদুল রেজাক নিজ পক্ষগণেরও অস্ত্রাদির লক্ষ হইয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটী গুলি লাগিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী মরাতে নিজ দল কর্ত্তৃক অক্ষত শরীরে প্রাপ্ত ও বিমোচিত হয়েন।

এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও রাজা মানসিংহের

উপস্থিতিতে আফগানগণের সকল আশা নিষ্ফল হইবাতে তাহারা সংগ্রামে বিমুখ হইয়া উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং সুযোগ মত হস্তান্তর্গত রাজ্য সমস্তের পুনরধিকারের অপেক্ষায় রহিল। কথিত জয়লাভান্তে মানসিংহ সম্রাট্‌সদনে গমন করিলে সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সেনার প্রধানত্বে অভিষিক্ত হয়েন এবং কিয়ৎ কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বঙ্গে আগমন করেন। ১৬০৪ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব অঞ্চল অতি সুবিচার ও কৌশলের সহিত শাসন করতঃ মান সিংহ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইতে বিরাম গ্রহণ করেন এবং আগরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্‌কে ৯০০ হস্তী ও অন্যান্য বস্তু উপঢৌকন প্রদান করিলে অধীশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন। মানসিংহের অবকাশ গ্রহণ ও আগরায় প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

যৎকালে সম্রাট্ আক্‌বরশাহ পীড়িত হইয়া রাজ কার্য্য করণে অক্ষম হইয়াছিলেন তৎকালে আজিমখাঁ নামক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত শাসন ভার পড়ে। আক্‌বরের এক মাত্র পুত্র সেলিম যদিও ইতিপূর্ব্বে পিতৃ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকেই সকলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করিত, কিন্তু মন্ত্রীর কন্যা সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খুসরোর বনিতা থাকাতে অমাত্যপ্রধান নিজ জামাতাকে রাজ্য প্রদানের অভিসন্ধি ও ষড়্‌যন্ত্র করেন। ঐ ষড়্‌যন্ত্রে যে সকল প্রধান২ লোক সহকারী হয়েন তন্মধ্যে খুসরোর মাতুল রাজা মানসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। মানসিংহ অতি প্রাচীন বংশোদ্ভব ও সৎস্বভাব সম্পন্ন থাকাতে দেশীয় সমস্ত হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার অন্যূন বিংশতি সহস্র আজ্ঞানুবর্ত্তী রাজপুত্র সেনা রাজপাটে ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে উপস্থিত ছিল। সেলিম এই ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া পিতার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলে আকবরশাহ মানসিংহ ও মন্ত্রীকে সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং সেলিমকে প্রকাশ্যরূপে নিজ উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিয়া প্রাগুক্ত রাজা ও সচিব প্রধানকে তাঁহার অনুগত হইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আক্‌বরশাহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে মন্ত্রী ও মানসিংহ পুনর্ব্বার খুসরোকে রাজ্য দানার্থ উদ্যোগী হয়েন, কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধি না হইবাতে রাজা মানসিংহ উক্ত ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া আগরা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। সেলিম জাহাঁগির নামে সিংহাসনাধিরোহণ করতঃ নিজ পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং মানসিংহকে রাজধানী হইতে দূর স্থানে রাখা বিধেয় বোধে তাঁহাকে বঙ্গের সুবাদারীত্ব পদ পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক তত্রত্য আফগান দিগকে দমনার্থ অবিলম্বে গমনানুমতি দিলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঁগির নুরজিহানকে গ্রহণার্থ রাজা মানের উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমনে আজ্ঞা করেন। তৎপরে উক্ত রাজা কিছু কালের জন্য পৈতৃক বিষয়াদি ভোগ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া দক্ষিণে প্রেরণ করিলে তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে।) রাজা মানসিংহের ৬০জন স্ত্রী সহমৃতা হয় এবং কথিত আছে যে, তাঁহার ১৫০০ স্ত্রী ছিল ও প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিন সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা বাহু সিংহ ব্যতিত সকল সন্তানই তাঁহার পূর্ব্বে গত হয়।

রবার্ট ব্রুসের জীবন চরিত্রের সার ভাগ।

১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ব্রুসের জন্ম হয় এবং ১৩২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবনের শৈশবাদি অবস্থায় এরূপ কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে নাই যদ্দারা তাহা লোকের জ্ঞাতব্য হইতে পারে। রবার্ট ব্রুসেরই পিতামহ জন বেলিয়লের সহিত স্কটলণ্ডের সিংহাসনের নিমিত্ত বিবাদ করাতে ইংলণ্ডীয় রাজা প্রথম এডওয়ার্ড বিচারপূর্ব্বক বেলিয়লকে রাজ্য প্রদান করেন। এই ঘটনার পর হইতে রবার্টের পিতামহ ও পিতা ইংলণ্ডে আগমন করেন ও স্কটলণ্ডের কোন বিষয়ে হস্ত ক্ষেপণে নিবৃত্ত থাকেন। রবার্ট ব্রুস আরিল আফ কারিক হইয়া বেলিয়লের আধিপত্য স্বীকার করেন ও তাঁহার পিতামহ ও পিতার পরলোক গমনে তাঁহাদিগের ইংলণ্ডস্থ বিষয় সমস্তের অধিকারী হয়েন। এই সময়ে কিছু দিন তাঁহার দ্বিধা ভাব ছিল; যে হেতু তিনি কখন২ স্কটলণ্ড স্বাধীন করণেচ্ছু বিদ্রোহীগণের সহায়তা ও সহকারিতা করিতেন অথচ ইংলণ্ডের রাজার অধীনতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকারে অসম্মত হইতেন না। ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রুস ইংলণ্ডাধিপতির বিশ্বাসভাজন হয়েন যে হেতু উক্ত রাজা তাঁহারই সাহায্যে স্কটলণ্ডকে স্বাধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফলকারকের যুদ্ধ ও বেলিয়লের লজ্জাস্কররূপে অধীনতা স্বীকারের পর হইতেই ব্রুসের মনে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা সম্পাদনের ও আপনার সিংহাসনারোহণের ইচ্ছা জন্মে। এতদভিপ্রায়ে তিনি স্কটলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক লামবারটন এবং জন কমিনের সহিত ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বদেশ হইতে দূরকরণার্থ এক ষড়্‌যন্ত্র করেন। ঐ ষড়যন্ত্রে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, ব্রুস ও কমিনের মধ্যে এক জন সিংহাসনারোহণ করিবেন ও অপর জন উভয়ের পৈতৃক ভূসম্পত্তি সমস্ত পাইবেন এবং পরে কমিন সিংহাসন ব্রুসকে দিতে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু গোপনে এডওয়ার্ডকে ঐ ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ জ্ঞাত করেন। রবার্ট সময়মত সেই সংবাদ পাইয়া লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় ডমফ্রির অর্চ্চনা গৃহে (চর্চ্চে) কমিনের সহিত সাক্ষাৎ কালে ব্রুস স্বহস্তে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহচরগণ কমিনের প্রাণ সংহার করে। এক্ষণে আর পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব দেখিয়া ব্রুস স্বদল ও বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক স্কোন নগরে গমন করিলেন এবং ১৩০৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন।

ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড ইতিপূর্ব্বে পীড়িত থাকায় এই সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, কিন্তু ব্রুসের রাজ্যাভিষেক সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং বিদ্রোহ নিবারণ মাত্র করিলেন। ইতমধ্যে আরেল আফ পেমব্রোক ব্রুসকে মিথোভেনের যুদ্ধে পরাজয় করতঃ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হয়েন। রবার্টব্রুস পোপ কর্ত্তৃক দল বহির্ভূত ও শত্রু দ্বারা তাড়িত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণান্তে আয়রলণ্ডের উত্তর পার্শ্ব নিকটবর্ত্তী রথলিনদ্বীপে শীত কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বসন্ত ঋতুর আগমনে তিনি পুনশ্চ আশা ও সাহস দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নিজ অবশিষ্ট সহচরগণের সহিত কারিকে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তত্রত্য ইংরাজ সেনা সকল নষ্ট করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদ্বয় টমাশ ও আলেকজাণ্ডার এই সময়ে এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক ধৃত ও বিনষ্ট হইবাতে এই জয়

বিশেষ আনন্দদায়ক হয় নাই। এ সময়েও ব্রুসের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক ছিল যেহেতু তাঁহাকে অল্প মাত্র সেনার সহিত বিপক্ষ দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুস আরল আফ পেমব্রোককে পরাজয় করাতে এডওয়ার্ড রাগান্ধ হইয়া পীড়া ও দৌর্ব্বল্য সত্বেও স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণার্থ যাত্রা করেন ও পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এডওয়ার্ড মৃত্যুকালে নিজ পুত্রকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রতিশ্রুত করিয়া যান, কিন্তু ঐ নবীন ও দুর্ব্বল রাজা অনতিবিলম্বে আরল আফ পেম্ব্রোকের হস্তে যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পেমব্রোকের প্রতাপে ব্রুসকে প্রথমতঃ স্কটলণ্ডের উত্তরখণ্ডে পলায়ন করিতে হয়, কিন্তু তিনি সর জেমস্ ডগলস ও আরল আফ মোরের সাহায্যে ক্রমশঃ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে সকল দুর্গই গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দূর করেন ও দেশীয় লোক ও ধর্ম্মযাজক সকলের দ্বারাই অধীশ্বররূপে গৃহীত হয়েন। ব্রুস কএকবার ইংরাজ অধিকারস্থ স্থানাদি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে বারউইক আক্রমণ করিলে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাহার একাদশ দিবসে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড বারউইকের রক্ষার্থ বহু সেনা সমভিব্যাহারে ষ্টারলিং হইতে যাত্রা করেন। ঐ মাসের ২৪ তারিখে সুবিখ্যাত ব্যানকবরণের যুদ্ধ হয় যাহাতে ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলে এডওয়ার্ড পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। এই যুদ্ধ জয় করাতেই রবার্ট ব্রুস স্কটলণ্ডের সিংহাসন নির্ব্বিবাদে অধিকারপূর্ব্বক শাসন করেন এবং জয় লাভে প্রমত্ত না হইয়া বন্দীগণকে সুব্যবহার ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবিত সন্ধি তৎকালে ঘটে না, যেহেতু ইংরাজগণ কএকবার স্কটলণ্ড আক্রমণ করেন এবং সাফল্য লাভে অক্ষম হইবাতে পরিশেষে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে নরদাম্‌টন নগরে এক সন্ধি সম্বন্ধ হয়। বীরবর রবার্ট ব্রুস আর এক বৎসর শাসনান্তে মানব লীলা সম্বরণ করেন এবং ডনফারম্লাইনে তাঁহার সমাধি হয়। সরওয়াণ্টর স্কট নামক সুবিখ্যাত কবি ও নবন্যাস লেখক বলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দিতে তাঁহার ধ্বংসাবশিষ্ট দেহ কবর হইতে উত্তোলিত ও বহু সমারোহের সহিত পুনর্ব্বার সমাধি প্রদত্ত হয়।

সাঁওতালদিগের সৃষ্টিপ্রকরণাদি বিষয়ক প্রবাদাবলী।

আদিতে সাঁওতালদিগের মতে, সমস্ত জগৎ জলময় ছিল ও দুইটী হংস হংসী তদুপরি উড্ডীয়মান থাকাতে মারাঙবরু (যাঁহাকে অনেকে হিন্দুদিগের শিব নির্দ্ধারণ করেন) ঐ হংসমিথুনকে জল মধ্যস্থিত যে এক পদ্ম ছিল তদুপরি স্থাপনেচ্ছু হইলেন। পরে পৃথিবীকে উত্তোলনার্থ মারাঙবরু কর্কটকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কর্কট সম্মত হইয়া দাড়ায় করিয়া যে মৃত্তিকা তুলিল তাহা সলিলস্রোতে ভাসিয়া গেল। এতৎ দৃষ্টে মারাঙবরু কহিলেন "পৃথিবী উদ্ধার ইহার সাধ্য নহে অতএব সর্পরাজকে আহ্বান কর" এবং তদনুসারে সর্পরাজ আসিল ও মারাঙবরুর অভিপ্রায় শ্রবণান্তে কহিল যে, পৃথিবী উত্তোলন করা একক তাহার সাধ্য নহে তাহার মস্তকে পৃথিবী দিলে সে তুলিতে পারে (অর্থাৎ কূর্ম্ম তাহাকে মাথায় ধরিলে সে তুলিতে পারে) তৎশ্রবণে মারাঙবরু কূর্ম্মকে ডাকিয়া অভিপ্রায় কহিলে কূর্ম্ম কহিল "যদি পৃথিবীর চারি কোণে আমার চারি পা বাঁধিয়া দিতে পারেন তবে আমি

তাহা উত্তোলন করিতে পারি"। কুর্ম্মের পদ পৃথিবীর চতুষ্কোণে বদ্ধ হইলে অজগররাজ পৃথিবী উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পদ্মদলোপরি রাখিলে পরমেশ্বর মারাঙবরুকে তাহার সম্বাদ আনিতে অনুমতি করিলেন। মারাঙবরু অবতরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে দেখিলেন ও পদ দ্বারা চাপিয়া বুঝিলেন যে তাহা তখন অস্থিররূপে ভাসমান রহিয়াছে এবং পরমেশ্বর মারাঙবরুর প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়া কহিলেন "এক্ষণে পৃথিবীতে তৃণবীজ রোপণ কর, তাহার মূল দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় বদ্ধ হইবে।" পরমেশ্বরের এই আজ্ঞানুসারে পৃথিবীতে তৃণবীজ বপন করা হইলে তথায় বহু বেণাতৃণ উৎপন্ন হইল এবং তদুপরি কথিত হংস মিথুন অবতরণ করিয়া ডিম্ব প্রসব ও প্রস্ফোটিত করিলে ঐ ডিম্বমধ্য হইতে দুই মনুষ্যের (সহোদর ও সহোদরা) উৎপত্তি হইল।

মারাঙবরুর প্রমুখাৎ পরমেশ্বর দুই নরোৎপত্তির সংবাদ পাইয়া কহিলেন "তাহারা ঐ স্থানে থাকুক" এবং পুনর্ব্বার অনুমতিক্রমে মারাঙবরু নর দ্বয়ের সংবাদ লইয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন "তাহারা বড় হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের বস্ত্র নাই।" তচ্ছ্রবণে পরমেশ্বর কহিলেন "একখান দশ হস্ত ও এক খান ১২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র তাহাদিগকে দেহ" মারাঙবরু তদনুসারে পুরুষকে দশ হস্ত ও স্ত্রীটীকে দ্বাদশ হস্ত বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাহা পরিতে কহিলেন এবং তাহারা ঐ বস্ত্র পরিলে পুরুষটীর কৌপিন স্ত্রীটীর জানুদেশ পর্য্যন্ত আবৃত হইল। সময়ান্তরে পরমেশ্বর ঐ নরদ্বয়ের সম্বাদ আনয়নার্থ প্রেরণ করিলে মারাঙবরু তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং দর্শনাদির পর কহিলেন "তোমাদিগকে কিছু বলিলে তাহা করিবেতো" তাহারা উত্তর করিল "পিতামহ আজ্ঞা করুন আমরা তাহা করিব।" তৎশ্রবণে মারাঙবরু কহিলেন "আমি তোমাদিগকে সুরা প্রস্তুত করিবার বস্তু দিতেছি, তোমরা ইহা একটী হাঁড়িতে করিয়া রাখ এবং তাহারা তদাজ্ঞা মত একটী হাঁড়ি প্রস্তুত করণান্তে তাহাতে প্রদত্ত বস্তু রাখিল। চারিদিন পরে মারাঙবরু আসিয়া ঐ হাঁড়ি খুলিয়া দেখিলেন ও নরদ্বয়কে তাহাতে জল ঢালিতে ও পত্রের পানপাত্র করিতে বলিলেন এবং তাহারা ঐ রূপ করিলে তিনি কহিলেন "এই সুরাদ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া তোমরা ইহা পান কর।" তাহারা তদনুসারে সুরাপান করিলে এত উন্মত্ততা জন্মিল যে তাহারা দুই জন দুই স্থানে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইল এবং মারাঙবরু তাহাদিগকে একত্রে শয়ন করাইয়া গেলেন। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী ভাবাপন্ন হইয়া তাহাদিগের ক্রমশঃ সাত পুত্র ও সাত কন্যা হইল। কিছুকাল পরে তাহারা মারজাতভূখোয় দূরীকৃত হইল। তৎপরে তাহারা তথায় থাকিতে না পারিয়া চিচাম্পার তলে গমন করিল। এবং তথায় পৌত্র প্রপৌত্রাদি হইবাতে গোষ্ঠী বহু বর্দ্ধিত হইল। পরে পিলচুহানম এবং পিলচক্রুধি (আদি সৃষ্ট নরদ্বয়ের নাম) আপনাদিগের ৭ পুত্রের বংশকে ক্রমান্বয়ে নিজাশদাহাদ, নিজ মুরমুহাদ, নিজ সারেনহাদ; নিজ টাটিঝাড়িহাসদাহাদ, নিজ মারন্দিহাদ, নিজ কেশকুহাদ এবং নিজ টুডুহাদ নামক সপ্ত জাতিতে বিভক্ত করিলে ঐ জাতিসকল চিচাম্প ত্যাগ করিয়া দম্মারহাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। তথা হইতে কতকে সিংহভূমে, কতক শিকার ভূমে, কতক টণ্ডিতে এবং কতক কাটরায় গমন করিল এইরূপে ক্রমশঃ সাঁওতাল দ্বারা সর্ব্ব দেশ ব্যাপ্ত। মারাঙবরুই সাঁওতালগণের পর্ব্বত প্রধানাখ্য দেবতা এবং তাঁহাকে তাহারা বিশেষ মান্যের সহিত পূজা করে ও তাঁহার তুষ্টির জন্য মেষ, ছাগ, মহিষাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে

পর্ব্বত প্রধান দেবের নিকট নরবলি প্রদত্ত হইত কিন্তু এক্ষণে ইংরাজগণের শাসনে তাহা নিবারিত হইয়াছে। আদিপিতা ও আদিমাতাকেও সাঁওতালেরা বিশেষ পূজ্য বোধে অর্চ্চনা করে এবং বিষয়, সময় ও অবস্থাদি ভেদে অন্যান্য অনেক কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে।

নাগপক্ষী।

ঐই নাগপক্ষীর নাম ডারটার এবং সলিলে সন্তরণ কালে ইহার দীর্ঘ গ্রীবা সর্পের ন্যায় দেখায় বলিয়া লোকে ইহাকে নাগপক্ষী কহে। এই অসামান্য দীর্ঘগ্রাবাবিশিষ্ট পক্ষী জলচর সন্তরণ কালে ইহারা দেহ জলের নিম্নে রাখিয়া এরূপ বক্রভাবে গলদেশ পর্য্যন্ত জলের উপরে রাখে যে তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন একটী সর্প মস্তকোন্নত করিয়া আছে। বিশেষতঃ অনেকগুলি পক্ষী একত্রে ভাসমান হইলে উক্ত ভ্রম অধিকতর হয় এবং অনেক ভ্রমণকারী এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমেরিকা ও আফরিকা খণ্ডে এই পক্ষী অনেক দেখা যায়। নাগপক্ষিগণ ছোট২ দলবদ্ধ হইয়া হ্রদ ও তড়াগতীরবর্ত্তী সলিলোপরি লম্বমান শুষ্কতরু স্কন্ধে নিরবে বসিয়া থাকে এবং পুচ্ছ ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বায়ু ও রৌদ্র সেবন করে ও জলে নিপতিত আপনাদিগের প্রতিবিম্ব দেখে। এই সময়ে কেহ ইহাদিগের নিকটে গমন করিলে ইহারা অবিলম্বে বৃক্ষ স্কন্ধ হইতে এরূপে জলে পড়ে যে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু জলে পড়িয়াই ডুবিয়া যায় ও কিছুক্ষণ অদৃষ্ট হয়। পরে অকস্মাৎ তৎস্থান হইতে অনেক দূরে তাহাদিগের গ্রীবা সকল উত্তোলিত শির সর্পের ন্যায় একেবারে দৃষ্ট হয়। দিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে ইহাদিগকে হ্রদ ও নদীর উপরস্থ শূন্যমার্গে অধিক উচ্চে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়

শোকস্রোত।

মুদিল কুমদি মুখ বারি ভরা নয়নে।
শশধর শ্বেতভাস, ক্রমেতে হইল হ্রাস,
বিষণ্ণ বদনে বিধু গেল নিজ ভবনে।
তবু কেন ধরা ধরে সুমলিন বদনে॥

চুম্বিয়া কুসুম কুল গন্ধময় কেশরে।
বসন্তের গন্ধবহ, মন্দ শৈত্য গুণ সহ,
নাহি তোষে পান্থে কেন আতিথেয় আদরে?
পুন কি তারক পুরে বদ্ধ হলো অমরে?

নিরব নিকুঞ্জ পুঞ্জ জীবরব বিহীনে।
বৃক্ষডালে শত শত, পাখি বসি জড়বত,
না পুরে প্রভাতী গানে কেন আজি বিপিনে?
নিরবে দাঁড়ায়ে কাঁদে উর্দ্ধমুখে হরিণে।

শীতল সমীর যোগে ফুলদলে কাননে।
আনন্দে প্রকাশি মুখ, পথিকের হরে দুখ,
আজি কেন আছে তারা ম্রিয়মান বদনে।
রসাল মুকুল কেন খসি পড়ে সঘনে?

মধু লোভী অলিকুল মধুমক্ষি সাদরে।
নাহি করে মঞ্জুগান, নাহি করে মধু পান,
সুমধুর ফুল কুল মধুময় অধরে!
মধুপের চিরধন আজি নিল কে হরে?

নিশির শিশির নিত্য ফল পত্রে মুকুলে,
প্রফুল্লিত প্রস্ফুটিত, করি তোষে নরচিত,
আজি তাহা ঝরে কেন ধরাতলে অতুলে।
কাঁদে যেন তরুলতা ফুল কুল আকুলে॥

তরুণ অরুণ বর্ণ পূর্ব্বদিকে গগণে,
উঠিয়া প্রকাশে শোভা, জগজন মনোলোভা,
আজি তাহা দেখি কেন ভয়ঙ্কর নয়নে?
দাবানলে দেখে যথা মৃগ দল কাননে।

দেখি বিপরীত ভাব আজি সর্ব্ব স্বভাবে।
বীরদল জন্ম স্থান, কীর্ত্তিমতী রাজস্থান,
নিষ্প্রভ হইল এত কি কুগ্রহ প্রভাবে।
শ্রীহীন শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজপতি অভাবে।

বিদেশী পথিক মনে এই রূপে ভাবিছে,
হেনকালে রাজপুরে, আর্ত্তনাদ শুনি দূরে,
দেখে পান্থ বামা এক বাহিরিয়া আসিছে।
আয়ত নয়ন যুগ সলিলেতে ভাসিছে॥

কামিনী নিকটে পান্থ কহে গিয়া বিনয়ে,
কি দুখেতে দুনয়নে, বারিধারা বহে ঘনে,
আলু থালু কেশ পাশ, ঊর্দ্ধশ্বাসে কি ভয়ে
গৃহ ত্যজি বন মুখে যাও রাজ তনয়ে॥

পথিকের বাক্যে বালা উত্তরিলা কাতরে।
আগত যবন দলে, সংহারিবে রণস্থলে,
রাজ চূড়া পৃথুরাজে রাজ ঋষি সমরে,
রাজলক্ষ্মী আমি মোর দুখে বুক বিদরে।

সহসা হেরিয়া পথে ঊর্দ্ধ ফনা ফনীরে।
যথা ভ্রামুকের মন, ক্ষণে হয় উচ্চাটন,
রাজ লক্ষ্মী মুখে দুখ বার্ত্তা শুনি অচিরে।
কাঁপিল পথিক মন আবেগেতে অধিরে॥

কিন্তু সে হৃদয় কম্প না হইল সভয়ে।
জন্মি রাজপুত্রকুলে, পান্থকার ভয়ে ভুলে?
বীরকুলে বীরের উদয় সর্ব্ব সময়ে।
জন্মে কোথা কাঁচমণি পদ্মরাগ আলয়ে॥

রাজশ্রীর কথা শুনি পথিকের অন্তরে।
স্বদেশের অনুরাগ, বৃদ্ধি পেয়ে দশভাগ,
কোপে অভিমানে তাঁরে জ্বালাইল সত্বরে।
বায়ুযোগে দাবানল উঠে যথা অম্বরে॥

কহিল সরোষে পান্থ "ধিক্ তার জীবনে।
জন্ম লয়ে বীর অংশে, পূতরাজ পুত্রবংশে,
বাঁচিতে যে জন চাহে স্বাধিনতা বিহনে।
মণিহারা ফনিদুখে ত্যজে প্রাণ বিজনে॥

যে পূত বাপ্পার দেবদত্ত অসিনিতলে।
পড়িল যবনচয়, বাতাহত তরুপ্রায়,
তার বংশ্য রাজঋষি সমরে রে সদলে।
যবনের হস্তে হত দেখিবে কে ভুতলে॥

চতুরঙ্গ সস্ত্রপাণি বশিষ্ঠের যজনে।
ক্ষত্রধর্ম্ম মূর্ত্তিমান, উঠিলেন যে চৌহান,
তাঁর বংশ্য পৃথুরাজে কে দেখিবে শয়নে।
নির্বীর করিতে ধরা কেবা দিবে যবনে?"

এতবলি পান্থবর রণবেশ ধরিয়ে।
মিলি স্বজাতির সনে, সংহারিয়া শত্রুগণে,
পড়িল সমরস্থলে অকাতরে যুঝিয়ে।
কেবা চাহে হেন মৃত্যু মনু জন্ম লইয়ে?